সোরাব রুস্তম

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

১৯৫০

প্রকাশক - শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

প্রিণ্টার- কে, সি, ধর
ধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১২৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

নাট্যরসিক নবরসজ্ঞ অভিনেতা আমার আত্মীয়

পরমশ্রদ্ধেয় ছোড়দা

শ্রীযুক্তবিবেকরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

করকমলে

ব্রজেন।

ভূমিকা

পারস্য দেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর রুস্তম ও তাহার পুত্র সোরাবের কাহিনী লইয়া এই নাটক রচিত। এই চিরকরুণ কাহিনী নিয়ে কত কবি, কত নাট্যকার অশ্রুর মালা গাঁথিয়াছেন। আমার অক্ষম লেখনীর গ্রন্থনা তাহাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবু এই নাটক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অম্বিকা নাট্য কোম্পানিকে যে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী কাহিনীর নিজস্ব আবেদন আর অ-ম্-বি-কা [অমিয়-মধু-বিমল-কালীয়দমন] নাট্য কোম্পানির অকৃপণ উদ্যম।

শাহ্‌নামায় বর্ণিত কাহিনী যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিবার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। প্রথম অভিনয়ের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ছাপা নাটকের জন্য অসংখ্য তাগিদ আমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় বহু ব্যস্ততার মধ্যে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইল। পাঠকগণ নাটকখানিকে যেরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অভাবনীয়। এ জন্য তাঁহাদের সহস্রবার ধন্যবাদ দিই। ইতি—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

প্লাবন শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দের অপূর্ব্ব নাটক। নট্টকোম্পানির জয়স্তম্ভ আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।" তার মধ্যে এলোকেশীর বন্যা ভাসিয়ে দিলে মালিনীর চর। নিরন্ন চাষীদে সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেল জলের তলায়। নৌকো থেকে মাটির ঠাকুর ফেলে রক্তমাংসের ঠাকুরগুলোকে কে নিয়ে এল রাজা বাহাদুরের পূজো দালানে। পূজো বন্ধ হল, জীবন্ত ঠাকুরের রক্তে রক্তাক্ত হল পূজোর প্রাঙ্গণ। তারপর? বজ্রশাসনের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান করে গেল চাষীর মেয়ে জিন্নৎ। গোরার মহত্ত্ব, দেশের ডানপিটে ছেলেদের আপ্রাণ আশ্রয় কিছুই তাকে বাঁচাতে পারলো না। পাথর ফুঁড়ে ঝরণা বইল, ক্ষমতার তুঙ্গ পাহাড় ধূলিসাৎ হল, ঘর-বিরাগী গোরা ঘরে ফিরে এল। আমাদের কথা ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল। মূল্য ২·৭৫ টাকা। **বীর অভিমন্যু**—মূল্য ২·৭৫।

কবি চন্দ্রাবতী শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি টি, প্রণীত। নিউ রয়েল বীনাপাণি অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর শোচনীয় জীবনের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য, ততোধিক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গ্রথিত। মনসার পূজারী বংশিদাসের জগতের কল্যাণে আত্ম নিবেদন, মর্ত্তের মানুষের জন্য অমৃতের সাধনা, চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের অনাবিল প্রেম, হাসেমের মানব প্রীতির মনোরম আলেখ্য, ভাষার ঐশ্বর্য্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে ভরপুর এই নাটক। কেন জয়চন্দ্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, কেন হল চন্দ্রাবতী যৌবনে যোগিনী, -দায়িত্বের ডাক এল যখন কোথায় মিলিত হল এই যুগল কবি? নদীর তলায়? না স্বর্গের নন্দন কাননে? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

বিপ্লবী বাঙ্গালী শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। শস্য-শ্যামলা বাংলার বুকে ব'য়ে গেল রক্তের নদী, উঠলো নিপীড়িত জনতার আর্ত্তনাদ। কে দায়ী? রাজা বল্লাল সেন না রূপবতী তরুণী মায়াবতী? হিন্দু নবকুমার কেমন করে হ'লো মুসলমান কুতুবউদ্দিন? হিন্দুরা যাকে দূর করে দিলে সেই হলো হিন্দুর প্রবল শত্রু। ব্যক্তিগত আক্রোশে কে ডেকে নিয়ে এলো মহম্মদ ঘোরীকে? এই নাটকেই আছে তার উত্তর। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

কায়কাউস	...	...	ইরাণের রাজা।
গেঁও	...	...	ঐ সিপাহশালার।
রুস্তম	...	...	পালোয়ান।
খুরম কদম	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
সুফী	...	...	সুদাবার ভাই।
জাল	...	...	রুস্তমের পিতা।
শারিয়ার	...	...	সামানগাঁর রাজা
সোরাব	...	...	তাহ্‌মিনার পুত্র।
বাদশা	...	...	ভৃত্য।
আফসারিয়াব	...	...	তুরাণের রাজা।
বারমান	...	...	ঐ সিপাহশালার।
মৌলানা	...	...	শাস্ত্রজ্ঞ ইরাণী।

—স্ত্রী—

সুদাবা	...	...	ইরাণের রাণী।
ফাতিমা তাহ্‌মিনা	...	...	রুস্তমের পত্নীদ্বয়।
ঝুমুর [দোলেনা]		...	কায়কাউসের কন্যা

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

কবরের কান্না শ্রীকানাই লাল নাথ প্রণীত। আর্য্য অপে বিজয় বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। লক্ষ দর্শকের প্রশংসা মুখর। সেলিম ও মেহের প্রণয়। আকবর ক বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। সিপাহশালার শের আফগানের স মেহের উন্নিসার বিবাহ। শেরের বাংলার সুবাদারী লাভ। শাহাজা সেলিমের জাহাঙ্গীর নাম ধারণ ও ভারত সিংহাসনে আরোহণ। রূপবর্তী মেহের উন্নিসার লোভে ভীষণ ষড়যন্ত্র। মেহের উন্নিসার বিশ্বাসঘাতকতায় শের আফগানের শোচনীয় মৃত্যু। মাটিতে স্বামীর কবর রচনা করিয়া মেহের উন্নিসার দিল্লী যাত্রা। নূরজাহান [জগতের আলো] নাম ধারণ করিয়া ভারত সাম্রাজ্ঞীর আসন লাভ। বাংলার মাটিতে কবরের তলায় শের আফগানের করুণ বিলাপ। "মেহের হামারা—মেহের হামারা।" মূল্য ২.৭৫ টাকা। **আগুনের শিখা** (নন্দগোপাল) মূল্য ২.৭৫।

উপেক্ষিতা ব্রজেনবাবুর বিস্ময়কর নাট্যাবদান। নাট্যভারতীর বিজয়মুকুট। যুগান্তর বলেন ব্রজেনবাবু একটি আদর্শ যাত্রা নাটক উপহার দিতে পেরেছেন। কাশীরাজকন্যা অম্বার শোকাবহ জীবননাট্যের মর্ম্মস্পর্শী যবনিকা। দেবব্রত ভীষ্মদেবের সত্যরক্ষায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য গুরু পরশুরামের আদেশ লঙ্ঘন, শিষ্যের হস্তে গুরুর পরাজয়ের আনন্দ, অগ্নিকুণ্ডে অম্বার দেহত্যাগ! ভ্রাতৃবৎসল বিচিত্রবীর্য্য, সরলপ্রাণ দাশরাজ, মাতৃনামের মহাসাধক ভীষ্ম, নর নারায়ণ পরশুরাম, মুখরা মেয়ে অম্বিকা আর অন্তঃসারশূন্য শাল্বরাজ সবাই মিলে কি সুন্দর নাট্যসম্ভার সৃষ্টি করেছে, পড়িয়া তৃপ্ত হন। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

যাদের দেখেনা কেউ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরার যশের হিমালয়। কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মানুষ যারা—পেটে যাদের ভাত নেই, পরণে নেই কাপড়— যম যাদের নিত্য অতিথি, যারা রাজ-ভাণ্ডারে সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়, কিন্তু পায় শুধু কশাঘাত, তাদেরই কান্না ঝরা কাহিনী! অভাবের জ্বালায় বস্তীর মানুষ গোকুল যাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল তার সে ভাই? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্যদিকে বস্তির ডাক!! বস্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সঙ্ঘর্ষ, ভগ্নীঅন্ত-প্রাণ গৌতমের আত্মবলী, জনতার জয়—পশুশক্তির পরাভব! এমনি পাঁচ ফুলের অপূর্ব্ব সাজি "যাদের দেখে না কেউ।" মূল্য ২.৭৫ টাকা।

সোরাব রুস্তম

সূচনা।

সামান গাঁ—রাজকুমারী তাহ্‌মিনার কক্ষ।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। না চাইতে দুহাত ভরে দিয়েছ খোদা। এমন খসম কার? এত বড় বিশ্ববিখ্যাত বীর, এমন বজ্রের মত কঠোর আবার কুসুমের মত কোমল স্বামী কে কবে পেয়েছে? হে দীন দুনিয়ার মালিক, মেহেরবানি করে এমন স্বামী দিয়েছ যদি, সামান গাঁর মাটিতে যেন তার বীরত্বের জ্বলন্ত চিহ্ন রয়ে যায়।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত।

[তোর] ভাবনা কি আর সই?
হাতের কাছে এসে গেছে স্বর্গে ওঠার মই!
তর্‌তরিয়ে উঠবে তুমি, আমরা রব নীচে,
ডাকলে সাড়া দেবে না আর, চাইবে না আর পিছে,
পয়ের ছেলে বয়ে বয়ে আমরা যাব ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
যা হোক তবু পড়বে পাতে খাস্তা লুচি মোণ্ডা দই।

তাহ্‌মিনা। এ কি ছাই ভস্ম গাইলি? মাথাও বুঝলুম না,—মুণ্ডুও বুঝলুম না। কি হয়েছে?

১মা সহচরী। কি হয়েছে খসমকে জিজ্ঞেস করো। আমরা তোমার বাপজানকে বলি গে ধাই ঠিক করতে।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। চুলোমুখীরা কি বললে? এ কি সত্যি? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি? এই ভদ্রলোকই বা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই বাপজানের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের গল্প কচ্ছে। বাপজানেরও আর কাজ নেই, জামাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছে। যুদ্ধের নাম শুনে একেই ত ওঁর জিভে জল আসে,—ক্ষেপিয়ে দিলে কি আর রক্ষে আছে? হয়ত গদা নিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে যুদ্ধের খোঁজে।

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। কার কথা বলছ তাহ্‌মিনা?

তাহ্‌মিনা। এই যে তুমি এসেছ। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

রুস্তম। জাঁহাপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

তাহ্‌মিনা। যুদ্ধের কথা হচ্ছিল বুঝি?

রুস্তম। যুদ্ধ! কোথায় যুদ্ধ বেধেছে?

তাহ্‌মিনা। যেথানেই বাধুক না, গদা হাতে বেরিয়ে পড়। না বেধে থাকে, যেখানে হক একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দাও না। আহা, অনেকদিন যুদ্ধ না করে শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে, মেজাজও তেমন ভাল নেই। এমন নিরামিষ জীবন কি ভাল লাগে গা?

রুস্তম। যুদ্ধের কথাটা যদি তুললে, তবে শোন। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেবার মাজেন্দ্রানে গিয়ে—

তাহ্‌মিনা। থাক্ থাক্, মাজেন্দ্রানের রাজেন্দ্রাণী তোমায় সাদি করতে চায়নি ত? তবে আর আমার শোনবার দরকার নেই। [হাই তুলিল]

রুস্তম। তবে মাজেন্দ্রানের কথা থাক। শ্বেতদৈত্যকে কি রকম জব্দ করেছিলাম, সেই কথাটা শোন।

তাহ্‌মিনা। না শুনেই আমি বুঝে নিয়েছি। কেন আর শুধু শুধু কষ্ট করবে? [হাই তুলিল]

রুস্তম। কষ্ট আর কি? আমি যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উপস্থিত হলুম—

তাহ্‌মিনা। তখন শ্বেতদৈত্য গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেল।

রুস্তম। মরে গেল কে বললে?

তাহ্‌মিনা। মরেনি? তবেই ত গোলমালের কথা।

রুস্তম। তুমি যুদ্ধের কিছু বোঝ না। যুদ্ধ হচ্ছে একটা—

তাহ্‌মিনা। পরম পবিত্র পদার্থ। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না এত যার দয়া, সে গদার আঘাতে পরের মাথা ভাঙ্গে কি করে?

রুস্তম। তাহ্‌মিনা, দুনিয়ায় মানুষের বেশ ধরে অসংখ্য শয়তান বাস করে, এদের জন্য শান্তিপ্রিয় মানুষ ধনপ্রাণমান নিয়ে নিরাপদে বাস করতে পারে না। এরা নারীর ধর্ম্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, অর্থের লোভে শিশুর খাদ্যেও বিষ মিশিয়ে দেয়; গতিশীল দুনিয়ার যাত্রাপথের কণ্টক এরা, এদের সরিয়ে দিয়ে দুনিয়ার গতি অব্যাহত রাখতে খোদাতালাই আমার মত দুদশটা মত্ত হাতী পাঠিয়ে দেন। এদের মাথা না ভাঙ্গলে লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় সাধুসন্তের মাথা বাঁচানো যায় না।

তাহ্‌মিনা। একটু তফাৎ থেকে বল না। তুমি আমার মাথাটা তাক কচ্ছ কেন? [হাই তুলিল]

রুস্তম। মুহুর্ম্মুহুঃ হাই তুলছ কেন? অসুখ করেছে না কি?

তাহ্‌মিনা। হ্যাঁ গো।

রুস্তম। কি অসুখ?

তাহ্‌মিনা। গুরুতর অসুখ।

রুস্তম। হেকিমকে খবর দেব?

তাহ্‌মিনা। হেকিমের কাজ নয়, ধাই চাই, ধাই। হাঁ করে রইলে কেন? বুঝতে পারলে না? দাঁড়াও, তোমার জারীজুরি বের কচ্ছি। তুমি মনে করেছ, তোমার মত বীর গোটা পারস্য দেশে আর কেউ নেই, কেউ হবেও না, আর অতবড় গদাও কেউ ঘোরাতে পারবে না। আমার ছেলে তোমাকে তুলে আছাড় মারবে।

রুস্তম। ছেলে! কোথায় ছেলে!

তাহ্‌মিনা। অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে আছে গো; দশ মাস পরে আলোকে বেরিয়ে আসবে। [প্রস্থান।

রুস্তম। কি যে হেঁয়ালির কথা বলে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আনন্দ যেন চোখে মুখে বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। কারণটা কি?

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। রুস্তম,—

রুস্তম। আদেশ করুন জনাব।

শারিয়ার। তুমি হেকিমকে ডাক, এক্ষণি হেকিমকে ডাক।

রুস্তম। কেন? কার অসুখ হয়েছে?

শারিয়ার। অত কথার সময় নেই। তুমি যাও, আর দেরী করো না। ওরা যা বলছে, যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। আর দেখ, তুমি যা ভাবছ তা হবে না মিঞা।

রুস্তম। কি ভাবছি আমি?

শারিয়ার। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমার ছেলে বল, মেয়ে বল, ওই এক তাহ্‌মিনা। তুমি যে তাকে ইরাণে নিয়ে যাবে, আর আমার এত বড় প্রাসাদটা শূন্য হয়ে যাবে, তা হবে না।

রুস্তম। আমি তা জানি জাঁহাপনা। আপনার ঘর অন্ধকার করে আমি আপনার কন্যাকে কোথাও নিয়ে যাব না। সে চিরদিন এখানেই থাকবে। আমার সময় হলে আমি একাই ইরাণে চলে যাব।

শারিয়ার। তা যাবে বই কি? তোমার যখন সেখানে স্ত্রীপুত্র আছে, আর তুমি যখন ইরাণের সেরা পালোয়ান, বিপদে আপদে রাজার ফৌজ যখন তোমাকেই চালন করতে হয়, তখন আজ গেলেও যাবে, কাল গেলেও যাবে। কিন্তু—

রুস্তম। কিন্তু কি জাঁহাপনা?

শারিয়ার। না, তেমন কিছু নয়। কথাটা কি জান? আমার আর কে আছে বল? মরে গেলে রাজ্যটা কাক চিলে ঠুকরে না খায়, এই আর কি? থাকলে তোমাদেরই থাকবে, গেলে তোমাদেরই যাবে। বলছিলাম কি,—ভালয় ভালয় তাহ্‌মিনার যদি একটা কিছু হয়—

রুস্তম। জাঁহাপনা,—

শারিয়ার। হেকিমকে ডাক, হেকিমকে ডাক; গাফিলতি করো না মিঞা। ভাল ভাল দাওয়াই নিয়ে তাকে হরবখৎ প্রাসাদে মোতায়েন থাকতে হবে। সাবধানের মার নেই, বুঝেছ?

রুস্তম। বুঝেছি জনাব।

শারিয়ার। কিচ্ছু বোঝনি। বুঝবে কি করে? কিইবা তোমার বয়স? কথাটা যখন শুনেছি, তখন থেকে ভাবনায় আমি সর্ষে ফুল দেখছি। বেগম নেই,—কে বুঝবে? কাকে বলব? চারিদিকে শত্রু, ভাইপো, ভাগ্নে, কুটুম সাক্ষাতের দল পেট ধুয়ে বসে আছে। কবে আমি চোখের পাতা বুজব, কবে তারা এসে পাতা বিছিয়ে বসে যাবে। খা, এখন খুব করে খা। আর দশটা মাস, তারপর তোদের মুখে ছাই তুলে দেব।

রুস্তম। জাঁহাপনা, এর চেয়ে শুভ সংবাদ আমার পক্ষে আর কিছু নেই। আমি পারস্যদেশের সেরা পালোয়ান; দুনিয়ার মাটিতে আমার সারা জীবনের সাধনার অমৃতফল রেখে যাবার স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে আছি। কবে আসবে সেদিন, যেদিন আমার ঘরে আমার চেয়েও বড় পালোয়ান জন্মাবে?

শারিয়ার। স্বপ্ন ত আমিও দেখছি বাপজান। কবে আমার মেয়ের সন্তান আমার মসনদে বসবে, এ স্বপ্নে আমিও বিভোর হয়ে আছি।

রুস্তম। কিন্তু—

শারিয়ার। আমারও ত ওই কিন্তু—

খোজার প্রবেশ।

খোজা। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা। ইরাণ থেকে দূত এসেছে।

রুস্তম। কেন? কেন?

খোজা। আপনাকে ইরাণরাজ তলব করেছেন। এই তাঁর পত্র।

রুস্তম। অকস্মাৎ তলবের কারণ কি? ইরাণরাজ কুশলে আছেন ত? কোন শত্রু ইরাণ আক্রমণ করে নি ত? [পত্রপাঠ] হুঁ।

শারিয়ার। কি লিখেছেন ইরাণরাজ?

রুস্তম। যা ভেবেছি তাই। তুরাণরাজ ইরাণ আক্রমণ করেছে। তুরাণী ফৌজ আমার অনুপস্থিতির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে,— রাজধানীর চারিদিক বেষ্টন করে তারা মহোল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আর ইরাণরাজ অন্তঃপুরে বসে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছেন। আমি যাব, তুরাণরাজ আফসারিয়াবের সাম্রাজ্যের লোভ আমি চিরদিনের জন্য

স্তব্ধ করে দেব। জাঁহাপনা, আমি আর এক লহমাও অপেক্ষা করতে পারব না। মেহেরবানি করে আমায় বিদায় দিন।

শারিয়ার। ওরে তাহ্‌মিনাকে ডাক, তাহ্‌মিনাকে ডাক।

খোজা। যো হুকুম জনাব। [প্রস্থান।

শারিয়ার। দূতকে ফিরিয়ে দাও রুস্তম।

রুস্তম। বলেন কি আপনি? ইরাণের এই বিপদ, আর আমি তা জেনেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?

শারিয়ার। তবে কি করবে মিঞা? গদা ঘাড়ে করে যুদ্ধ করতে ছুটে যাবে? গিয়ে লাভ? তুমি গিয়ে দেখবে, সব শেষ হয়ে গেছে, তুরাণরাজ আফসারিয়াব খোস মেজাজে ইরাণের মসনদে বসে আছে।

রুস্তম। তা যদি হয়, আমি তাকে চুলের মুঠি ধরে মসনদ থেকে নামিয়ে দেব।

শারিয়ার। তার আগেই সে তোমার গর্দান নেবে।

রুস্তম। তবু জানব যে এই তুচ্ছ জীবনটা আমি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি।

শারিয়ার। কেন বল ত মিঞা? দেশ দেশ করে এত যে তুমি কলিজার খুন ঢেলে দিয়েছ, তার পুরস্কার কি দিয়েছে তোমার দেশ? ইরাণের সিংহাসনে কায়কাউসকে না বসিয়ে তোমাকে বসালে মানাত না?

রুস্তম। ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন? তিনি রাজবংশধর, পরলোকগত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র; ইরাণের মসনদে আমার পিতাই তাঁকে হাতে ধরে বসিয়ে দিয়েছেন। আমিও পিতার কাছে শপথ করেছি, প্রাণান্তেও রাজাকে ত্যাগ করব না।

শারিয়ার। খুব করেছ। কিন্তু এত করেও পালোয়ানের উপর ত নাম কিনতে পারলে না। না আমীর, না ওমরাহ্, না একটা সিপাহশালার। যুদ্ধ কর তুমি,—দুশমনের মাথা ভাঙ্গ তুমি, যুদ্ধে জয় হয় তোমার জন্যে, আর যশের মালা পরে রাজা আর তার সেনাপতি।

রুস্তম। আমিই ত' সবার আগে তাঁদের জয়ধ্বনি দিই।

শারিয়ার। কেন? সারাজীবনই কি পরের জয়ধ্বনি দিয়ে কাটিয়ে দেবে? পারস্যের সেরা বীর তুমি, তোমার জন্যে কি একটা ছোট রাজ্যও জুটতে পারে না?

রুস্তম। রাজত্ব কি এতই লোভনীয়? ইরাণের রাজপথ দিয়ে রুস্তম যখন চলে, কাতারে কাতারে শিশু বৃদ্ধ যুবা দাঁড়িয়ে থাকে তাকে দেখবার জন্য। কেউ করে আশীর্ব্বাদ, কেউ দেয় জয়ধ্বনি, কেউ রাস্তার ধূলো তুলে নিয়ে মাথায় দেয়। এ সম্মান রাজাও পান না, আমীর ওমরাহ সিপাহশালারও নয়।

শারিয়ার। তাদের শুকনো সম্মান নিয়ে তারা ধুয়ে জল খাক, তুমি মিঞা আর যেও না।

রুস্তম। যাব না? বলেন কি আপনি।

শারিয়ার। ঠিকই বলছি। আমি তোমাকে সামান গাঁর মসনদে বসিয়ে অবসর নেব। তারপর তোমার ছেলে বড় হলে তার হাতে তুমি সিংহাসনটা ছেড়ে দিও।

রুস্তম। আপনার মেহেরবানি চিরদিন আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করব জাঁহাপনা। কিন্তু মসনদে আমার প্রয়োজন নেই, রাজমুকুটের চেয়ে অনেক বেশী দামী আমার দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ, সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের চেয়ে সহস্রগুণ মূল্যবান্ আমার এক কণা দেশের মাটি।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। আমায় ডাকছ বাপজান?

শারিয়ার। হাঁ মা। ইরাণের দূত এসেছে রুস্তমকে নিয়ে যেতে।

তাহ্‌মিনা। নিয়ে যেতে এসেছে!

শারিয়ার। আমি বললুম, ইরাণে তুমি যেও না, সামান গাঁর সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর। শুনলে না মা। তুই বুঝিয়ে বল্; দেখ যদি তোর কথা শোনে।

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। সত্যই তুমি চলে যাবে?

রুস্তম। না গিয়ে উপায় নেই তাহ্‌মিনা। আমার দেশ বিপন্ন। আমি গিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারব কিনা, জানি না। তবু শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি প্রমাণ করে যাব যে আমি আমার রাজার অকৃতজ্ঞ প্রজা নই।

তাহ্‌মিনা। রাজার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য আছে, স্ত্রীর প্রতি কি কিছুই নেই?

রুস্তম। এ কথা কেন বলছ তাহ্‌মিনা? এক বছর ত তোমাদের প্রাসাদে কাটিয়ে গেলাম।

তাহ্‌মিনা। এক বছরে কটা দিন স্বামি? এক যুগ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নির্নিমেষে চেয়ে থাকলেও আমার যে সাধ মেটে না। কতদিনের রঙিন স্বপ্ন তোমার মাঝে রূপ নিয়েছে, কত দীর্ঘদিনের সাধনা তোমাকে লাভ করে সফল হয়েছে আমার। এখনও যে আমার নেশার ঘোর কাটে নি। চলে যাবে? এত শীঘ্র চলে যাবে? পেছন ফিরে দেখবার কিছুই কি নেই তোমার?

রুস্তম। তুমি ত জান তাহ্‌মিনা, মাতৃভূমির আহ্বান যখন আসে, রুস্তম তখন পেছন ফিরে চায় না। তা যদি সে চাইত, কত রাজার ঐশ্বর্য্য তার পায়ে এসে গড়িয়ে পড়ত। রাজার সঙ্গে একটুখানি বেইমানি করলে—হীরে মাণিক্‌ জহরতে তার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

তাহ্‌মিনা। রাজার সিপাহশালার আছে, মনসবদার আছে, লক্ষ লক্ষ বাছাই বাছাই সৈন্য আছে,—কিন্তু আমার আর কে আছে স্বামি? তুমি না গেলেও তোমার দেশে যোদ্ধার অভাব হবে না। কিন্তু তাহ্‌মিনার জীবনাকাশে এই একটা সূর্য্যই আলো দেয়, সে না থাকলে তার জীবনের অন্ধকার দূর করতে কেউ পারে না।

রুস্তম। নারীজীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে। তুমি যে মা হতে চলেছ তাহ্‌মিনা। আর ত তোমার জীবনে অভাব কিছু নেই। হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও।

তাহ্‌মিনা। কেন যাবে? কি অভাব তোমার? ইরাণরাজ তোমায় ষোল আনা বেতন দেয়, আঠার আনা কাজ বুঝে নেয়। কি প্রয়োজন তোমার এ দাসত্বের? বাপজান ত তোমায় সামান গাঁর মসনদ দিতে প্রস্তুত।

রুস্তম। বিদেশের স্বর্গের চেয়ে দেশের নরকের দাম অনেক বেশী তাহ্‌মিনা।

তাহ্‌মিনা। তবে যাও, আর আমার কিছু বলবার নেই।

রুস্তম। অভিমান করো না তাহ্‌মিনা। তোমার যদি ছেলে হয়, আবার আসব আমি। আবার তোমার সঙ্গে জ্যোৎস্নাবিধৌত কুসুমোদ্যানে প্রেমালাপ করে নিশি ভোর করব। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার যদি কন্যা হয়, সে তোমার কাছেই থাকবে। যদি পুত্র হয়, বাল্যকাল অতিক্রান্ত হলে আমি তাকে নিয়ে যাব, সারা জীবনের সাধনা দিয়ে

আমার চেয়েও আর একটা বড় পালোয়ান আমি গড়ে তুলব। মেহেরবান খোদা তোমায় বীরপ্রসবিনী করুন।

তাহ্‌মিনা। বিলম্ব করো না বীর, ছুটে যাও; তোমার রাজা তোমায় ডাকছেন। তোমার আদরিণী ফাতিমা বিবি তোমায় আকর্ষণ কচ্ছে। তার নিবিড় কালো চোখের তারায় স্বপ্নের মদিরতা, তার দীঘল কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশে রূপসায়রের মায়া! এত প্রলোভনের মাঝখানে তাহ্‌মিনা কতটুকু? কি তার আকর্ষণ? যাও বীর, যাও।

রুস্তম। আমার হাতের এই তাবিজটা রাখ তাহ্‌মিনা। পুত্র হক, কন্যা হক, তার হাতে এই তাবিজ বেঁধে দিও। মনে রেখো, আমি তোমার সংবাদের আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করব। আসি তাহ্‌মিনা, বিদায়।

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। পুরুষ জাতটাই নিষ্ঠুর! যতক্ষণ মোহ থাকে, নারীর জন্য এরা কথায় কথায় প্রাণ দেয়। যখন বাইরের ডাক আসে, বুকটা দলে চষে দিয়ে চলে যায়, একবার পেছন ফিরেও তাকায় না। দেশের ডাক! বীরপুরুষ ছুটলেন দেশ রক্ষা করতে। উচ্ছন্ন যাক দেশ। ছোটলোক কোথাকার। হক না ছেলে কাণ ধরে টেনে নিয়ে আসব।

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। চলে গেল মা? রাখতে পারলি না?

তাহ্‌মিনা। কেন, রাখব কেন? যাক না কোন চুলোয় যাবে। তুমি তা বলে হা-হুতাশ কচ্ছ কেন?

শারিয়ার। না, হা-হুতাশ করব কেন? তুই দুঃখ করিস না মা।

তাহ্‌মিনা। দুঃখ করব? ওই ছোটলোকের জন্যে? আমি কি তোমার তেমনি মেয়ে?

শারিয়ার। না না;—সে ত আমি জানি! তবে তোর চোখ দিয়ে জল পড়ছে কিনা, তাই বলা।

তাহ্‌মিনা। কোথায় জল পড়ছে? কার জন্যে? সংসারে আমার একমাত্র আত্মীয় তুমি।

শারিয়ার। তাই ভাল মা, তাই ভাল; তুই আমার মেয়ে হয়েই থাক। খোদাতাল্লার দোয়ায় তোর যদি ছেলে হয়, আমি তাকেই মসনদে বসিয়ে মক্কায় চলে যাব। কি হত তোর রাজার বেগম হয়ে? রাণী হওয়ার চেয়ে রাজমাতা হওয়া অনেক ভাল। কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। গেছে যাক। ও সব কাঠ গোঁয়ার, গুণ্ডা, ছোটলোক—

তাহ্‌মিনা। কি তুমি যা তা বলছ? অমন বীর মহাপ্রাণ দেশহিতৈষী পুরুষ যদি ছোটলোক হয়, তাহলে দুনিয়ায় ভদ্রলোক কেউ নেই।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। মেয়েটির মহিমা বোঝা ভার; যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। নিজে হাজারবার খসমের নিন্দে করবে, কিন্তু আর কেউ নিন্দে করলেই ফোঁস করে উঠবে। যাক, এ একরকম ভালই হল। খোদার মেহেরবানিতে মেয়েটার একটা ছেলে যদি হয়, খবর যা দেব, সে আমার মনে মনেই জানা আছে। খবর পেলেই তুমি এসে নিয়ে যাবে ব্যাটা। সে গুড়ে বালি।

[প্রস্থান।

বাইশ বছর পরে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইরাণ—রুস্তমের গৃহ।

গাহিতে গাহিতে কদমের প্রবেশ।

কদম। গীত।

ও আমার দেশের মাটি, তুমিই আমার স্বর্গধাম;
তুমিই জীবন, তুমিই মরণ, তুমিই শ্রান্তি প্রাণারাম।

খুরমের প্রবেশ।

খুরম। যাঃ, নির্জ্জনে বসে কোরাণশরীফ পড়ব ভেবেছিলুম, হতভাগা নাস্তিক গান জুড়ে দিয়েছে। কোরাণশরীফ মাথায় থাক। গা গা, থামলি কেন?

কদম। পূর্ব্বগীতাংশ।

ও আমার দেশের মাটি, তুমিই আমার স্বর্গধাম;
তুমিই জীবন, তুমিই মরণ, তুমিই শ্রান্তি প্রাণারাম।

খুরম। তারপর?

কদম। পূর্ব্বগীতাংশ।

সোনার রেণু তোমার ধূলি,
অঙ্গে মেখে গেছি ভুলি,
ধনপরিজন মণিরতন; পূর্ণ আমার মনস্কাম।

খুরম। বাঃ ভাই, বাঃ।

কদম। পূর্ব্বগীতাংশ।

নিভিয়ে দাও আঁখির আলো,
প্রাণে আমার প্রদীপ জ্বালো,
তোমার যদি হয় না ভালো, আসুক আঘাত অবিরাম।

খুরম। শাস্ত্র পড়লি না, পাঠশালায় পাঠ নিলি না, জ্ঞানের মহাসিন্ধু দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেল! ক্ষুদ্র একটু ভূমিখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে দুর্ল্লভ মানব জন্ম ব্যর্থ করতে চলেছিস হতভাগা? ওরে কূপমণ্ডুক,—ইরাণটা পৃথিবী নয়; কলুর বলদের মত একফোঁটা ইরাণকে কেন্দ্র করে কেন ঘুরে মরছিস্? লক্ষ কোটি ইরাণ তুরাণ বাগদাদ কাবুল কান্দাহার যাঁর বিচিত্র শিল্পচাতুর্য্যের প্রকাশ, তাঁর মহিমা দেখবার জন্যই ত চোখ দুটো পেয়েছিস্ ভাই। দেখে নে, চিনে নে, বুঝে নে তাঁকে। আয় আয়, কোরাণশরীফ পড়বি আয়, গীতা বাইবেল শুনবি আয়।

কদম। তুমিই একটু বেশী করে পড় গে যাও। আমার ওসব পড়াশোনা ভাল লাগে না।

খুরম। তা লাগবে কেন? কুকুরের পেটে কি ঘি সয়?

কদম। কথাটা ঘুরিয়ে তোমাকেও বলা যায় দাদা।

খুরম। ওরে কদম, জ্ঞানের এ মহাসমুদ্রে একটুখানি অবগাহন কর্, দেখবি এ অমৃতের স্বাদ জীবনে কখনও ভোলা যায় না। আমি যত পড়ি, ততই পাগল হয়ে যাই। কি হবে ভাই অস্ত্র শিক্ষা করে? অস্ত্রশস্ত্র জ্যান্ত মানুষকে মৃত্যু দিতে পারে, মৃত মানুষকে প্রাণ দিতে পারে না।

কদম। তোমার ওই পুঁথির আখরগুলো তাই পারে বুঝি?

খুরম। নিশ্চয়ই পারে। এর মধ্যে এমন সঞ্জীবনী সুধা নিহিত আছে, যা পান করলে মানুষ অমর হয়ে যায়।

কদম। তুমি ত তাহলে অমর হয়ে গেছ দাদা?

খুরম। আমি এখনও সুধা সমুদ্রের তীরেই বসে আছি।

কদম। পঁচিশ বছর ধরে তীরেই বসে আছ? সমুদ্রে নামবে কবে? মরার পরে? যে সমুদ্রে স্নান করতে হলে পঁচিশ বছর ঘাটে বসে হি হি করতে হয়, সে সমুদ্রে না-ই বা নামলে দাদা?

খুরম। কদম,—

কদম। আমার এ মাটির দেবতাটিকে দেখ দেখি। মন্ত্র নেই, তন্ত্র নেই, প্রতীক্ষা নেই,—ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুবাহু বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়। ডাক তুমি প্রাণপণ করে আল্লাতালাকে, পড় তুমি যত শাস্ত্র আছে দুনিয়ায়; আমি পুঁথির পাতা খুলব না, চোখ বুজব না, আজান শুনব না; শুধু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব আমার দেশের মাটির জন্যে। দেখি মরার পরে তুমিই বা কোন্ বেহেস্তে যাও, আর আমিই বা যাই কোন্ জাহান্নামে।

খুরম। কদম,—

কদম। যাও আলেম, যাও; নির্জ্জনে বসে পুঁথি পড় গে। শত্রু যখন আসবে, প্রাসাদের চূড়া থেকে পুঁথির বয়েৎ ছুঁড়ে দিও; এক মুহূর্ত্তে শত্রুরা নিজেদের মাথা কেটে এনে তোমার পায়ে উপহার দেবে।

খুরম। মূর্খকে উপদেশ দিলে তার ক্রোধ বাড়ে, শান্তি হয় না।

জালের প্রবেশ।

জাল। সব শাস্ত্রই ত চিবিয়ে খেয়েছ দেখছি। যাও দেখি ভায়া, রাজপ্রাসাদে ছুটে যাও। এক দিগ্বিজয়ী মৌলানা এসে সবাইকে থ বানিয়ে দিয়েছে। হেন শাস্ত্র নেই যা সে জানে না। যাও দেখি, তাকে হারিয়ে দিয়ে এসো, দেখব তুমি কত বড় আলেম।

খুরম। আলেম আমি নই দাদুসাহেব। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের এক কণা মাত্র আমি পান করেছি।

জাল। পাঁচ বছর বয়স থেকে এই পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত পুঁথি পড়ে পড়ে গিলেছ মোটে এক কণা? আর এই ভদ্রলোককে দেখ দেখি। মোটে বারো বছর বয়স, এর মধ্যেই তীরধনুক গদা বল্লম ন্যাজা তলোয়ার সব অস্ত্র সমানে চালাতে পারে।

খুরম। ভাই ভাগ্যবান্, আমি দুর্ভাগা দাদুসাহেব।

জাল। দুর্ভাগা তুমি হতে গেলে কেন খুরম? জালের নাতী তুমি, মহাবীর রুস্তমের ছেলে, তোমার পায়ের দাপে দুনিয়ার মাটি থরথর করে কাঁপবে, তোমার হুঙ্কারে আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তুমি গেলে কি না কেতাবী বিদ্যে শিখতে! দুত্তোর কেতাবের নিকুচি করেছে।

খুরম। তুমি প্রাণভরে ধিক্কার দিতে থাক, আমি এখন আসি।

কদম। দাঁড়াও দাদা। তোমাকে যেতে হবে।

খুরম। কোথায়?

কদম। রাজবাড়ীতে। আমার মন বলছে, তুমি দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে হারিয়ে দিতে পারবে।

খুরম। যদি পারি, কি লাভ হবে তাতে?

কদম। দেশের মুখ রক্ষা হবে।

খুরম। যে মুখ একটা তুচ্ছ পাণ্ডিত্যাভিমানীর ফুৎকারে ঝলসে যায়, সে মুখ পুড়ে যাওয়াই ভাল।

জাল। খুব বিদ্যে শিখেছ ত ভায়া। যে বিদ্যে দেশের কাজে লাগল না, তাকে কি বলে জান?

কদম। কুকুরের বিষ্ঠা।

খুরম। না ; যে বিদ্যা ঈশ্বরকে চিনিয়ে দেয় না, তার নাম হারাম।

ফাতিমার প্রবেশ।

ফাতিমা। বাবা, সদর রাস্তায় ওরা চেঁচিয়ে কি বলছে?

জাল। রাজসভায় এক দিগ্বিজয়ী মৌলানা এসে ইরাণের সবাইকে বিচারে হারিয়ে দিয়েছে। রাজা কায়কাউস ঘোষণা দিয়েছেন, যে তাকে হারাতে পারবে, তাকে ইরাণের সেরা রত্ন দান করবেন। এই কথাই ওরা বলছে।

কদম। দাদাকে বললুম,—তুমি যাও; বলে, কি হবে গিয়ে?

ফাতিমা। হাঁ৷ বাবা খুরম, একটা বিদেশী মৌলানা ইরাণের ইজ্জৎ ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে চলে যাবে, আর তুমি একটু চেষ্টাও করবে না তার ইজ্জৎ রক্ষা করতে?

খুরম। চেষ্টা করেই বা কি ফল হবে মা? আমি শুধু এই-টুকু জ্ঞান লাভ করেছি যে আমি কিছুই জানি না।

ফাতিমা। দেশের সবাই যখন পরাজিত হয়েছে, তখন তোমার পরাজয়ে আর বেশী কি ক্ষতি হবে?

জাল। কিচ্ছু না। বরং বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেলে ইরাণের সেরা রত্ন পাবে।

খুরম। কি রত্ন দিতে পারেন ইরাণের রাজা? শাস্ত্রের ছত্রে ছত্রে যে মহার্ঘ রত্ন নিহিত আছে, দুনিয়ার যে কোন রত্ন তার কাছে তুচ্ছ। ফকিরি নিয়ে এসেছি, ফকির হয়ে চলে যাব, মাঝখানে দুদিনের জন্য ঐশ্বর্য্যের রাংতা গায়ে দিয়ে দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে আমি চাই না দাদু।

ফাতিমা। বেশ ত বাবা। তোমার কাজটুকুই তুমি করে এস, পুরস্কার তুমি নিও না।

খুরম। মা!

কদম। আবার 'মা'! যাবে ত যাও না; না হয় অন্দরে গিয়ে বোরখা পরে বসে থাক।

ফাতিমা। বেরিয়ে যাও অসভ্য ছেলে; বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শেখ নি?

খুরম। থাক মা, ছেলেমানুষের কথায় কি যায় আসে? আমি যাচ্ছি; তুমি যখন আদেশ দিচ্ছ, তখন আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। জয় হক, পরাজয় হক, সব দায় তোমার।

[প্রস্থান।

জাল। চল দাদু, গদার সেই পাঁচটা তোমায় শিখিয়ে দিই।

ফাতিমা। কেবলই কি প্যাঁচ শেখাবেন? বারো বছর বয়স হল, এখনও কেতাব হাতে করলে না?

কদম। কেতাব হাতে করে ছোটলোকে। আমি বিদ্যে শিখব না, বুদ্ধির চাষ করব না, নমাজও পড়ব না। আমি আমার দেশের সেবা করব গদা আর তরবারি দিয়ে।

ফাতিমা। জাহান্নামে যাবি হতভাগা।

কদম। জাহান্নামে আমি যাব না মা, যাবে তোমার বড় ছেলে।

[প্রস্থান।

ফাতিমা। হাঁা বাবা, যুদ্ধ আর অস্ত্র ছাড়া আপনাদের কি আর কথা নেই? মৃত্যু আপনার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে; এখনও কি আপনি আল্লাতাল্লার নাম করবেন না?

জাল। তা ত করতেই হবে, তা ত করতেই হবে। তবে কি জান মা? চোখ বুজে তাঁকে ডাকতে গেলেই হাজার রকম অস্ত্র

এসে সামনে দাঁড়ায়। আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। কোথায় পড়ব শাস্ত্র, কে শেখাবে খোদাতালার নাম? আমি যখন জন্মেছিলাম, তখন থেকে আমার চুলগুলো ছিল দুধের মত শাদা। অলক্ষুণে ছেলে বলে আমার পিতা শাম আমায় আলবুরুজ পর্ব্বতে ফেলে রেখে এলেন।

ফাতিমা। তারপর?

জাল। একটা বিকটাকার পাখী তার বাচ্ছাদের সঙ্গে আমায় পালন করেছে। তাইত মনটা আমার পাখীর মতই ডানা মেলে উড়তে চায়। সে আমায় স্থির হয়ে বসে খোদাতালার উপাসনা করতে দেয় না।

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। পিতা,—কে দিগ্বিজয়ী মওলানা ইরাণে এসেছে?

জাল। কি জানি রুস্তম? লোকটা সব শাস্ত্র জানে। সব ভাষায় কথা কইতে পারে। কেউ বলে কাবুলী, কেউ বলে তুর্কী, কেউ বলে ভারতবাসী।

রুস্তম। কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পাচ্ছে না?

জাল। কেউ না বাবা।

রুস্তম। এ ত বড় লজ্জার কথা। লোকটা যদি জয়ী হয়ে ফিরে যায়, গোটা দুনিয়ায় ইরাণের কুৎসা ছড়িয়ে দেবে।

জাল। সে ত পরের কথা। এর মধ্যেই না কি সে বলতে আরম্ভ করেছে,—ইরাণে মানুষ নেই, আছে শুধু জানোয়ার।

রুস্তম। জানোয়ার!

জাল। আর দেখছ কি? তিন পুরুষ ধরে আমরা বাহুবলে ইরাণে যে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছিলুম, সব ধুলিসাৎ করে দিলে এই দিগ্বিজয়ী মৌলানা। ইরাণের মানসম্ভ্রম রসাতলে গেল।

[প্রস্থান।

রুস্তম। ইরাণে মানুষ নেই, আছে জানোয়ার? বেশ, তাই হক।

ফাতিমা। কোথায় যাচ্ছ?

রুস্তম। জানোয়ারের থাবাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

ফাতিমা। যেও না; অপেক্ষা কর; খুরমকে আমি পাঠিয়েছি, সে ফিরে আসুক।

রুস্তম। খুরম? কি করবে সে কেতাব পড়া গর্দ্দভটা?

ফাতিমা। ছেলেটাকে তুমি দুই চক্ষে দেখতে পার না।

রুস্তম। তুমিও ত কদমকে দুই চক্ষে দেখতে পার না।

ফাতিমা। তোমার কদম একটি দুপেয়ে জানোয়ার।

রুস্তম। তোমার খুরমকে জানোয়ার বললেও সম্মান করা হয়। আমরা তিন পুরুষ ধরে বাহুবলে দিগ্বিজয় করে আসছি, ইরাণের রাজবংশ আমাদেরই শক্তিতে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোটা পারস্য দেশে সবাই জানে, আমরাই ইরাণের মুকুটহীন শাসনকর্ত্তা। তোমার এই কেতাব পড়া ছেলে আমাদের এই বংশগৌরব ধূলিসাৎ করেছে। ভেবেছিলাম, একটা মনুষের মত মানুষ গড়ে তুলব। হতভাগা আমার সব আশায় ছাই দিয়েছে।

ফাতিমা। ভয় কি তোমার? একা কদমই তোমার মুখোজ্জ্বল করবে। তার উপর সামান গাঁর বিবির যদি ছেলে হয়ে থাকে,—

রুস্তম। তুমি জান ফাতিমা? সামান গাঁ থেকে কোন খবর এসেছে?

ফাতিমা। খবর আসবে কি করে? তুমি কি লোক পাঠিয়েছিলে?

রুস্তম। না, তা পাঠাই নি বটে। পুত্র হলে তাহ্‌মিনা নিশ্চয়ই সংবাদ দিত।

ফাতিমা। তার কি বয়ে গেছে? তুমি বাপ হয়ে ছেলের খবর জানতে একটা লোক পাঠাতে পারলে না, যত কর্ত্তব্য কি মায়ের?

রুস্তম। তাই ত,—কথাটা তুমি এতদিন ত বল নি। দেখ দেখি, বাইশ বছর কেটে গেছে যে। ছেলে যদি হয়ে থাকে, এত-দিনে সে যৌবনে পদার্পণ করেছে।

ফাতিমা। করেছেই ত। কতবার তোমাকে বলেছি, একবার গিয়ে দেখে এস। তুমি যুদ্ধ যুদ্ধ করেই পাগল হয়ে গেলে। এর পর দেখা হলে ছেলে আর তোমায় বাপও বলবে না।

[প্রস্থান।

রুস্তম। তাই ত, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি নিজে দূত পাঠাই নি বলে তাহ্‌মিনা বোধহয় অভিমান করেই সংবাদ দেয় নি। আজই আমি দূত পাঠাচ্ছি। যদি তাহ্‌মিনার পুত্র হয়ে থাকে,—আমি তাকে এখানে এনে নিজের হাতে শিক্ষা দেব, দুনিয়ায় আর একটা রুস্তম তৈরী করে রেখে যাব। মরজগতে রুস্তম অমর হয়ে থাকবে।

সুফীর প্রবেশ।

সুফী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রুস্তম। কে তুই?

সুফী। আমি সুফী।

রুস্তম। এখানে কি চাস্? ভিক্ষে?

সুফী। ভিক্ষে! হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি কি ভিক্ষে দেবে? তোমার আছে কি? আমার চেয়েও তুমি ফকির।

রুস্তম। ফকির!

সুফী। নয় ত কি? তোমার এই প্রাসাদ রাজার মর্জ্জি হলে এক মুহূর্ত্তে ধুলো হয়ে যেতে পারে। তোমার গায়ে আছে হাতীর মত গোস্ত, আর বাহুতে আছে জানোয়ারের মত শক্তি। এই

পশুশক্তি দিয়ে তুমি হাজার হাজার সুখের সংসার ছারখার করেছ। আমার মত হাজার হাজার আমীরকে ফকির করেছ। অমর হবে তুমি? ওরে জল্লাদ, পশুবলে অমরত্ব লাভ হয় না।

রুস্তম। বেরিয়ে যাও বর্ব্বর।

সুফী। যাচ্ছি, যাচ্ছি। পরের সংসার ছারখার করে নিজে সুখে সংসার করবে? তা হবে না। তোমার সুখের সংসার তাসের ঘরের মত ছড়িয়ে পড়বে।

রুস্তম। তার আগে তোর দেহটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই।

সুফী। **গীত**

ওরে, কবর খুঁড়ে রাখ,
পাপের তরু ভরল ফলে, হাঁ করে তুই চেয়ে থাক্!
কত ঘরের দীপ নিভালি,
কত যে বুক করলি খালি,
যায় নি কিছু; আছে জমা, পাঁকের পরে শুধুই পাঁক!
অহঙ্কারী মাটির মানুষ,
ভাপেভরা তুই যে ফানুস,
একটা ফুঁয়ে ফেটে যাবি, এল রে সেই শেষের ডাক।

[প্রস্থান।

রুস্তম। সত্য আমি জল্লাদ। কিন্তু কার জন্য? ইরাণ, আমার সাতপুরুষের পবিত্র গুলবাগ, তোমার জন্য আমি জাহান্নামে যেতেও ভয় করি না। আমার জয়যাত্রার গতিরোধ করবে কে? নসীব? কবির কল্পনা! কর্ম্মফল? রুস্তম যা কিছু করেছে, সব তার দেশের জন্য, নিজের জন্য সে এক কণা বেশী খাদ্যও গ্রহণ করে নি। কোন্ পথে আসবে তার যম? সে যদি মরে, গোটা দুনিয়াটাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবে। [প্রস্থান।

ফাতিমার প্রবেশ।

ফাতিমা। ওগো, বাদশাকে সামান গাঁয়ে পাঠাচ্ছি। কোথায় গেল আবার? এক জায়গায় যদি এক লহমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। সেলাম হুজুরাইন।

ফাতিমা। এই যে বাদশা। সামান গাঁয়ে যেতে পারবে?

বাদশা। খেতে পারব না কেন? কি খেতে হবে?

ফাতিমা। খেতে নয়, খেতে নয়। কেবলি কি খাওয়ার খোয়াব দেখ? বলছি, সামান গাঁয়ে যেতে পারবে কি না।

বাদশা। সাবান গায়ে দিতে হবে? কেন?

ফাতিমা। দূর মূর্খ। সামান গাঁ, সা—মান—গাঁ।

বাদশা। সামান গাঁ। তাই বলুন। সামান গাঁয়ে যেতে হবে? তা আগে বললেই হত, এতক্ষণ আমি গিয়ে বসে থাকতুম।

ফাতিমা। তাহলে আজই তুমি রওনা হও।

বাদশা। আজ কেন? এক্ষুণি রওনা হব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

ফাতিমা। শোন শোন; রওনা হলেই হল? কি করবে গিয়ে সেটা ত' জেনে যাবে।

বাদশা। আপনি ত' বললে, খেতে হবে।

ফাতিমা। তুমি একটি গাধা।

বাদশা। কে বাধা দেবে? বাদশাকে বাধা দিতে পারে এমন লোক দুনিয়ায় আছে?

ফাতিমা। অনেক কালা দেখেছি বাবা, তোমার মত এমন নীরেট কালা আর কোথাও দেখি নি। শোন, সামান গাঁয়ে তোমার মনিবের এক বিবি আছে শুনেছ?

বাদশা। বিবির কথা বলছ? না, আমার বিবিটিবি নেই?

ফাতিমা। চুলোয় যাক বিবি। সামান গাঁয়ের যে রাজা আছে না? তার যিনি মেয়ে—

বাদশা। চিনি খেয়ে আসব?

ফাতিমা। তোর গুষ্টীর মাথা খেয়ে আসবি। আর কি নফর ছিল না? এই কালাটার সঙ্গে বকতে মানুষ পাবে? দোহাই বাপ আমার, একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। সামান গাঁর রাজাকে জিজ্ঞেস করে আসবে—

বাদশা। কি জিজ্ঞেস করে আসব?

ফাতিমা। জিজ্ঞেস করে আসবে যে তাঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে কি না।

বাদশা। বুঝেছি, আমি চললুম।

ফাতিমা। কি বুঝেছ বল ত' শুনি।

বাদশা। সামান গাঁর রাজাকে জিজ্ঞেস করে আসব যে তার দেশে জেলে আছে কি না। থাকলে যেন দু চারটে পাঠিয়ে দেয়।

ফাতিমা। তোর মরণ হয় না?

বাদশা। মরব কেন? আমার এই কাঁচা বয়েস। আঃ খেলে যা। আপনি মর, আপনার খসম মরুক।

ফাতিমা। এ কথাটা ত বেশ শুনতে পেয়েছ।

বাদশা। তাহলে জেলেদের নিয়ে আসব?

ফাতিমা। জেলে নয় রে জেলে নয়; ছেলে।

বাদশা। কার ছেলে?

ফাতিমা। রাজার মেয়ের। ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে, তাই জেনে আসবি।

বাদশা। এই ছোট কথাটা বলতে আপনার এতক্ষণ লাগল? মেয়েছেলের কাণ্ডই আলাদা।

ফাতিমা। চোপরাও বেয়াদপ।

বাদশা। ওটা আবার কি বললে আপনি?

ফাতিমা। কিছু বলি না বাবা, তুমি এখন যাও।

বাদশা। সেলাম। [প্রস্থান।

ফাতিমা। উঃ, মাথা ধরিয়ে দিলে। হতভাগা সেখানে গিয়ে যে কি বলবে, আর কি শুনে আসবে, তাই ভাবছি। ফিরে আসুক না, কাণ ধরে তাড়িয়ে দেব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সামান গাঁ—প্রাসাদ।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। দেখতে দেখতে বাইশ বছর কেটে গেল। নিষ্ঠুর একবার এল না, একটা লোক পাঠিয়ে খোঁজও নিলে না, তাহ্‌মিনা বেঁচে আছে না মরে গেছে। আমিই না হয় পরের মেয়ে, সোরাব ত তার ছেলে। একবার কি জানতেও ইচ্ছে হয় না, ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে। পালোয়ানের কি সন্তান-বাৎসল্য থাকতে নেই।

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। ওরে ও তাহ্‌মিনা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। ইরাণ থেকে লোক এসেছে।

তাহ্‌মিনা। কেন? কেন? সবাই ভাল আছে ত'?

শারিয়ার। ভাল থাকবে না কেন? কিন্তু—

তাহ্‌মিনা। কিন্তু কি বাপজান?

শারিয়ার। বুঝতে পাচ্ছিস না? রুস্তম জানতে পাঠিয়েছে, তোর ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে।

তাহ্‌মিনা। এতদিনে হুঁস্ হয়েছে! আশ্চর্য্য পুরুষের প্রাণ।

শারিয়ার। এখন উপায় কি তাই বল্। ছেলে হয়েছে শুনলেই ত' চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যাবে। তার চেয়ে বলে দিই মেয়ে হয়েছে।

তাহ্‌মিনা। মিথ্যে কথা বলবে?

শারিয়ার। ত' আর কি করব বল্। তোর জন্যে মিথ্যে কথা বলা ত' ছোট কথা মা, মানুষ খুন করতেও আমার বাধে না। ওই আসছে ব্যাটা। তুই যেন ফাঁস করে দিস নি। দেখনা, আমি এখনি ওকে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। এস, এস মিঞা।

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। সেলাম।

শারিয়ার। সেলাম।

বাদশা। আপনি—?

শারিয়ার। আমি সামান গাঁর রাজা।

বাদশা। গাঁজার কথা বলছেন? না আমি গাঁজা খাই না। আপনাদের রাজা কই?

শারিয়ার। রাজা গাঁজা আনতে গেছে। যা বলবার আমাকে বল। কোথা থেকে আসছ তুমি?

বাদশা। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছেন কেন?

শারিয়ার। আর কত জোরে বলব কালামিঞা?

বাদশা। কালা মিঞাটা কে?

শারিয়ার। কেউ না বাবা, কেউ না। তোমার নাম কি?

বাদশা। কাম কি,—সেই কথাই ত' বলতে চাই। শুনছে কে? যত সব কালার বেহদ্দ! জিজ্ঞেস করি একটা, উত্তর দেয় আর একটা। বলি আমাদের রুস্তম মিঞার জরু কোথায়?

তাহ্‌মিনা! কেন? কেন? কোন খবর আছে?

বাদশা। কবর? রুস্তম মিঞার জরু কবরে গেছে? কবে কবরে গেল?

শারিয়ার। পরশু।

বাদশা! কি, পশু? আমি পশু? আমি মেহমান, আমি বাদশা, আমাকে এত বড় অপমান! আমি এক্ষুণি চলে যাব; রুস্তম মিঞাকে গিয়ে বলব যে আমাকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান করেছে তার— তার কি?

শারিয়ার। তার কেউ নয়।

বাদশা। বলব রুস্তম মিঞার 'কেউ নয়' আমাকে অপমান করেছে।

তাহ্‌মিনা। রাগ করো না বাদশা। তোমাকে কি আমরা অপমান করতে পারি? বসো বসো! তোমার মনিব কেমন আছেন? তাঁর জরু ছাওয়ালের কুশল ত?

বাদশা। মুষল? কি বলছ?

শারিয়ার। আর বাক্যযন্ত্রণা দিও না বাপ্। যা বলতে হয়, বলে পথ দেখ।

বাদশা। রথ দেখব কি? কোথায় রথ?

শারিয়ার। তোমার মাথায়। তুমি কি জানতে চাও বল।

বাদশা। জানতে চাই, আমাদের রুস্তম মিঞার ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে?

শারিয়ার। মেয়ে।

বাদশা। হাত্তোর মেয়ের কঁ্যাথায় আগুন। ছেলে হলে কাঁধে করে নিয়ে যেতুম; মেয়ে নিয়ে আর কি হবে? শুধু খাবে আর ঝগড়া করবে। কোথায় সে মেয়েটা?

শারিয়ার। [তাহ্‌মিনাকে দেখাইয়া] এই যে।

তাহ্‌মিনা। বাবা!

শারিয়ার। চুপ কর না। ব্যাটা বিদেয় হলে বাঁচি।

বাদশা। তাহলে মেয়ে হয়েছে?

শারিয়ার। বললুম ত। আর কবার বলব? মেয়ে মেয়ে মেয়ে। তুমি এবার এস। এখানে সম্প্রতি একটা দৈত্য এসেছে; বিদেশী লোক দেখলেই ধরে ধরে খায়।

বাদশা। কি এসেছে বললেন?

শারিয়ার। দৈত্য—দানা।

বাদশা। কিসের ছানা?

শারিয়ার। হোঁদল কুৎকুতের ছানা। সূর্য্যের মত চোখ, আশমান জমীন হাঁ।

তাহ্‌মিনা। কেন ভয় দেখাচ্ছ বাবা? লোকটা শ্রান্ত হয়ে এসেছে, দুদিন বিশ্রাম করুক।

শারিয়ার। আরে না না, সব জেনে ফেলবে। ওহে মিঞা, পালাও; ওই আসছে।

বাদশা। কে হাসছে?

শারিয়ার। রাক্ষসের ব্যাটা খোক্ষস।

বাদশা। খোক্ষস! কামড়াবে না কি?

শারিয়ার। এল এল,—যাঃ।

সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। কি হয়েছে নানাসাহেব?

শারিয়ার। এই লোকটা শুধু শুধু বাড়ী বয়ে এসে আমাদের চোখ রাঙাচ্ছে।

তাহ্‌মিনা। বাবা,—

শারিয়ার। থাম্ না।

সোরাব। কি চাই তোমার?

বাদশা। খাই খাই করো না বাবা হোঁদল কুৎকুৎ। আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। তুমি বরং এই "কেউ নয়" মিঞাকে খাও।

সোরাব। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

বাদশা। যাচ্ছি বাবা; জায়গাটা নোংরা হয়ে গেছে; মুছে নিয়ে যাচ্ছি। ওরে বাবা রে।

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। কি করলে বাবা? অতিথির অমর্য্যা—

শারিয়ার। যাও মা যাও। ভায়ার মুখখানা কালি হয়ে গেছে, খানাপিনার জোগাড় কর, খানাপিনার জোগাড় কর।

তাহ্‌মিনা। যাচ্ছি বাবা।

[প্রস্থান।

সোরাব। নানাসাহেব,—

শারিয়ার। কেন ভাই?

সোরাব। বলুন, আমার পিতা কে?

শারিয়ার। কেন বল দেখি? বাইশ বছর বয়সে আজ হঠাৎ একথা তোমার মনে উঠল কেন সোরাব? তোমার মা ফাতিমা, নানা সামান গাঁর রাজা শারিয়ার, সামান গাঁর ভাবী অধীশ্বর তুমি, —এই পরিচয় নিয়ে ত বাইশ বছর কাটিয়ে দিলে, কোন অসুবিধে ত হয়নি। আজ পিতার কথা জানতে চাও কেন?

সোরাব। আমার প্রয়োজন আছে। বলুন, কে আমার পিতা, কোথায় তিনি, কোন্ দেশের তিনি।

শারিয়ার। তা জেনে কি তোমার দশটা হাত বেরুবে?

সোরাব। আমার সঙ্গীরা আমার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি তাঁর নামটাও বলতে পারি নি। শৈশব গেছে, বাল্য গেছে, যৌবনের সিংহদ্বারে এসে পদার্পণ করেছি। আজ পর্য্যন্ত আপনারা কেউ আমাকে পিতার নামটাও বলেন নি। পুত্র হয়ে পিতার পরিচয় জানি না, এ লজ্জা আমার রাখবার স্থান নেই।

শারিয়ার। কোন লজ্জা নেই দাদা। তোমার মত গৌরবের পরিচয় কার? তোমার পিতার পরিচয় তোমার দেহেই ছাপমারা আছে। বলি হ্যাঁ হে ভায়া, আমীর খসরুর মেয়েটিকে কেমন লাগল?

সোরাব। আমি তাকে দেখিনি।

শারিয়ার। দেখ নি কি রকম? তুমি ত তার হাত থেকে শরবৎ নিলে হে।

সোরাব। শরবৎ ত তোমার হাত থেকেও কতবার নিয়েছি। তা বলে তোমার রূপ দেখতে হবে নাকি?

শারিয়ার। অত হেনস্তা কচ্ছ কেন দাদা? চিরদিন আমি বুড়ো ছিলাম না হে। এই রূপ দেখে তোমার নানী হাঁ করে চেয়ে থাকত।

সোরাব। তখন এই সোরাব জন্মায় নি তাই।

শারিয়ার। তুমি কি মনে কর, তুমি আমার চেয়ে সুপুরুষ?

সোরাব। সুপুরুষ এবং বীরপুরুষ।

শারিয়ার। বীরপুরুষ! অত ডাঁট ভাল নয় ভায়া। তোমার না হয় গায়ে কিছু বেশী গোস্ত্ আছে। আমি বুড়ো হয়ে গেলেও মরা হাতী লাখ টাকা। আমিও ওস্তাদের কাছে কুস্তী শিখেছিলুম।

সোরাব। কোন ওস্তাদের কাছে?

শারিয়ার। সে কি আর এখন মনে আছে?

সোরাব। আমার মনে আছে। সে ওস্তাদ হচ্ছে আমার নানী।

শারিয়ার। যা বলেছ ভায়া। অকালে মরে গেল, নইলে তোমার চোখরাঙানি আমি সহ্য করি? তুলে আছাড় মারত না? [স্বগত] যাক, ভুলিয়ে দিয়েছি। আজ আর বাপের নাম জিজ্ঞেস করবে না।

সোরাব। নানাসাহেব! আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

শারিয়ার। [স্বগত] এই রে, আবার বেসুরো গায় যে! [প্রকাশ্যে] শোন সোরাব, আমার কবরের ডাক এসেছে। এইবার তুমি একটি সাদী কর, তারপর তোমাকে মসনদে বসিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে খোদাতালার নাম করি। আমীর খসরুর মেয়ে পছন্দ না হয়, মিয়ানমঞ্জুর ভাইঝী আছে, আনোয়ার খাঁর নাতনী আছে। তুমি যদি বল, আমি হাজার হাজার বসরাই গোলাপের বাগিচা সাজিয়ে দিই, তুমি যেটি ইচ্ছে, যতগুলো ইচ্ছে তুলে নাও।

সোরাব। কিন্তু—

শারিয়ার। আবার কিন্তুটা কি?

সোরাব। আমাকে কন্যাদান করবে কে?

শারিয়ার। না করবে কে? তুমি একবার মুখের কথাটি খসালে যার মেয়ে নেই সে-ও বউকে এনে হাজির করবে।

সোরাব। পিতার পরিচয় যে জানে না, তার সাদীরও প্রয়োজন নেই, রাজত্বেরও প্রয়োজন নেই।

শারিয়ার। ভেবে দেখ, ভেবে দেখ; আমি এখন আসি।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

সোরাব। দাঁড়াও। তোমার পায়ে পড়ি নানাসাহেব, বল আমার পিতা কে?

শারিয়ার। তোমার পিতা—তোমার—ওরে ও তাহ্মিনা, আগুন, আগুন—গেল গেল সব গেল।

সোরাব। কোথায় আগুন?

শারিয়ার। তোর মায়ের কপালে।

সোরাব। বল দাদু, ওরা যা বলতে চায়, সে কি সত্যি? আমি কি মায়ের জারজ সন্তান?

তাহ্মিনার প্রবেশ।

তাহ্মিনা। কি বললি?

সোরাব। বল বল, কি নাম আমার পিতার?

শারিয়ার। নাম? যাঃ, ভুলে গেছি। সে কি আজকের কথা? তুমি না জন্মাতেই সে চলে গেছে।

সোরাব। কোথায় আমার দেশ?

শারিয়ার। দেশ? দেশের কথা বলছ? তা কাবুল, কান্দাহার কি তুর্কী ফুর্কী একটা হবে।

সোরাব। তুমি বাজে কথা বলছ।

শারিয়ার। ঠিক তাই; ছেলেমানুষ কি না। আচ্ছা, সাদীর কথাটা ভেবে দেখো।

[প্রস্থান।

সোরাব। মা, তোমার চোখে জল কেন মা?

তাহ্‌মিনা। জল কেন? জিজ্ঞাসা করতে পাচ্ছ? বুকের রক্ত জল করে তোমায় মানুষ করেছিলাম কি এই কথাটা শোনবার জন্য? তুমি জারজ?

সোরাব। আমি বলি নি মা; বলেছে আমার অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা, বলেছে আমার নিরুত্তর জিজ্ঞাসার নৈরাশ্য। আমায় ক্ষমা কর জননি। আর আমি পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না। তুমি শুধু আমার মাথায় হাত রেখে বল,—আমার পরিচয় গৌরবের না অগৌরবের।

তাহ্‌মিনা। তোমার চেয়ে গৌরবের পরিচয় সমগ্র দুনিয়ায় ক'জনের আছে? বাইশ বছর এ পরিচয় তোমার কাছে গোপন করে রেখেছি। কেন,—তা শুধু আমিই জানি। কিন্তু আমার অজ্ঞাতে প্রকৃতি তার কাজ ঠিক গুছিয়ে নিয়েছে। রক্তের টান কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। শোন সোরাব, শোন; তোমার পিতা,—

গীতকণ্ঠে বিদেহীর প্রবেশ।

বিদেহী।   গীত।

খাঁচার পাখী উড়ে যাবে, খুলিস না দোর খুলিস না।
ওযে নয়ক ঘরের, বন-চিড়িয়া, ভুলিস না রে ভুলিস না।

তাহ্‌মিনা। উপায় নেই, উপায় নেই।

বিদেহী। পূর্ব্বগীতাংশ ;

কত দিলি ছাতুছোলা, কত মিঠা ফল,
বুকের লোহু তিলে তিলে করেছিস মা জল,
সব সাধনা হবে মিছে,
চাইবে না আর পাখী পিছে,
ঘুমিয়ে আছে গর্ত্তে ফণী, খোঁচা দিয়ে তুলিস্ না!

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। সোরাব,—আর আমি তোমায় অন্ধকারে রাখব না বাবা। শোন সোরাব,—

শারিয়ার। [নেপথ্যে] তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা। কারও কথা শুনব না, কোন বাধা মানব না আমি। এত বড় পরিচয় যার, তাকে আমি কারও কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে দেব না। শোন পুত্র, তোমার পিতা পারস্যের শ্রেষ্ঠ বীর বিশ্ববিখ্যাত রুস্তম।

সোরাব। রুস্তম! দুনিয়ার সেরা পালোয়ান রুস্তম আমার পিতা! যাঁর নামে সমগ্র পারস্য মাথা নত করে, চারণ কবি হাটে মাঠে ঘাটে যাঁর বীরত্বের গান গায়, যাঁর নাম করলে দৈত্য দানা পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যায়, সেই চিরযৌবন বিশ্ববরেণ্য বীর রুস্তম আমার পিতা! মা, আজ আমার জীবনের পুণ্য তিথি! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, পাখী হয়ে দেশে দেশে উড়ে যাই আর সবাইকে ডেকে বলি আমি মহাবীর রুস্তমের পুত্র সোরাব।

তাহ্‌মিনা। এইবার বল, বিবাহ করবে?

সোরাব। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না মা। এত বড় বীর আমার পিতা, তবে তিনি ইরাণরাজের দাসত্ব কচ্ছেন কেন?

তাহ্‌মিনা। এই বংশটা চিরদিনই এমনি বোকা। এরা বুক দিয়ে ইরাণকে রক্ষা করে, অথচ ইরাণরাজ শুধু বেতন ছাড়া আর কোন প্রতিদান দেয় নি। দেশ বিদেশ থেকে কত ধনরত্ন এনে তোমার পিতা পিতামহ রাজভাণ্ডারে এনে জমা দিয়েছেন ; বেগমদের আর রাজকুমারীর গায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা ঝলমল করে, আর তোমার বড়মার গায়ে দুখানা ভাল গহনা জোটে না, তোমাদের তিন পুরুষের বাড়ী সংস্কারের অভাবে ধ্বসে যাচ্ছে।

সোরাব। এত অকৃতজ্ঞ এই ইরাণরাজ কায়কাউস ? আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এখনি ছুটে গিয়ে তাকে মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়ে পিতাকে বসিয়ে দিই।

তাহ্‌মিনা। ও কথা থাক বাবা। আমি ঠিক জানি না, লোকের মুখে শুনেছি মাত্র। হয়ত এ সবই মিথ্যে। তুমি যাও বাবা, তোমার সঙ্গীদের বলে এসো তোমার পিতার পরিচয়।

সোরাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ; আমি এখনি যাচ্ছি। আমি ওদের নিমন্ত্রণ করে আসব মা। তুমি কিন্তু আজ নিজের হাতে রসুই করবে। 'না' বললে আমি শুনব না। আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। খোদা, রক্ষা কর খোদা। তাঁর আরও দুটি ছেলে আছে। আমার এই একমাত্র অন্ধের যষ্টি, দেখো যেন কেড়ে না নেয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ইরাণ—রাজদরবার।

মৌলানা ও গেঁওর প্রবেশ।

গেঁও। আপনারা কেউ এ বিদেশী মৌলানার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না?

মৌলানা। না মিঞা।

গেঁও। ছি ছি ছি, রাজকোষ থেকে আপনাদের মাসে মাসে বৃত্তি দেওয়া হয়, আর আপনারা একজনও এই দিগ্বিজয়ীকে হটিয়ে দিয়ে ইরাণের ইজ্জৎ রাখতে পারলেন না?

মৌলানা। আরে মিঞা, আমরা ত আমরা, দুনিয়ার সেরা আলেম যদি কেউ থাকেন, তাঁরও সাধ্য নেই এ ব্যক্তিকে পরাস্ত করে। এ লোকটা সব শাস্ত্র জানে।

গেঁও। আপনারা জানেন কেবল বয়েৎ ঝাড়তে আর বিধর্ম্মীর মুণ্ডপাত করতে। লেখাপড়া কি ধান দিয়ে শিখেছিলেন?

মৌলানা। এ কি সিপাহশালার, আপনি আমাদের অপমান কচ্ছেন?

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। না না, অপমান করো না গেঁও, অপমান করো না। এরা ইরাণের সেরা পণ্ডিত, সমগ্র পারস্য রাজ্যে ইসলামের ধ্বজা এরাই বহন করে আসছে; ইহুদী ক্রেস্তান হিন্দুরা বাণিজ্য করতে আসে, কাফের বলে তাদের পেছনে এরা কুত্তা লেলিয়ে দেয়, তাইত বাণিজ্য করতে কোন কাফের আর ইরাণে আসে না। নাই পারুক এরা দিগ্বিজয়ীকে হটাতে; তবু এরা ইরাণের গৌরব!

গেঁও। গৌরব!

কায়কাউস। হাঁ্যা হাঁ্যা, এদের অপমান করো না। এরা শাপ দিলে আমার মাথাটা আশমানে উড়ে যাবে। এদের সসম্মানে গাধার পিঠে চড়িয়ে ইরাণের বাইরে পাঠিয়ে দাও।

মৌলানা। জাঁহাপনা!

কায়কাউস। অধমকে দোয়া করতে করতে চলে যান। ভাবনা কি আপনাদের? আপনারা গুণী লোক, যে দেশে যাবেন, সেই দেশেই ঘুঘু চরাতে পারবেন। আমার পরামর্শ যদি শোনেন, আপনারা ভারতবর্ষে চলে যান। সেখানে হাজার ধর্ম্ম একসঙ্গে বাস করে, বিধর্ম্মী বলে কারও গর্দ্দান যায় না। সে দেশের পাষণ্ডগুলো বলে,—'যিনি আল্লা, তিনিই ভগবান্।' আপনারা গিয়ে তাদের আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে দোজাকে পাঠিয়ে দিন।

গেঁও। জাঁহাপনা, এঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

কায়কাউস। আমি তা জানি।

গেঁও। দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে পরাস্ত করা মানুষের অসাধ্য।

কায়কাউস। গিয়ে দেখে এস, অসাধ্য সাধন করেছে এক পঁচিশ বছরের ছোকরা।

মৌলানা। সে কি!

কায়কাউস। বেরিয়ে যাও,—অপদার্থ আত্মম্ভরী শয়তানের দল। কেতাব রেখে যদি চাষ করতে চাও, তবেই ইরাণে তোমাদের স্থান হবে; না হয় জরু গরু নিয়ে সাতদিনের মধ্যে আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। হুকুম যদি না মান, আমি তোমাদের ভিটেয় সর্ষে বুনব।

[মৌলানার কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

গেঁও। দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে হটিয়ে দিয়েছে কে এই যুবক?

কায়কাউস। যুবক রুস্তমের পুত্র খুরম।

গেঁও। খুরম!

কায়কাউস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা যাকে বল কেতাব পড়া গর্দ্দভ। যাও যাও, তাকে এখানেই নিয়ে এস। আমি তাকে আমার প্রতিশ্রুত খেলাত দেব।

গেঁও। যাচ্ছি জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

কায়কাউস। এতগুলো ঝানু মৌলানার কেউ যা পারলে না, তাই করে এল এক পঁচিশ বছরের যুবক!

সুদাবার প্রবেশ।

সুদাবা। এ কি শুনছি জাঁহাপনা? দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে বিচারে পরাস্ত করেছে এক সামান্য যুবক? কোথা থেকে এল এ যুবক?

কায়কাউস। ঘরের পাশেই ছিল সুদাবা বেগম। শুনে তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হবে, যুবক আমাদের পালোয়ান রুস্তমের ছেলে।

সুদাবা। রুস্তমের ছেলে! বল কি তুমি!

কায়কাউস। এত অল্পে অধীর হয়ো না সুদাবা। আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম, এ অসাধ্য সাধন যে করতে পারবে, তাকে আমি ইরাণের সেরা রত্ন দান করব।

সুদাবা। কি দরকার? হাজার খানেক টাকা দিয়ে দাও, খুশী হয়ে চলে যাবে।

কায়কাউস। সে হয়ত খুশী হবে। কিন্তু আমি ত খুশী হতে পারব না। আমি যে কথা দিয়েছি।

সুদাবা। সব কথাই যে রাখতে হবে, তার অর্থ নেই।

কায়কাউস। এ কথা তোমার মুখেই সাজে বেগমসাহেবা। তোমার পিতা হামাউন-রাজ আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন আর বিবাহের রাত্রেই করেছিলেন আমায় বন্দী। হত্যাই করতেন, বাধা দিলে এই রুস্তম। গোটা হামাউন রাজ্যটাকে দলে চষে মরুভূমি করে দিয়ে সে আমায় উদ্ধার করে আনে। সেই পিতার কন্যা তুমি; তোমাদের কাছে কথা শুধু ফুৎকার!

সুদাবা। অপরাধ কি শুধু আমার পিতারই? তোমার কোন অপরাধ নেই? কেন তুমি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলে?

কায়কাউস। মাতালের খেয়াল! কিন্তু তোমার পিতা ত মাতাল ছিলেন না। মেয়ে দিয়ে সন্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে জামাইকে বন্দী করা কোন্ শ্রেণীর অপরাধ সুদাবা? অদৃষ্টের পরিহাস দেখ; যে রুস্তম তোমার পিতার মাথাটা উড়িয়ে দিলে, তারই পুত্র আজ—

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। বাপ্‌জান, দেখবে এস, দেখবে এস, দিগ্বিজয়ী মৌলানা তার সব কেতাবগুলো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে; আর খুরম পাগলের মত জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর টেনে টেনে কেতাব বার কচ্ছে।

কায়কাউস। খুরমকে তুমি দেখেছ ঝুমুর?

ঝুমুর। দেখলুম ত।

কায়কাউস। কি রকম লাগল বল ত।

ঝুমুর। দেখলে মানুষ বলে মনে হয় না বাবা।

সুদাবা। জানোয়ারের ছেলে জানোয়ার।

ঝুমুর। কাকে তুমি জানোয়ার বলছ মা? লোকটার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কি বল বাবা?

কায়কাউস। আমি আর কি বলব মা? আমার চোখদুটো যে তোমাকেই দিয়েছি ঝুমুর। লোকটাকে আমি খেলাত দেব বলে ডেকে পাঠিয়েছি।

ঝুমুর। কি খেলাত দেবে বাবা?

কায়কাউস। ইরাণের সেরা রত্ন।

ঝুমুর। ইরাণের সেরা রত্ন কি বাপজান?

সুদাবা। যা যাঃ, নিজের কাজে যা। সব কথায় তোর দরকার কি? পনের বছরের ধাড়ী মেয়ে,—লজ্জা নেই, শরম নেই, যখন তখন যেখানে সেখানে গিয়ে হাজির হবে, আর কেবল গান আর গান! মনে থাকে যেন, কাল থেকে বোরখা পরবি।

ঝুমুর। বোরখা পরব?

কায়কাউস। না না, তুমি বোরখা পরবে কেন? যারা কুরূপ কুৎসিত, যাদের দেখে লোকে ভয় পায়, বোরখা তাদের জন্য। খোদা এমন সুন্দর মুখখানা তৈরী করেছেন কি ঢেকে রাখবার জন্য?

সুদাবা। তুমিই মেয়েটার মাথা খাবে।

কায়কাউস। ভয় নেই, মাথাটা আজই বিকিয়ে যাবে।

গেঁও সহ খুরমের প্রবেশ।

খুরম। ইরাণরাজের জয় হক।

গেঁও। জাঁহাপনা,—ইরাণের মৌলানারা অভিশাপ দিতে দিতে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কায়কাউস। তারা বুদ্ধিমান।

গেঁও। তাদের ক্ষমা করলেই ভাল হত জনাব।

কায়কাউস। সব ভাল কি সবাই করতে পারে গেঁও? খুরম,—

খুরম। আদেশ করুন জনাব।

কায়কাউস। বিদেশীর হাতে ইরাণের মানসম্ভ্রম রসাতলে যেতে বসেছিল; তুমিই তাকে দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছ। এমন ভাষা আমার জানা নেই যা দিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

খুরম। অপরাধী করবেন না জনাব। আমি যা করেছি, আমার মায়ের আদেশেই করেছি। এতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই জাঁহাপনা। সহস্র বিপদ থেকে যে অদৃশ্য শক্তি ইরাণকে রক্ষা করে আসছেন, তিনিই আজ আমার কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে ইরাণের মানরক্ষা করেছেন।

সুদাবা। তুমি ঠিকই বলেছ যুবক। এ কোন অদৃশ্য শক্তির কাজ, নইলে তোমার মত অপদার্থ যুবকের সাধ্য ছিল না অত বড় পণ্ডিতকে হারিয়ে দেওয়া।

ঝুমুর। মা,—

গেঁও। কাকে আপনি অপদার্থ বলছেন বেগমসাহেবা? মহাবীর রুস্তম বাহুবলে ইরাণের মসনদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর তারই পুত্র জ্ঞানের গৌরবে সমগ্র ইরাণের মুখোজ্জ্বল করেছে। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে বেগমসাহেবা?

সুদাবা। তুমি চুপ কর নফর।

ঝুমুর। এ কি মা, চাচাকে তুমি অসম্মান কচ্ছ?

কায়কাউস। করুক মা করুক; "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আমার কণ্ঠে ভাষা নেই। আমার হয়ে তুমি এই বিজয়ী বীরকে অভিনন্দন কর ত মা।

সুদাবা। এ তুমি কি বলছ রাজা?

কায়কাউস। তুমি বুঝবে না বেগম। তুমি অন্দরে যাও। বিজয়ী বীর লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সুদাবা। উচ্ছন্ন যাও তুমি আর তোমার বিজয়ী বীর।

[প্রস্থান।

খুরম। জাঁহাপনা, যদি অনুমতি হয়, আমি এখন আসি। আমার মা আমার জন্য পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন।

ঝুমুর। গীত :

ধন্য ইরাণ, হে বিজয়ী বীর, তোমারে ধরিয়া বক্ষে,
কত যে সাজালো কুসুম অর্ঘ্য তোমার চরণ লক্ষ্যে।
কর নাই জয় অস্ত্রে শস্ত্রে অরাতির ভূমিলেশ,
নাও নাই শির, নিলে না ছিনায়ে বিদ্রোহী কোন দেশ,
তবু তব জয়, হে মহিমময়, ইরাণের বুকে রবে অক্ষয়,
ত্রাতা তুমি আজ, হে জ্ঞানতাপস, সারা ইরাণের চক্ষে!

[প্রস্থান।

কায়কাউস। রাজকুমারীকে কেমন দেখলে যুবক?

খুরম। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাই নি জাঁহাপনা।

কায়কাউস। আশ্চর্য্য!

গেঁও। গর্ব্বে আমার বুকটা দশহাত ফুলে উঠেছে বাবা,—ইরাণের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আমারই দোস্ত্ মহাবীর রুস্তমের পুত্র—এখনও যার যৌবনের সীমা অতিক্রম করে নি। জাঁহাপনা, আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। বিজয়ী বীরকে পুরস্কার দিয়ে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

খুরম। পুরস্কার! না—না—না, আমি কিছুই করি নি,—পুরস্কার আমার প্রাপ্য নয়।

কায়কাউস। তুমি ত আমার ঘোষণা শুনেছ; বিদেশী মৌলানা যার হাতে পরাস্ত হবে, তাকে আমি ইরাণের সেরা রত্ন দান করব।

খুরম। আমায় প্রলোভন দেখাবেন না জনাব। আমি ফকিরি নিয়ে এসেছি, ফকির হয়েই চলে যাব। রত্ন রাখবার স্থান আমার নেই। যে রত্ন চুরি হয় না, যার ভাগ কেউ নেয় না; যার ভার নেই, কণ্টক নেই, সে রত্ন আমার বুকের মধ্যে, পার্থিব রত্নের স্থান এখানে নেই জাঁহাপনা।

কায়কাউস। খুরম, আমি তোমাকে যে রত্ন দিতে চাই, তারও ভার নেই, কণ্টক নেই। কায়কাউস মিথ্যাবাদী হবে না, তুমি না চাইলেও ইরাণের সেরা রত্ন সে তোমাকে নিশ্চয়ই দান করবে।

গেঁও। আদেশ করুন জনাব, খাজাঞ্চিকে সে রত্ন ভাণ্ডার থেকে নিয়ে আসতে বলি।

কায়কাউস। ভাণ্ডারে নয় মূর্খ, সে রত্ন আছে হারেমের মণি-কোঠায়, তার নাম রাজকন্যা ঝুমুর।

গেঁও। জাঁহাপনা মহানুভব।

খুরম। জাঁহাপনা, আমায় দয়া করুন। আমি এ আবর্জ্জনায় নামতে চাই নি, মায়ের আদেশেই নেমেছিলাম। খেলাত বা যশের লোভে আমি কিছু করি নি।

গেঁও। তুমি জাঁহাপনার ঘোষণা শোন নি?

খুরম। শুনেছি। কিন্তু যার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, আমি জয়ী হলেও খেলাত নেব না।

কায়কাউস। এ কি উন্মাদ সিপাহশালার?

খুরম। সত্য আমি উন্মাদ। বিভিন্ন শাস্ত্রের অনন্ত সুধা পান করে আমি পাগল হয়েছি। বিশ্বাস করুন জনাব, মা আমার মুখে আহার্য্য তুলে না দিলে আমার ক্ষিধেও মনে থাকে না। আমার মত অপদার্থকে কন্যা দান করার দুর্ভাগ্য যেন কারও না হয়।

কায়কাউস। আমি কোন কথাই শুনব না। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব, তারপর যদি পার আমার কন্যাকে ফেলে চলে যেও।

গেঁও। এমন একটা জীবন কেন অকালে নষ্ট করবেন জনাব? পাত্রের ত অভাব নেই।

কায়কাউস। কিন্তু মুখের জবান ত ফিরিয়ে নিতে পারব না।

গেঁও। বাবা খুরম, কথা শোন। জাঁহাপনার অসম্মান করো না।

খুরম। আমি কখনও কারও অসম্মান করিনি চাচা। আমার জীবনের পথে কেউ আমার সঙ্গী হবে না। একা এসেছি আমি, একাই চলে যাব। আমি রাজকুমারীকে গ্রহণ করতে অক্ষম।

কায়কাউস। আমার ঘোষণা তুমি শুনেছিলে?

খুরম। হ্যাঁ জনাব।

কায়কাউস। ঘোষককে তুমি বলেছিলে যে তুমি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে?

খুরম। বলেছিলাম।

গেঁও। তবু তুমি বলতে চাও যে জাঁহাপনার প্রতিশ্রুত খেলাত গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য নও?

খুরম। বাধ্য যদি আমি হয়ে থাকি জাঁহাপনা, তাহলে ইরাণের শ্রেষ্ঠ রত্নই আমায় দান করুন।

কায়কাউস। ইরাণের শ্রেষ্ঠ রত্ন তার রাজকন্যা।

খুরম। রক্তমাংসের ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর এক তাল মাটির একই দাম।

কায়কাউস। হুঁসিয়ার বেকুব।

খুরম। বেয়াকুবি আপনিই কচ্ছেন জাঁহাপনা। ইরাণের সেরা রত্ন মসজিদে রক্ষিত কোরাণশরীফ। মেহেরবানি করে তাই আমার দিন, আমি মাথায় করে নিয়ে যাই।

কায়কাউস। গেঁও,—

গেঁও। জাঁহাপনা!

কায়কাউস। এই অপরিণামদর্শী অপদার্থ যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ কর; এই তার খেলাত!

গেঁও। বলেন কি জাঁহাপনা? এ যে রুস্তমের পুত্র?

কায়কাউস। রুস্তম যদি বাধা দেয়, তারও স্থান ওই কারাগারে।

[প্রস্থান।

গেঁও। কি করলে হতভাগা ছেলে? এখনও ভেবে দেখ।

খুরম। খুরম এক কথা দুবার ভাবে না চাচা।

গেঁও। তোমার মা যদি আদেশ করেন?

খুরম। মাথায় তুলে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তুরাণ – রাজপ্রাসাদ।

আফসারিয়াবের প্রবেশ।

আফসারিয়াব। রুস্তম হতভাগা এসেই সব গোলমাল করে দিলে। নইলে ইরাণের সিংহাসনে বসত এই আফসারিয়াব, আর কায়কাউস ঘুমিয়ে থাকত কবরের তলায়। বাইশ বছর ধরে এত চেষ্টা করলুম; তুরাণের মাটিতে কি একটাও রুস্তম গড়ে উঠল না? সেদিনের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না নিতে পারলে কবরে গিয়েও আত্মার শান্তি হবে না।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। গীত

যাট্ যাট্, ওকি কথা?
মোরা যে স্বর্ণলতা,
কবরের কথায় লাগে ভয়!
তোমারি বাঁচায় বাঁচন,
তোমারি মরায় মরণ,
করো না মরণ স্মরণ, চরণে মিনতি মহাশয়।
তুমি যে প্রিয়ের প্রিয়,
কণ্ঠহার উত্তরীয়,
বেঁচে রও অমর হয়ে, ছুনিয়ার হক প্রলয়!

আফসারিয়াব। যা যাঃ, দূর হ; তোষামোদে পেট ভরে না। ঘরে গিয়ে সাদী করগে যা। রুস্তমের মত পালোয়ানের মা হতে পারিস যদি, ঝুড়ি বোঝাই করে মোহর দেব।

বাঈজীগণ। জাঁহাপনার জয় হক।

[প্রস্থান।

আফসারিয়াব। অপদার্থ অকর্ম্মণ্যের জাত! লাখে লাখে গরু ছাগল মুর্গী গিলছে, আর পয়দা কচ্ছে কতকগুলো ইঁদুরছানা!

বারমানের প্রবেশ।

বারমান। সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা।

আফসারিয়াব। কি করলে তুমি বাইশ বছর ধরে? রুস্তমের মত একটা বীর গড়ে তুলতে পারলে না? পঞ্চাশটা বাছাই করা কুস্তিগীর এনে রাজ্যময় ছেড়ে দিয়েছ; তাদের পেছনে কত লাখ টাকা খরচ হয়ে গেল, আর একটা পালোয়ান আজ পর্য্যন্ত তৈরী হল না যে রুস্তমকে তুলে আছাড় মারতে পারে?

বারমান। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি জাঁহাপনা। ইরাণ থেকে পরাজিত হয়ে এসে আপনার আদেশ মত রাজ্যময় ঘোষণা করে দিয়েছি, শক্তিমান বালকদের পিতামাতাকে রাজভাণ্ডার থেকে আশাতীত পুরস্কার দেওয়া হবে। পঞ্চাশজন কুস্তিগীর বহাল করে তাদের বলে দিয়েছি, যার হাতে রুস্তমের মত পালোয়ান তৈরী হবে, তাকে ত্রিশ হাজার আশরফি বখশিস্ দেওয়া হবে।

আফসারিয়াব। তবু দেশটা ইঁদুরছানাতেই ভরে রইল? কুস্তিগীর-গুলোকে আজই দেশছাড়া কর, আর যাদের ঘরে রোগা ছেলে আছে, তাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মার।

বারমান। বলেন কি? প্রজারা ক্ষেপে উঠলে অনর্থ করবে যে!

আফসারিয়াব। সে হিম্মৎ যদি এদের থাকত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? এরা জানে শুধু কাঁদতে আর অভিশাপ দিতে। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত!

বারমান। জাঁহাপনা!

আফসারিয়াব। তোমার মনে আছে বারমান সেই লাঞ্ছনার কথা? তুমিই তখন বলেছিলে, রুস্তম রাজধানীতে নেই, এই অবসরে আমরা অনায়াসে ইরাণ অধিকার করতে পারব। দশহাজার সৈন্যের একটাও ফিরে এল না। রুস্তম তোমাকে এমন প্রহার দিলে যে তিনদিন তোমার জ্ঞান হয় নি। আর আমাকে সে ভেড়ীর বাচ্ছা দুর্ব্বল বলে ক্ষমা করে নগরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ অপমান তুমি ভুলে যেতে পার বারমান, কিন্তু আফসারিয়াব ভোলে নি।

বারমান। আমি ভুলি নি জনাব।

আফসারিয়াব। তবে হাত গুটিয়ে বসে আছ কন বেকুব? এ দেশে রুস্তমের সমকক্ষ পালোয়ান কখনও জন্মাবে না। বিদেশ থেকে আমদানি কর! রুস্তমের বুকের পাঁজরটা ভেঙ্গে দেওয়া চাই, কায়কাউসের তাজা খুনে গোসল করা চাই।

মৌলানার প্রবেশ।

মৌলানা। খোদা আপনার উদ্দেশ্য সফল করুন।

বারমান। কে আপনি?

মৌলানা। আমি একজন মৌলানা; আমার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জন মৌলানা আছে।

আফসারিয়াব। লড়াই করতে জানেন?

মৌলানা। লড়াই !

বারমান। মৌলানারা কি করে লড়াই করবে জনাব ?

মৌলানা। আমরা শাস্ত্রজীবী। শাস্ত্রালোচনা শুনতে চান, শোনাতে পারি।

আফসারিয়াব। অনেক শুনেছি, আর দরকার নেই। আপনাদের মধ্যে একজনও পালোয়ান নেই ?

মৌলানা। না জনাব।

আফসারিয়াব। তবে এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

মৌলানা। জাঁহাপনা, ইরাণের রাজা কায়কাউস আমাদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আফসারিয়াব। রাজা আপনাদের লড়াই করতে বলেছিল বুঝি ?

মৌলানা। লড়াই বটে, তবে অস্ত্রের লড়াই নয়। এক দিগ্বি-জয়ী মৌলানা ইরাণে এসেছিল, দৈবাৎ সে আমাদের বিচারে পরাস্ত করে। এই অপরাধে রাজা আমাদের বৃত্তি বন্ধ করে দিয়ে চাষ করতে বলেন। আমরা কেউ চাষ করতে রাজী হইনি বলে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বারমান। আপনারা এতগুলো মৌলানার মধ্যে একজনও তাকে পরাস্ত করতে পারলেন না ?

মৌলানা। কি করে পারব ? লোকটা এমন কুৎসিত যে দেখেই আমাদের ঘৃণা হল তার সঙ্গে কথা বলতে।

আফসারিয়াব। কারণ আপনারা অত্যন্ত সুপুরুষ। আপনার সঙ্গীরা নিশ্চয়ই আপনার মত প্রিয়দর্শন। দিগ্বিজয়ী মৌলানা যে আপনাদের দেশটাকে জয় করে চলে গেল, তাতে আপনাদের ঘৃণা হয় নি ?

মৌলানা। জয় সে করে নি জঁাহাপনা। তাকে পরাস্ত করেছে রুস্তমের পুত্র খুরম।

বারমান। রুস্তমের পুত্র ?

আফসারিয়াব। এখানেও সেই রুস্তম ! যুদ্ধ করতে রুস্তম, শাস্ত্রচর্চ্চায় রুস্তম, ইরাণের ইট কাঠ পাথর মাটিতে কি এক রুস্তমই ছড়িয়ে রয়েছে ?

বারমান। দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে পরাস্ত করেছে রুস্তমের পুত্র, রুস্তম নয়।

আফসারিয়াব। একই কথা। এর পরে একদিন শুনবে, রুস্তমের মেয়ে পারস্য উপসাগরের জল এক গণ্ডুষে বিলকুল পান করেছে, আর একদিন শুনবে রুস্তমের বাপ বুড়ো জাল একটা হাতীকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছে। দেখছ কি বারমান, এরা একদিন সমগ্র দুনিয়ার মাথায় পা তুলে দেবে। দুনিয়ায় কি এমন কেউ নেই যে এই ভেড়ীর বাচ্ছাকে সায়েস্তা করতে পারে ?

মৌলানা। একজন আছে জঁাহাপনা।

বারমান। কোথায় ?

মৌলানা। সামান গাঁয়।

আফসারিয়াব। সামান গাঁয় ! ঘরের কাছে এত বড় পালোয়ান আছে, আর আমরা কেউ জানতে পাইনি ! কি নাম ?

মৌলানা। সোরাব।

বারমান। কার ছেলে ?

মৌলানা। ওই রুস্তমেরই ছেলে।

আফসারিয়াব। এখানেও রুস্তম ? দুনিয়ার যত বীর, সবাই কি রুস্তমের আত্মীয় ? এই শয়তানের বাচ্ছা আমায় পাগল করবে।

চারণের মুখে রুস্তমের গান, লোকের ঘরে ঘরে রুস্তমের ছবি, ডাকাতের মুখে রুস্তমের দোহাই ! ক্ষুদ্র রাজ্য সামান গাঁ, দুনিয়ার দৃষ্টি যেখানে পড়ে না, সেখানেও তার কলুষিত চিহ্ন রেখে গেছে ? বারমান,—

বারমান। জাঁহাপনা !

আফসারিয়াব। সামান গার রাজা শারিয়ার আমার আত্মীয়। তাকে বলে পাঠাও,—রুস্তমের ছেলে সোরাবের মাথাটা আমি চাই।

মৌলানা। বলেন কি জাঁহাপনা ? সোরাব যে রাজা শারিয়ারের দৌহিত্র।

আফসারিয়াব। শারিয়ারের দৌহিত্র ! তাহলে সে তাহ্‌মিনার পুত্র ! শুনছ বারমান, শুনছ ? এরপর একদিন দেখব, আমার হারেমেই রুস্তমের ব্যাটা হামাগুড়ি দিচ্ছে।

মৌলানা। আপনি নিশ্চিন্ত হন জনাব। আমি এর ব্যবস্থা কচ্ছি। আপনি ইরাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

বারমান। না জাঁহাপনা, রুস্তম জীবিত থাকতে ইরাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাতুলতা মাত্র।

মৌলানা। ভয় পাচ্ছেন কেন মিঞা ? রুস্তম থাকবে ইরাণের পক্ষে, আর সোরাব থাকবে তুরাণের সঙ্গে।

বারমান। বাপের বিরুদ্ধে ছেলে লড়াই করবে কেন ?

মৌলানা। যাতে করে, আমি তার ব্যবস্থা করব।

আফসারিয়াব। কেমন করে ?

মৌলানা। এই মাথা দিয়ে। শুনুন জাঁহাপনা, আপনি রুস্তমের মাথা চান, আর আমি চাই তার রাজার মাথাটা। এক ঢিলে আমি দুই পাখী মারব। আপনি কবে প্রস্তুত হতে পারবেন ?

আফসারিয়াব। রুস্তমের সমকক্ষ যোদ্ধা পেলে আজই আমি ইরাণ আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

মৌলানা। তবে জেনে রাখুন, এক মাসের মধ্যে আমি সোরাবকে এনে হাজির করব। কিন্তু সাবধান, রুস্তম যে আপনার দুশমন, এ কথা ঘুর্ণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না।

আফসারিয়াব। বারমান, মৌলানাদের আমি আশ্রয় দিলাম। এঁদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও।

মৌলানা। সেলাম জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

বারমান। কাজটা ভাল হল না।

আফসারিয়াব। কোন কাজ ?

বারমান। ওই পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে লেলিয়ে দেওয়া।

আফসারিয়াব। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা শাস্ত্রসম্মত রাজনীতি।

বারমান। সোরাব ত আপনার কাঁটা নয়। সে আপনার আত্মীয়।

আফসারিয়াব। রুস্তমের রক্ত যার গায়ে আছে, সে আমার আত্মীয় নয়, দুশমন। তুমি এ সব বুঝতে পারবে না। তোমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া, নইলে সেদিনকার সে লাঞ্ছনা আমারই মত তোমার চোখের ঘুম আর মুখের আহার কেড়ে নিত।

বারমান। জাঁহাপনা, আমরা পররাজ্য গ্রাস করতে গিয়েছিলাম, পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি। আমাদের রাজ্যটা ডালি দিয়ে আসি নি। এতে অপমানের কিছু নেই।

আফসারিয়াব। তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। ছিলে ক্রীতদাস, হয়েছ সৈন্যাধ্যক্ষ ; একটা কাণ কেটে নিলেও তোমার

গায়ে বেঁধে না ; আমি রাজা—রাজবংশধর,—আমাকে কেউ ভ্রূকুটি করলেও অপমানে মাথাটা মাটিতে মিশে যায়।

[প্রস্থান।

বারমান। পিপীলিকার পাখা যখন গজিয়েছে, তখন না মরে আর শান্তি নেই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রুস্তমের গৃহ।

গীতকণ্ঠে কদমের প্রবেশ।

কদম। গীত ;

ইরাণ, আমার ইরাণ,
তোমার মাটি নিখাদ সোনা, স্বর্গ হতে গরীয়ান।

জালের প্রবেশ।

কদম। পূর্ব্বগীতাংশ ;

তোমার তরে জীবন-নদী,
অর্দ্ধপথে শুকায় যদি,
সেও কত সুখের মরণ, জীবনদাতায় জীবনদান।

জাল। ঠিক।

কদম। পূর্ব্বগীতাংশ ;

কিছুই আমি চাইব না,
আর কারও গান গাইব না ;

জীবন দিয়ে রাখব শুধু আমার মাটির ইমান।
ইরাণ, আমার ইরাণ !

জাল। পারবি ভাই, পারবি ইরাণের ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখতে? এর মাটির তলায় সোনার খনি লুকিয়ে আছে, একদিন সে সারা দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। চারদিক থেকে লোভী শয়তানের দল এই মাটিটুকু গ্রাস করতে ছুটে আসছে। আমরা তিন পুরুষ ধরে তাকে পাহারা দিয়ে আসছি। আমার পিতা শাম কলিজার খুন ঢেলে ইরাণের মাটি সরস করে গেছে, আমার দীর্ঘ জীবনের প্রতি লহমা এরই ভাবনায় কেটে গেছে, তোর বাপ রুস্তম আমাদেরই জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তারপর ?

কদম। তারপর আমি আছি, ভয় কি দাদু?

জাল। শাম মরেছে, জাল মরবে, রুস্তমও অমর হয়ে আসে নি। কে ধরবে ইরাণের নিশান? অপদার্থ মাতাল বিলাসী ইরাণের রাজবংশ। হাজার দুশমনের নাঙ্গা তলোয়ারের মুখ থেকে কে রক্ষা করবে ইরাণের জমীন?

কদম। আমি পারব না দাদু?

জাল। বড় দেরী করে এলি দাদু! কবে তুই বড় হবি? কবে আমাদের হাত থেকে নিশান তুলে নিবি? ইরাণের রাজবংশকে এক লহমা বিশ্বাস নেই। বিশেষতঃ এই কায়কাউস। সে যে কখন কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে, তার ঠিক নেই। আমরা না থাকলে কবে তুরাণীরা তার হাত থেকে মসনদ কেড়ে নিত।

কদম। আজ কখন তলোয়ার খেলা শেখাবে দাদু?

জাল। এখনি শেখাব। নিয়ে এস তলোয়ার। [কদমের প্রস্থান। কবে এ ছেলে বড় হবে, কবে আমার স্বপ্ন সফল হবে? খুরমটা

যদি মানুষ হত, নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঝতে পারতুম। ইরাণের মসনদে কায়কাউসকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে কবরেও যেতে পাচ্ছি না।

বাদশার প্রবেশ।

বাদশা। হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

জাল। কি রে ব্যাপার কি?

বাদশা। ব্যাপারী আবার কে? চোখে দেখতে পান না? আমি বাদশা, ব্যাপারী হতে গেলুম কেন?

জাল। থাক্ বাপু, আর বকাস নে, কি জন্যে এসেছিস্ বল্।

বাদশা। জল! তা জল তুলেছি বই কি? জল না তুললে গুষ্ঠীশুদ্ধ খাবে কি?

জাল। জল কে বললে? কি খবর বলে যা না।

বাদশা। বনে যাব কেন? কোন্ দুঃখে বনে যাব? আমার সাতটা উঠ, দশটা ভ্যাড়া আর এক পাল মুরগী। ভোর হলে এরা বলে কুক্কুর, ওরা বলে ভ্যা ভ্যা—

জাল। থাক্ থাক, ও ত অষ্টপ্রহরই শুনছি। নতুন কিছু থাকে ত বল্, নইলে আমি চললুম।

বাদশা। চললেন কি রকম? বেশ লোক ত আপনি? বুড়ো হলে মানুষের এমনি ভীমরতি হয়। আপনি না তার দাদু হন? আমার যে দাদু ছিল—

জাল। সেও কি তোর মতই কালা ছিল, না আরও বেশী।

বাদশা। আরব-দেশী কে বললে? আমরা এই পারস্যেরই লোক।

জাল। দোহাই বাপু, আমার এখন অনেক কাজ। যদি কিছু বলতে হয়, মেহেরবাণি করে বলে ফেল, আর দগ্ধে মেরো না। তোমার

সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করে বিশ বছরের আয়ু কমে গেছে। আর আয়ু কমিও না।

বাদশা। তবে শুনুন। আপনি ত আবার কাণে খাটো, জোরে না বললে শুনতে পান না।

জাল। জোরেই বল।

বাদশা। কথাটা হচ্ছে এই যে—শুনতে পাচ্ছেন আপনি?

জাল। বল্ না হতভাগা।

বাদশা। কি ভাগা বললে?

জাল। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বদমায়েস্।

বাদশা। বাঃ, আমি কি করলুম? আপনি আমার ওপর তম্বী কচ্ছেন কেন? আমি আপনার নাতীকে বেঁধেছি নাকি?

জাল। কাকে বেঁধেছে বল্লি?

বাদশা। কেন, ওই খুরম মিঞাকে।

জাল। খুরমকে বেঁধেছে! কে?

বাদশা। আবার কে? ইরাণের রাজা।

জাল। তুই চোখে দেখেছিস?

বাদশা। চেকে আবার দেখব কি? একি হালুয়া যে চেকে দেখব?

জাল। কে তোকে বলেছে উল্লুক?

বাদশা। কখন উল্লুক বললে? ক্ষেপেছেন আপনি? রাজাকে কখনও উল্লুক বলতে পারে? তাহ'লে তার ধরে মাথা থাকে?

জাল। তবে তার দোষটা কি?

বাদশা। মোষ না কি, তা আপনারা জানেন; আমি ত বলি মোষও নয়, গরুও নয়, গেছো বাঁদর। শুধু শুধু ছেলেটাকে বাঁধলে

গা! অপরাধটা কি? না, বিদেশী মৌলানা তোদের মুখে চুণকালি মেখে যাচ্ছিল, খুরম মিঞা তাকে হটিয়ে দিয়ে তাদের মুখ রক্ষা করেছে।

ফাতিমার প্রবেশ।

ফাতিমা। কি বললে? আমার খুরম মৌলানাকে পরাস্ত করে ইরাণের মুখ রক্ষা করেছে? বল কি তুমি? এতগুলো জ্ঞানী লোক যাকে হারাতে পারলে না, তাকে হটিয়ে দিলে আমার পঁচিশ বছরের ছেলে! কোথায় সে? ডাক ত বাবা ডাক ত খুরমকে।

জাল। শুনছ কি ছাই? খুরমকে কায়কাউস বন্দী করেছে।

ফাতিমা। বন্দী করেছে? ইরাণের এত বড় উপকার করলে যে, তাকেই রাজা বন্দী করলেন? কি হয়েছে বাদশা?

বাদশা। হবে আবার কি? রাজা বললে,—কাম করেছ, খেলাত নাও। আপনার ছেলে বললে—শুনতে পাচ্ছ?

ফাতিমা। পাচ্ছি তুমি বল। কি বলেছে খুরম?

বাদশা। অ্যাঁ! কি বলছ আপনি?

ফাতিমা। খুরম খেলাত নিলে?

বাদশা। কই আর নিলে? সে বললে,—আমার মায়ের হুকুম নেই, খেলাত নেব না। রাজা যত বলে,—নাও; উনি ততই বলে—উঁহু। আর যায় কোথায়? তক্ষুণি ফাটকে পূরে দিলে। বলিহারি ছেলে আপনার। হাস্‌তে হাস্‌তে ফাটকে গেল, তবু খেলাত নিলে না; বলে,—আমার মা হুকুম দিলে নেব, নইলে রাজার বাবার বাবা বললেও নেব না। কথাগুলো শুনতে পেলে ত? তাহলে এখন আসি। [প্রস্থান।

জাল। রুস্তম কোথায়, রুস্তম?

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। কি হয়েছে পিতা? আপনাকে যে বড় উত্তেজিত দেখছি।

জাল। শুনেছ রুস্তম, খুরম সেই বিদেশী মৌলানাকে হারিয়ে দিয়েছে?

রুস্তম। বেশ করেছে। তার দুটো পা ছিল, এবার চারটে পা হল। কই, বাড়ীতে উৎসবের কোন আয়োজন হচ্ছে না? এত বড় একটা জয়—

ফাতিমা। তোমার ওই এক দোষ, নিজে যা করবে, সে-ই শুধু ভাল কাজ; অপরে যা করবে, সব বাজে। দুনিয়ার সব লোক-গুলোই কি তোমার মত শুধু গদা ঘোরাবে? শাস্ত্র কেউ পড়বে না? রান্না কেউ শিখবে না? গান কেউ গাইবে না? দুনিয়ায় যোদ্ধা যেমন চাই, তেমনি চাই শাস্ত্রকার, গায়ক, রাজনীতিক, এমন কি রজকের ভূমিকাও কারও চেয়ে কম নয়। যোদ্ধা না থাকলে বরং চলতে পারে, কিন্তু বোদ্ধা না হলে চলে না।

রুস্তম। তোমার জন্যই ছেলেটা মানুষ হতে হতে জানোয়ার হয়ে গেল। আমরা তিনপুরুষ চলে এসেছি একপথে, আর এই হতভাগা গেল অন্য পথে। কত সাধ ছিল, পিতার গদা আমি তুলে নিয়েছি, মরার সময় আমার পুত্রের হাতে তা তুলে দিয়ে যাব।

ফাতিমা। কদম ত আছে, ভয় কি? বংশের মুখ সে একাই উজ্জ্বল করবে। আগে যদি আমি বুঝতে পারতুম সে এমনি হস্তি-মূর্খ হবে, তাহলে কবে আমি তাকে গলা টিপে ঠাণ্ডা করে দিতুম।

জাল। কিন্তু আমি ভাবছি রুস্তম, খুরমকে বন্দী করলে, আর আমরা কোন খবর পাই নি!

রুস্তম। খবর আমি যথাসময়েই পেয়েছিলাম পিতা।

জাল। পেয়েও তুমি চুপ করে আছ? তোমার ছেলেকে বন্দী করবে ইরাণের রাজা, যাকে তুমি কতবার মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছ? এত হিম্মৎ তার যে বিনাদোষে তোমার ছেলেকে বন্দী করে?

রুস্তম। বিনাদোষে নয় পিতা। উদ্ধত যুবক রাজার প্রতিশ্রুত দান প্রত্যাখ্যান করেছে।

ফাতিমা। বেশ করেছে। আমার ছেলে লোভীও নয়, ভিখারীও নয়। দেশের মুখ রক্ষা করতে সে আমার আদেশে শাস্ত্রবিচার করতে গেছে, আমিই তাকে বলেছি, পুরস্কার তার নিতে হবে না। কত অর্থ আছে রাজার ভাণ্ডারে যা দিয়ে আমার ছেলেকে তিনি প্রলুব্ধ করতে চান?

রুস্তম। অর্থ নয়, অর্থ নয়, তার চেয়ে বেশী, ইরাণের সেরা রত্ন— রাজকন্যা ঝুমুর!

জাল। ইরাণের সেরা রত্ন তার রাজকন্যা!

ফাতিমা। রাজা নিজে বললেন? খুরমকে বললেন, তাকে সাদী করতে? তারপর?

রুস্তম। তোমার অপদার্থ উদ্ধত কুলাঙ্গার পুত্র রাজার মুখের উপর কি বললে জান? "মায়ের আদেশে আমি দেশের ইজ্জৎ রক্ষা করতে এসেছি, পুরস্কারের প্রয়োজন আমার নেই। তবু যদি পুরস্কার আমায় নিতে হয়, মসজিদে রক্ষিত কোরাণশরীফ আমায় দান করুন। ইরাণের সেরা রত্ন এই কোরাণশরীফ, রাজকুমারী ঝুমুর নয়।"

জাল। খুরম এই কথা বললে?

ফাতিমা। সমগ্র ইরাণরাজ্যে একমাত্র আমার ছেলেই এত বড় কথা বলতে পারে; বড় বড় পালোয়ান, বিখ্যাত বিখ্যাত মোল্লা মৌলানা—কারও এত বড় বুকের পাটা হয় নি যে এই খেয়ালী

মাতাল রাজাটার মুখের উপর এমনি করে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। তোমাদের রাজাটার গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকত, তাহলে তাকে কারাগারে পাঠাত না, সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করত।

রুস্তম। রাজা তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন, আমি উপস্থিত থাকলে সেই পুঁথিপড়া গর্দ্ধভটাকে হত্যাই করতুম।

ফাতিমা। তা করবে বই কি? দুনিয়ায় একটা মানুষকেই তুমি চিনেছ, সে তোমার মাতাল প্রভু। আমার ছেলে কারাগারে পচে মরুক, তবু মাতালের গোলাম যেন না হয়।

রুস্তম। এ দর্প থাকবে না ফাতিমা। খুরম বলেছে,—কারও আদেশেই সে রাজকুমারীকে বিবাহ করবে না; করবে শুধু তার মা হুকুম দিলে।

ফাতিমা। তুমি খবর পাঠিয়ে দাও, খুরমের মা একটা ভিখিরীর মেয়েকে ঘরে তুলে নেবে, তবু ওই জানোয়ারের বংশের মেয়েকে নয়।

[প্রস্থান।

রুস্তম। কথাটা শুনলেন পিতা?

জাল। কথাটা ওর একার নয় বাবা, আমারও।

রুস্তম। পিতা!

জাল। কতদিন তোমাকে বলেছি, ইরাণের মঙ্গল যদি চাও, কায়কাউসকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিই এস। লক্ষ লক্ষ ইরাণীকে একটা মাতালের খেয়ালের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পাচ্ছি না রুস্তম। সারাজীবন ইরাণের মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় ব্যয় করেছি, নমাজের অবসর মেলে নি, নিজের পরিবারের দিকে

চাইবারও ফুরসুৎ হয় নি। সেই ইরাণকে একটা মাতালের হাতে রেখে যেতে আমার পা চলে না রুস্তম!

রুস্তম। কি করতে চান আপনি?

জাল। তুমি রাজি হও, ইরাণের মসনদে আমি তোমাকেই বসিয়ে যাব।

রুস্তম। এ আপনি কি বলছেন পিতা? রাজাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বসব তাঁর মসনদে!

জাল। তুমি মসনদ না চাইলেও মসনদ তোমাকে চায়। ইরাণের ভাগ্য আমরাই গড়েছি। রাজা যদি মানুষ হত, আজ এ প্রশ্ন উঠত না।

রুস্তম। আপনিই ত তাকে হাতে ধরে সিংহাসনে বসিয়েছেন।

জাল। ভুল করেছি, আজ সে ভুল সংশোধন করব। তুমি রাজা হতে না চাও, আর কেউ সিংহাসনে বসুক, আমার কোন আপত্তি নেই।

রুস্তম। আমার আপত্তি আছে পিতা। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, রাজার অভিষেকের দিন আপনি তাঁর হাতখানা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন; আর আপনার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আমার হাতে দিয়ে আমায় শপথ করিয়েছিলেন যে প্রাণ গেলেও আমি রাজার বিরোধিতা করব না।

জাল। তখন জানতুম না যে, সে আমারই বংশের মাথায় লগুড়াঘাত করবে।

রুস্তম। বংশের চেয়ে জবানের দাম ত অনেক বেশী পিতা।

জাল। সবার চেয়ে দেশের মাটির দাম কি বেশী নয় রুস্তম?

রুস্তম। সামান্য একটা বেয়াদব যুবকের রক্তপাত হলেও দেশের মাটি একটুও কলঙ্কিত হবে না। এই সব কেতাবপড়া বুদ্ধিমানের

দল দেশটাকে অথর্ব্ব পঙ্গু করে তুলেছে। এদের মাথায় অফুরন্ত জ্ঞান, কিন্তু বাহুতে এক তিল শক্তি নেই। মরবার জন্যই এরা বাঁচতে শেখে নি। ইরাণের মাটি থেকে এরা যত শীঘ্র দূর হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

জাল। রুস্তম,—

রুস্তম। দোহাই পিতা। আমি প্রাণ গেলেও সত্য ভঙ্গ করব না। সারাজীবনের জন্য আমাকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি; আমার বলতে আর কিছুই নেই পিতা। আমি জানি, আমার রাজা বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল প্রকৃতি,—তবু তিনি প্রভু, আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী গোলাম। পারি তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনব; না পারি তাঁর সঙ্গে আমিও নরকেই যাব, তবু একা তাঁকে ছেড়ে দেব না।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

জাল। আমি যদি তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিই?

রুস্তম। তাহলে আপনার দেওয়া গদা আপনারই মাথায় পড়বে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

জাল। রুস্তম!

রুস্তম। সে কলঙ্ক থেকে আপনি আমায় রক্ষা করুন পিতা। রাজাকে যদি সরিয়ে দিতে চান, আগে আপনি আমাকে হত্যা করুন। আমি কথাটিও কইব না। আমি জীবিত থাকতে কায়কাউসের গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড়ও দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

জাল। কথা শুনলে না। ছেলেটা মরবে, তবু হতভাগা রাজ-ভক্তির দোহাই দেবে। ইরাণ জাহান্নামে যাক, তবু কায়কাউসকে মসনদে বসিয়ে রাখা চাই! আচ্ছা, দেখি—রাজাটাকে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ইরাণ—রাজপ্রাসাদ।

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। "ইরাণের সেরা রত্ন মসজিদে রক্ষিত কোরাণশরীফ, শাহাজাদী ঝুমুর নয়।" যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে, কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু মিথ্যে ত নয়। কিন্তু আমার এ কি হল? আমার চোখের ঘুম কে কেড়ে নিলে?

সুদাবার প্রবেশ।

সুদাবা। ঝুমুর!

ঝুমুর। গীত।

কে এল মোর নিদমহলে, হরে নিল চোখের ঘুম,
তারার সাথে আমি জাগি, সবাই ঘুমায়, রাত নিঝুম।
কার পরশে বদলে গেছে এ দুনিয়ার ছবি গো;
ঝিঁঝিঁর ডাকে নেশা লাগে, গান গাহে কোন্ কবি গো!
কার অধরের সিঁদুর নিয়া
না জানি আজ ভর দুনিয়া
সাজল মাখি শ্যামল মুখে সুরভি কুসুম।

সুদাবা। তার অর্থ?

ঝুমুর। কিসের অর্থ মা?

সুদাবা। তোর হয়েছে কি শুনি। খাওয়া ত উঠেই গেছে। বাঈজীগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস। মুখ দেখে মনে হয়, কত রাত ঘুমুস নি।

ঝুমুর। কি তুমি বাজে বকছ?

সুদাবা। সেদিন যে অত দামী পোষাকটা করিয়ে আনলি, একদিনও ত তা পরতে দেখলুম না।

ঝুমুর। ও আর পরে কি হবে? এবার থেকে বোরখা পরব।

সুদাবা। সে ত বাইরে গেলে পরবি। ঘরে তাবলে পোষাক পরতে হবে না?

ঝুমুর। না, হবে না। কি হবে পোষাক পরে? কত লোক না খেয়ে মরছে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাচ্ছে না, আর আমার গায়ে বিশ হাজার টাকার পোষাক আর পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা ঝলমল করবে,—এ অন্যায় আর কতদিন আমরা করব? পোষাকে মানুষ বড় হয় না, বড় হয় জ্ঞানে।

সুদাবা। বলিস্ কি রে?

ঝুমুর। তুমি আমাকে মৌলভী রেখে দাও মা, আমি শাস্ত্র পড়ব।

সুদাবা। শাস্ত্র পড়বে! ধাড়ী মেয়ে, আজ বাদে কাল সাদী করে খসমের ঘর করতে যাবে, এখন তুমি শাস্ত্র পড়বে?

ঝুমুর। সাদী আমি করব না। আমি সারাজীবন শাস্ত্র পড়ে দেখব, কি অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে তার মধ্যে; দেখব, কি সে মহার্ঘ্য মণি যা পেলে রূপযৌবন ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হয়ে যায়।

সুদাবা। বুঝেছি, সেই ইতরের বাচ্ছা খুরম তোমার মাথাটি খেয়ে গেছে।

ঝুমুর। কেন মা পরের ছেলেকে গাল দিচ্ছ? সে ত তোমার কোন অনিষ্ট করে নি; বরং উপকারই করেছে। সে যদি তোমার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলত, তুমি ত তাহলে বুক ফেটে মরে যেতে। কিছুই সে নিলে না, চাইলে শুধু কোরাণশরীফ।

সুদাবা। ছোটলোক, ছোটলোক; চাইবে কি করে? থাকে কুঁড়ে ঘরে, নজরটা ত উঁচু হতে পারে না।

ঝুমুর। তুমিই ঠিক বুঝেছ মা। ভদ্রলোকের মেয়ে কি না। যাক্, পরের কথায় আমাদের কি দরকার? তুমি তাহলে কবে আমায় মৌলভী রেখে দেবে বল।

সুদাবা। আবার মৌলভী!

ঝুমুর। মৌলভী না হলে পড়াবে কে? তুমি ত জীবনে কখনও কেতাব চোখেও দেখ নি। বাপজানের ত বাজে কথা ভাব্‌বার সময়ই নেই।

সুদাবা। খুব হয়েছে। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তোর বাবারও নেই, তুই ত বাচ্ছা মেয়ে। ওই ছোটলোকের ছেলের জন্যে মনের কোণে যদি তোর এতটুকু দুর্ব্বলতা থাকে, ধুয়ে মুছে ফেলে দে, নইলে আমি তোর পিঠে চাবুক মারব, আর সেই হত-ভাগাকে কেটে দুখানা করব।

ঝুমুর। তাকে তুমি ভাল করে দেখ নি মা। দেখলে বুঝতে, সে দুনিয়ার মানুষ নয়; তাকে খুন করা যায় না। কিন্তু তুমি ভাবছ কেন? তার চোখে তোমার মেয়ের কোন দাম নেই, সে ত তোমরা শুনেছ। আর তোমার মেয়ে? সে তাকে ভক্তি করতে পারে, ভালবাসার স্পর্দ্ধা করতে পারে না। [প্রস্থান।

সুদাবা। মাতালের বংশের মেয়ে ত, বেশী আর কি হবে? তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। নইলে কোনদিন হয়ত দেখব, বাপ বেটিতে একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে।

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। এই যে বেগম সাহেবা; সেলাম। দূরে সরে যাচ্ছ কেন?

সুদাবা। সরাপের গন্ধ আমি সইতে পারি না।

কায়কাউস। ভুলে যাই সুদাবা যে তোমাদের সতীর বংশ, সরাপের সঙ্গে তোমাদের চিরশত্রুতা। আচ্ছা, তুমি এবার এস সতি; ঝুমুরকে অনেকক্ষণ দেখি নি, তাকে পাঠিয়ে দাও।

সুদাবা। দিচ্ছি; কিন্তু তুমি ওর সাদীর ব্যবস্থা কর, এক মাসের মধ্যে ওর সাদী হওয়া চাই।

কায়কাউস। এক মাস কেন? খুরম যদি রাজি হয়—

সুদাবা। উচ্ছন্ন যাক খুরম। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, তার বাপ রুস্তম আমার পিতাকে হত্যা করেছে?

কায়কাউস। 'আমার' পিতাকে ত হত্যা করে নি।

সুদাবা। তোমাদের কথাবার্ত্তাই বেয়াড়া! যেমন মেয়ে, তেমনি তুমি। মদ ত কত লোকেই খায়, তাবলে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে কি ভদ্র-লোকের মত কথা বলতে নেই?

কায়কাউস। ভদ্রলোক ত আমি নই সুদাবা। ভদ্রলোকের কন্যাকে বিবাহ করে ভদ্র হতে চেয়েছিলাম। নসীবের লেখা মুছতে পারলাম না। স্ত্রী আমাকে স্বামী বলে কখনও ভাবেন নি, ভেবেছেন পিতৃহন্তা দস্যু বলে।

সুদাবা। মেয়েটিকে ডেকে দিচ্ছি। বাচালতা করতে হয়, তার কাছে কর, আমার কাছে নয়। কিন্তু সাবধান, মেয়েটির হাতে যেন সরাপের পাত্র তুলে দিও না। [প্রস্থানোদ্যোগ।

কায়কাউস। শোন শোন। মেয়ে কেন আর গায় না বল ত? তার সেই হাসিই বা কোথায় গেল?

সুদাবা। সব সেই ছোটলোকের ছেলেটা শুষে নিয়ে গেছে। সেই জন্যেইত বলছি, তাড়াতাড়ি বিয়ে দাও, নইলে পস্তাতে হবে। [প্রস্থান।

কায়কাউস। শয়তানের বাচ্ছা! মেয়েটাকে যত শীঘ্র সম্ভব ওর কাছ থেকে সরাতে না পারলে তার জীবনটাও এ নারী বিষময় করবে।

গেঁওর প্রবেশ।

গেঁও। জাঁহাপনা,—রুস্তমের পিতা জাল আসছেন।

কায়কাউস। তাবলে তুমি চঞ্চল হচ্ছ কেন? জাল ত আর বাঘ নয়।

গেঁও। বাঘ ত ওঁর কাছে শিশু জনাব। এই বৃদ্ধের লোল দেহে এখনও এত শক্তি আছে যে সিংহাসন শুদ্ধ আপনাকে বোধহয় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

কায়কাউস। ছুঁড়ে ফেলে, তুমি আবার কুড়িয়ে আনবে।

গেঁও। জাঁহাপনা, আপনি খুবমকে মুক্তি দিন। ছেলেটা পাগল! সে আপনার ক্রোধের পাত্র নয়।

কায়কাউস। বেশ ত, তুমি তাকে নিয়ে এস। সে যদি এখনও শাহাজাদীকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, আমি তার অপরাধ ক্ষমা করব।

গেঁও। একটা পাগলের হাতে কেন আপনি মেয়েটাকে তুলে দিতে চান জনাব? সে নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না, শাহাজাদীকে ভরণ পোষণ করবে কি করে?

কায়কাউস। ভরণ পোষণের ভার শাহাজাদীর পিতাই নেবে।

গেঁও। দুরাশা জাঁহাপনা। বিবাহ করলেও সে আপনার অর্থ নেবে না।

কায়কাউস। তবে তার যে পথ, মেয়েও সেই পথেই চলবে। তবু মুখের জবান, বুঝলে গেঁও? সে বলেছিল; তার মা আদেশ করলে সে তা মাথা পেতে নেবে। তার মা এ কথা জানে?

গেঁও। জানেন। কিন্তু—

কায়কাউস। কি বলেছে তার মা?

গেঁও। বলেছেন,—আমার ছেলে কারাগারে পচে মরুক, তবু জানোয়ারের বংশের মেয়েকে আমি ঘরে তুলব না।

কায়কাউস। আচ্ছা, তুমি খুরমকে নিয়ে এস। [গেঁও প্রস্থান করিলেন।] জানোয়ারের বংশ! জানোয়ারের থাবাটা তাহলে দেখিয়ে দিতে হবে।

গীতকণ্ঠে সুফীর প্রবেশ।

সুফী। গীত।

খোদাবন্দ্, সেলাম সেলাম!
বহুদিন নাম জপে আজ, বরাত ভাল, দেখা পেলাম।
কত মাথা নিলে জনাব, কত মুখে দিলে ছাই,
বল শুনি গুণমণি, ছড়া গেঁথে নিয়ে যাই;
কত রাজা ফকির হল,
কত সতীর পতি ম'ল,
কবরখানায় যাবে কবে, আকুল হয়ে দেখতে এলাম।

কায়কাউস। কে তুই পাগল?

সুফী। আমি সুফী, না না, আমি জ্বালার আগ্নেয়গিরি, আমি সাহারার মরুভূমি।

কায়কাউস। কি চাই এখানে?

সুফী। কিছু চাই না জনাব, কিছু চাই না। তোমার হুকুমে রুস্তম আমার বাপ মা আত্মীয় পরিজন সবাইকে হত্যা করেছে। বোনটা তোমার বেগম হয়ে সব ভুলে গেছে। আমি ভুলতে পাচ্ছি না জনাব। আমায় ভুলিয়ে দাও, তারা যে পথে গেছে, আমাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দাও।

কায়কাউস। ও তুমি সুদাবার ভাই! যাক, খোদাই যখন তোমায় মেরেছেন, তখন আমি আর মারব না।

সুফী। মারবে না? আচ্ছা আচ্ছা, দেখেই যাই তোমাদের পরিণামটা। জাঁহাপনা, অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা।

[প্রস্থান।

কায়কাউস। অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। কারও দিন রয় নি, আমার দিনও থাকবে না। তবু কাল মরতে হবে বলে আজই আমি কবরে গিয়ে ঢুকব না।

গেঁও সহ খুরমের প্রবেশ।

খুরম। ইরাণরাজের জয় হক।

কায়কাউস। কারাগার কেমন লাগল যুবক?

খুরম। চমৎকার! বাইরের কোলাহল নেই, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, দিবারাত্রির ভেদ নেই; উপাসনার উপযুক্ত স্থান বটে! আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে যে কেতাবগুলো পাঠিয়েছিলেন, এ ক'দিন নিশ্চিন্ত মনে আমি তাই পাঠ করেছি জনাব।

কায়কাউস। আমি কেতাব পাঠিয়েছিলাম। এ যুবক বলে কি গেঁও?

গেঁও। আমিও বুঝতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা।

কায়কাউস। দু দুখানা পোড়ারুটি খেয়ে খেয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে খুরম।

খুরম। পোড়ারুটি কাকে বলছেন জাঁহাপনা? আমার জীবনে কখনও এমন রাজভোগ খাই নি।

কায়কাউস। বেশ বেশ, আরও রাজভোগ খেতে চাও, না সসম্মানে বাড়ী ফিরে যেতে চাও?

খুরম। জাঁহাপনা, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা কচ্ছি, আমাকে কারাগারেই থাকতে দিন। আমার জানা ছিল না যে দুনিয়ায় এমন শান্তির স্থান আছে।

গেঁও। ছেলেটা বোধহয় উন্মাদ হয়ে গেছে। ওকে মুক্তি দিন জাঁহাপনা।

কায়কাউস। মুক্তি ওর নিজের হাতে।

গেঁও। খুরম!

খুরম। আদেশ করুন।

গেঁও। আশা করি এতদিনে তোমার মতপরিবর্ত্তন হয়েছে। শাহাজাদীকে তুমি বিবাহ কর; সে তোমার সাধনায় প্রতিবন্ধক হবে না।

খুরম। আমি ত বলেছি, আমার মায়ের হুকুম পেলে আমি যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।

গেঁও। তোমার মা অসম্মতি জানিয়েছেন।

খুরম। তাহলে দুনিয়ায় আল্লাতাল্লা ছাড়া এমন কোন শক্তি নেই যে আমায় সম্মত করতে পারে।

কায়কাউস। আমি তোমায় আমরণ কারাগারে আবদ্ধ করে রাখব।

খুরম। কারাগার আমার উপাসনাগার।

কায়কাউস। আমি তোমাকে এক কণা খাদ্যও দেব না।

খুরম। আপনি খাদ্য দেবার কে? আপনার খাদ্য কে জোগান, তা কি আপনি জানেন? এই নিখিল দুনিয়ার রুটির জোগান দেন যিনি, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনিই আমাকে আহার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন। আপনি বা আপনার হাজার হাজার সৈনিক আমাকে মারতেও পারেন না, রাখতেও পারেন না।

কায়কাউস। নিয়ে যাও গেঁও; কারারক্ষীকে বল, আজ একে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখবে। কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই বেয়াদপকে আমি কোতল করব।

খুরম। আপনাকে আমি দোয়া করে যাচ্ছি জাঁহাপনা। খোদা আপনাকে আর আপনার হত্যালীলার সঙ্গী আমার পিতাকে বুঝিয়ে দিন যে অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা।

গেঁও। জাঁহাপনা:

কায়কাউস। নিয়ে যাও; কোন কথা আমি শুনব না। [গেঁও-সহ খুরমের প্রস্থান।] আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত বড় অপরাধীর মাথাটা আমি এখনও অক্ষত রেখেছি কেন? রাজা কায়কাউস কি মরে গেল?

জালের প্রবেশ।

জাল। মরে নি, কিন্তু মরার পালক গজিয়েছে।

কায়কাউস। কে? বুড়ো জাল নয়? কি বলছ তুমি?

জাল। খুরম কই?

কায়কাউস। মরণসমুদ্রের ঢেউ গুণছে। কাল প্রভাতেই তার গর্দ্দান যাবে।

জাল। তোমার গর্দ্দানটা এখনি নেব আমি শয়তান।

কায়কাউস। বেরিয়ে যাও বেয়াদব, নইলে আমি ভুলে যাব যে তুমি রুস্তমের পিতা।

জাল। সেদিন না আমি তোমায় হাতে ধরে মসনদে বসিয়ে গেছি? সেদিন না আমার দুনিয়ার সেরা পালোয়ান ছেলেটাকে তোমার কাছে বিকিয়ে দিয়েছি? এরই মধ্যে সব ভুলে গেছ? তুমি শেষে আমারই বংশের উপর ছুরি তুলেছ বেইমান?

কায়কাউস। বেইমান তুমি। আমাদের দেওয়া রুটি খেয়েই তোমার ওই কুকুরের দেহ এখনও বেঁচে আছে।

জাল। খবরদার বেয়াদপ। অনেকদূর এগিয়েছ তুমি, আর বেশী এগিও না বলছি; তাহলে আমি তোমায় মসনদ থেকে টেনে এনে নর্দ্দামায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। নিয়ে এস খুরমকে।

কায়কাউস। খুরমকে পাবে না, কাল প্রভাতে ঘরে বসেই তার ছিন্ন মুণ্ড পাবে। যাও বৃদ্ধ শৃগাল, বেরিয়ে যাও।

জাল। বেরিয়ে যাব? জালকে তুমি ভুলে গেছ পাষণ্ড? চিনিয়ে দেব? [সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন]

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। এ কি, এ কি পিতা? ফিরে আসুন; রাজা আপনার ক্রোধের পাত্র নন। দোহাই আপনার, যাকে হাতে ধরে আপনিই মসনদে বসিয়েছেন, তাকে আপনি নিজে অসম্মান করবেন না।

জাল। শোন্, রাজার পা-চাটা গোলাম, যার জন্যে সাগর ছেঁচে তুই রত্ন তুলে এনেছিস্, তার কাছে তোর পিতা কুকুর, তোর পিতা বৃদ্ধ শৃগাল, তার হাতে তোর ছেলে বন্দী।

কায়কাউস। বেশী বাচালতা করলে তোমাকেও বন্দী করব।

জাল। এস, বন্দী করবে এস; আর আমি কি করতে পারি, তাও দেখে যাও। ডাক তোমার সৈন্যদের, দেখি কার তলোয়ারে কত ধার!

[প্রস্থান।

কায়কাউস। শোন রুস্তম,—

রুস্তম। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

কায়কাউস। তোমার পুত্র পুনঃ পুনঃ আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে; আমার সঙ্গে অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করে গেছে।

রুস্তম। আমার দুর্ভাগ্য জনাব যে এ-ই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। আপনি তাকে কঠোর শাস্তি দিন। আমার পিতার ভয়ে আর কেউ যদি আপনার হুকুম তামিল করতে না পারে, আমিই করব জনাব।

কায়কাউস। চোখে জল আসবে না ত?

রুস্তম। আমার চোখ কাণ প্রাণ মান সবই আপনাকে সমর্পণ করেছি। রুস্তম কখনো শপথ ভঙ্গ করে না।

কায়কাউস। মনে থাকে যেন। শোন, আমি তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি; জল্লাদের কাজটা তোমাকেই করতে হবে।

রুস্তম। প্রাণদণ্ড! এ আপনার কি বিচার জাঁহাপনা? আপনার দান প্রত্যাখ্যান করে সে অপরাধী সত্য, তার জন্য কারাদণ্ডের অর্থ বুঝি। কিন্তু সে অপরাধের শাস্তি কি প্রাণদণ্ড!

কায়কাউস। ইরাণরাজের কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

রুস্তম। জাঁহাপনা, দাতার কাজ দেওয়া, গ্রহীতার ইচ্ছা গ্রহণ করা বা না করা। দুনিয়ায় এমন লোকও আছে, যাকে দিতে চাইলেই দেওয়া যায় না। আপনার কন্যা আপনার কাছে মহার্ঘ রত্ন হলেও আর একজনের কাছে যদি তা না হয়, সে কি তার অপরাধ।

কায়কাউস। তুমি কি তোমার রাজার কাছে কৈফিয়ৎ চাও?

রুস্তম। না জাঁহাপনা, এক অশুভক্ষণে আমার পিতা আমাকে আপনার কাছে বিক্রি করে গেছেন। আমার একটা অঙ্গুলি হেলনের অধিকারও তিনি রাখেন নি। আপনার আদেশ নির্ব্বিচারেই আমায় পালন করতে হবে। একটা কেন, আপনি যদি চান, দুটো ছেলের

মাথাই আমি আপনাকে এনে দিতে পারি। শুধু একটি কথা মনে রাখবেন জাঁহাপনা ; এ সবই আমার বৃদ্ধ পিতার কাছে শপথ করেছি বলে। ভুলেও তাঁকে আঘাত করবেন না জনাব, তাহলে সিংহ আর খাঁচায় আবদ্ধ থাকবে না, প্রতিশ্রুতির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। সাবধান !

[প্রস্থানোদ্যোগ।

কায়কাউস। শোন। যদি সে এখনও রাজি হয়—

রুস্তম। অসম্ভব।

কায়কাউস। তুমি বলেই দেখ না। আমি তাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করব।

রুস্তম। সমগ্র রাজ্য দিলেও সে মায়ের অবাধ্য হবে না।

[প্রস্থান।

কায়কাউস। মাথার উপর তরবারি তুললে মাতৃভক্তি জাহান্নামে যাবে। কত মাতৃভক্ত দেশভক্ত দেখলাম, বাকী আছে এই খুবম !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সামান গাঁ—রাজপ্রাসাদ।

শারিয়ার ও তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

শারিয়ার। আমি কতবার তোকে বারণ করেছিলাম, ছেলের কাছে রুস্তমের নাম করিস নি, তুই আমার কথা শুনলি না, ফস করে সোরাবের কাছে বাপের পরিচয় দিয়ে দিলি। এখন হাহুতাশ করলে চলবে কেন মা?

তাহ্‌মিনা। আমি কি সহজে পরিচয় দিয়েছি? শুনলে না সে নিজেকে কি বলে সন্দেহ করেছিল?

শারিয়ার। জারজ বলে। বয়ে গেল তাতে। তুই নিজে খাঁটি থাকলে কে কি ভাবলে না ভাবলে, কি আসে যায় তোর? মোদ্দা কথা তোদের এই মেয়ে জাতটার পেটে কোন কথা গোপন থাকবার জো নেই।

তাহ্‌মিনা। এখন আমি কি করব বাবা? সে যে 'বাপ বাপ' করে পাগল হয়ে উঠেছে। কোথা থেকে এক মৌলানা মড়া এসে আরও তার মাথা খারাপ করে দিলে। মড়া তাকে দিনরাত ইরাণের গল্প শোনায়। কবে কায়কাউস তার পিতাকে অপমান করেছিল, বাহুতে এত শক্তি থাকতেও কত গরীব তাঁরা, সোরাবের বড় ভাই খুরমকে অন্যায়ভাবে কেমন করে বন্দী করে রেখেছে, এ সব শোনে আর ছেলে আমার নিজের হাত নিজে কামড়াতে থাকে।

শারিয়ার। ও ত আমি আগেই জানি। ব্যাটা মৌলানাকে আমি ত তাগিয়েই দিয়েছিলাম, তুমিই ত ইরাণের লোক বলে খাতির

করে আশ্রয় দিলে। এখন সে মক্তব খুলে শেকড় গেড়ে বসেছে। তোমার ছেলেকে ঘর ছাড়া না করে আর তার ঘুম হচ্ছে না।

তাহ্‌মিনা। ঘর ছাড়া করবে কি?

শারিয়ার। করে বসে আছে। কোন্ দিন ঘুম ভেঙ্গে দেখবি সোরাবও নেই, তার গদাও নেই।

তাহ্‌মিনা। বাবা!

শারিয়ার। আগে তবু দু একবার আমার কাছে বসত, দুটো সুখ দুঃখের কথা বলত, চাই কি রাজ্যের খবরাখবরও নিত; এখন ভুলেও আর বুড়োর কাছে ঘেঁসে না। যা যা, না ঘেঁসলি ত আমার বয়েই গেল। আমি গোটা দশেক পাখী পুষব। এ বলবে জনাব, সে বলবে দাদু—খাসা দিন কেটে যাবে। পরের ছেলেকে পোষা নেহাৎ বোকামি।

তাহ্‌মিনা। তুমি একটা ভাল মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দিতে পারলে না?

শারিয়ার। একটা ছেড়ে একশো গণ্ডা মেয়ে নিয়ে এলুম, তোর ছেলে সবাইকে হাঁকিয়ে দিলে, আমি আর কি করব? আর আমি মেয়ে দেখতে পারব না। যদি দেখি ত নিজের জন্যে দেখব।

সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। শোন মা, ইরাণরাজ কি করেছে শোন।

শারিয়ার। যাও যাও, ইরাণরাজ কি করেছে, শোনবার জন্যে আমরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছি কিনা। ইরাণরাজ যা খুশী করুক না, তাতে তোমার কি মিঞা?

সোরাব। কি বলছ তুমি নানাসাহেব? ইরাণ আমার দেশ নয়? ইরাণের ভাল মন্দের সঙ্গে আমার ভাল মন্দ জড়িত নয়?

শারিয়ার। কব্‌ভি নেহি। তুমি সামান গাঁর মানুষ, সামান গাঁ তোমার জন্মভূমি।

সোরাব। তাহলেও আমি ইরাণী, কারণ আমার পিতা ইরাণের মানুষ।

তাহ্‌মিনা। যাকে দেখ নি, তার পরিচয়টাই তোমার কাছে একমাত্র পরিচয় বাবা? আমি যে মা, নিজেকে নিঃশেষ করে তোমায় এত বড় করে তুলেছি, আমি কি তোমার কেউ নই সোরাব?

সোরাব। তুমি আমার বেহেস্তের চেয়ে বড় মা, বুকের পাঁজরের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু তুমি কার কন্যা বলে নিজের পরিচয় দাও মা? বেগম গহর-জানের, না রাজা শারিয়ারের? আমি যেখানেই জন্মে থাকি, ইরাণ আমার দেশ।

শারিয়ার। এক ছড়া মালা এনে দিচ্ছি। ফকিরেরা খোদাতালার নাম জপ করে, তুমি দিনরাত বসে বসে ইরাণের নাম জপ কর।

সোরাব। নাম জপ করার বয়স আপনার হয়েছে, আমার এখনও অনেক দেরী।

শারিয়ার। বলছি, সমসেরের মেয়েটিকে একবার দেখে এস। সেদিকে হুঁস নেই, কেবল ইরাণ আর ইরাণ।

সোরাব। আমি ত বলেছি, বিয়ে আমি করব না।

শারিয়ার। করবে ঠিকই; তবে আমাকে দেখে যেতে দেবে না। নসীবের লেখা ভায়া, তোমার কি দোষ? তিন তিনটে জোয়ান ছেলে এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল! তিনজনেরই বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলেছিলুম; গহনা পত্রও সব তৈরী,—কোথা থেকে কি হল, সব তচনচ হয়ে গেল। ছেলেরা বৌ দেখিয়ে গেছে, এবার নাতী দেখাবে!

সোরাব। আমার অপরাধ হয়েছে নানাসাহেব। বিবাহ আমি করব, তার আগে একবার অনুমতি করুন, আমি ইরাণে গিয়ে পিতাকে দেখে আসি।

তাহ্‌মিনা। ইরাণে যাবে! বল কি সোরাব?

সোরাব। যাব আর আসব মা, বাধা দিও না। পিতাকে দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পাচ্ছি না। বল মা, আমি যাই।

তাহ্‌মিনা। তুমি গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব?

সোরাব। আমি পিতাকে দেখেই ফিরে আসব।

শারিয়ার। ছেড়ে দিলে ত ফিরে আসবে।

সোরাব। কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না।

তাহ্‌মিনা। যাস নে বাবা, তুই যাস নে। আমার যাদু, আমার সোনা, আমার সাত রাজার ধন মাণিক, তুমি ত জান,— এক লহমা তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। এত বড় হয়েছ তুমি, তবু তুমি পাশে না থাকলে আমার ঘুম হয় না।

সোরাব। দু'টো দিন ধৈর্য্য ধরে থাক মা। ফিরে এসে আর তোমাকে ছেড়ে যাব না। যদি পারি পিতাকেও সঙ্গে নিয়ে আসব। তুমি বুঝে দেখ মা, পুত্র আমি পিতাকে দেখব না? ইরাণী হয়ে ইরাণের মাটি স্পর্শ করব না?

শারিয়ার। আরে দূর মিঞা, কোথায় তোমার ইরাণ? সে কি এখানে?

সোরাব। মৌলানা যে বললেন, মাত্র সাত দিনের পথ।

শারিয়ার। তা না হয় হল; কিন্তু সে কি পথ? মাথার উপরে আগুন, পায়ের তলায় আগুন! সে পথে মানুষ যায়?

সোরাব। আমার পিতা ত গেছেন। তাঁর পক্ষে যা সম্ভব আমার পক্ষেও তা অসম্ভব হবে না।

তাহ্‌মিনা। সোরাব!

সোরাব। মা, আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি। শুধু এই একটা ভিক্ষা, একবার আমায় পিতার কাছে যেতে দাও।

তাহ্‌মিনা। এত চেষ্টা সব নিষ্ফল হয়ে গেল বাবা? প্রকৃতি তলে তলে তার কাজ ঠিক গুছিয়ে নিয়েছে। ওঃ—

শারিয়ার। একটা কাজ কর তাহ্‌মিনা। সোরাবের গিয়ে কাজ নেই, রুস্তমকেই খবর পাঠিয়ে দে। সোরাবের কথা শুনতে পেলে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসবে।

তাহ্‌মিনা। ফল একই হবে বাবা। তিনি এসেই ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। তার চেয়ে যেতেই দাও। স্বেচ্ছায় পাঠিয়ে দিলে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন; হয়ত ছেলেকে বেশী-দিন আটকে রাখবেন না।

সোরাব। কিসের ক্ষমা মা? কি করেছ তোমরা?

তাহ্‌মিনা। কিছু না বাবা, কিছু না। আচ্ছা, তুমি তাহলে—

শারিয়ার। চুপ, চুপ, যেতে দিস নি তাহ্‌মিনা।

তাহ্‌মিনা। কার জন্যে হাহাকার কচ্ছ বাবা? এ কোকিল শাবক, কাকের বাসায় বড় হয়েছে। যাবেই ত, কেন আর মায়া বাড়ানো? কবে যেতে চাও বাবা?

সোরাব। যদি অনুমতি কর মা, আমি এখনি যাত্রা করব। মৌলানা সাহেব আমায় পথ দেখিয়ে ইরাণের সীমান্ত পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন।

শারিয়ার। মৌলানা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে এসেছেন? কোথায় তিনি? ডাক তাঁকে, আহা মৌলানা বলে কথা।

মৌলানার প্রবেশ।

মৌলানা। জাঁহাপনার জয় হক।

শারিয়ার। আমরা ত আপনার পাকা ধানে মই দিই নি মেহেরবান, বরং আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। তবে আমাদের এই ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলোটুকু নিভিয়ে দিতে এসেছেন কেন?

মৌলানা। তোবা! তোবা! আপনাদের অনিষ্ট করব আমি! জাহান্নামে যেতে কি আমার এতই সাধ!

সোরাব। নানাসাহেব, যা বলতে হয়, আমাকেই বলুন, মৌলানা সাহেবকে অসম্মান করবেন না। এ কি মা, তোমার চোখে জল! তবে থাক, আমি আর যেতে চাইব না।

তাহ্‌মিনা। না বাবা; ও কিছু নয়, তোমার মা আমি, বিশ্ব-বিখ্যাত বীরের স্ত্রী, আমার দুর্ব্বলতা সাজে না। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি—

গীতকণ্ঠে বিদেহীর প্রবেশ।

বিদেহী। গীত।

ও জননি, করিস কি?
আঁচল-গেরো খুলে দিয়ে দুঃখ ডেকে মরিস নি।
ওযে বাঘের ছানা আঁচল চাপায় হয়ে আছে ফেউ,
জানলে স্বরূপ পালিয়ে যাবে, ফেরাতে কি পারবে কেউ,
কাঁদুক যত শুনিস না রে,
কূল হারাবি অন্ধকারে,
অবুঝ ছেলে বিষ খেতে চায়, প্রলাপ ওযে, ধরিস নি।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা। না বাবা, নদী সাগরের দিকে ছুটতে চাইলে বাঁধ দিয়ে তাকে আটকে রাখা যায় না, তাতে অনর্থের সৃষ্টি হয়। যেতে দাও, যেতে দাও। নিয়ে যান মৌলানাসাহেব।

মৌলানা। কোন চিন্তা নেই মা। আমি আপনার ছেলেকে নিরাপদে পৌঁছে দেব, আবার নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব। চাই কি, তুরাণরাজ ত আপনাদের আত্মীয়,—সেখানে দুদিন বিশ্রাম করেও যেতে পারবে। এস বাবা, এস।

সোরাব। মা,—আসি মা তবে?

তাহ্‌মিনা। একটু দাঁড়াও বাবা, আমি এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

সোরাব। নানাসাহেব, আপনি দুঃখ করবেন না; আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন।

শারিয়ার। আরে না না, কিসের ক্ষমা, দুঃখই বা কিসের? পরের ছেলেকে কেউ চিরদিন বেঁধে রাখতে পারে? যাও, বাপের কাছে যাও। ইরাণের মাটি সোনা দিয়ে বাঁধানো, ইরাণের মেয়ে-গুলো ডানাকাটা পরী, ইরাণের মানুষ গুলো হীরে মাণিক গুলে শরবৎ খায়! যাও ভায়া যাও। মর্জ্জি হয় ফিরে এসো, না হয় না-ই এলে; আমি তাবলে পথের দিকে চেয়ে দিন গুণব না।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। যাবার সময় ছেলেটাকে আর কাঁদিও না বাবা। সোরাব, এই তাবিজ্‌টা তোমার বাহুতে বেঁধে দিচ্ছি, তোমার পিতাকে দেখিও, তাহলেই তিনি তোমায় চিনতে পারবেন।

সোরাব। আবার আসব মা, কেঁদো না তুমি। নানাসাহেবের খুব কষ্ট হবে, তাঁকে ভুলিয়ে রেখো। কখনও তোমায় ছেড়ে থাকি

নি। যেতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে মা। কিন্তু পুত্র হয়ে পিতাকে দেখতে পাব না, এ-ও আমি সইতে পাচ্ছি না। মা, মাগো চোখের জল মুছে ফেল। হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও। মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন? কি দেখছ? বাইশ বছর ত দেখেছ।

তাহ্‌মিনা। বাইশ বছর কখন চলে গেছে জানি না বাবা। মনে হচ্ছে,—কাল তোমায় কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছি। দেখে দেখে সাধ মেটে না! আজই প্রথম বুঝতে পাচ্ছি, আমার মত তাঁরও মনে কত ব্যাকুলতা। যাও বাবা। সেখানেও তোমার মা আছে, তাঁকে আমারই মত ভালবেসো।

সোরাব। চলুন মৌলানা। নানাসাহেব, বিদায়।

[মৌলানা সহ প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। সোরাব!

সোরাব। [নেপথ্যে] মা!

[সমগ্র প্রাসাদ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল]

তাহ্‌মিনা। বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তুরাণ-রাজপ্রাসাদ।

আফসারিয়াব ও বারমানের প্রবেশ।

আফসারিয়াব। কত সৈন্য যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত?

বারমান। পঞ্চাশ হাজার।

আফসারিয়াব। কবে রওনা হতে পারবে?

বারমান। জাঁহাপনার মর্জ্জি হলে সাতদিনের মধ্যেই আমরা রওনা হতে পারি।

আফসারিয়াব। কি মনে হয় তোমার? যুদ্ধ জয় করতে পারবে?

বারমান। তা জানি না জাঁহাপনা। তবে এ কথা বলতে পারি, আমার একজন সৈন্যও পিছু হটে ফিরে আসবে না। কিন্তু এও আপনি জেনে রাখুন, ইরাণের মসনদ হয়ত আমরা অধিকার করতে পারি, রাজা কায়কাউসকে হয়ত বন্দীও করতে পারি, কিন্তু রুস্তমকে করায়ত্ত করা অসম্ভব।

আফসারিয়াব। কেন অসম্ভব? সে কি পাথর দিয়ে গড়া?

বারমান। পাথর নয় জাঁহাপনা, খাঁটি লোহা।

মৌলানার প্রবেশ।

মৌলানা। লোহাকে চূর্ণ করার মুষলও আমি এনেছি।

আফসারিয়াব। এই যে মৌলানাসাহেব। এতদিন পরে কোথা থেকে আসছেন ?

মৌলানা। সামান গাঁ থেকে। সোরাবকে নিয়ে এসেছি।

আফসারিয়াব। সোরাব !—ও, রুস্তমের সেই ছেলেটা ! কি করে আনলেন ?

মৌলানা। সে তার পিতাকে দেখবার জন্য আমার সঙ্গে ইরাণের পথে যাত্রা করেছে। পথে পথে আমি তাকে কায়কাউসের অসংখ্য অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়েছি, আরও শুনিয়েছি রুস্তমের উপর তার অবিচারের বহু কল্পিত উপাখ্যান। ইরাণরাজকে ধ্বংস করে সে চায় তার পিতাকে সিংহাসনে বসাতে।

বারমান। পরিষ্কার মাথা আপনার। ইরাণরাজের দুর্ভাগ্য যে এমন গুণী লোককে চিনতে পারেন নি।

আফসারিয়াব। তাহলে সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত ?

মৌলানা। আপনারা যে যুদ্ধের আয়োজন করেছেন, এ কথা তাকে আমি বলি নি; আপনারাও বলবেন না। সে নিজেই আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করবে। আপনি শুধু 'তার অনুরোধেই' সৈন্য পাঠাচ্ছেন মনে রাখবেন।

বারমান। চমৎকার ! আমি রাজা হলে আপনার মাথাটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতুম। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রুস্তম অত্যন্ত রাজভক্ত। সে তার পুত্রকে কিছুতেই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দেবে না।

আফসারিয়াব। সোরাব তার কথা মানবে কেন ?

বারমান। শুনলেন ত, সে তার পিতাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল। এর ফল হবে এই—একটা রুস্তমের ভয়ে আমরা অস্থির, এবার আমাদের দুটো রুস্তমের সম্মুখীন হতে হবে।

আফসারিয়াব। তবে কাজ নেই মৌলানা, অন্য পালোয়ানের সন্ধান কর।

মৌলানা। কেন ভাবছেন জনাব? আপনি আপনার সৈন্যদের কড়া হুকুম দিন, কেউ যেন সোরাবের কাছে রুস্তমকে চিনিয়ে না দেয়। আর যা কিছু করতে হবে, আমিই তা করব। আপনাদের কোন ভয় নেই। আগে রুস্তম মরবে, তারপর কায়কাউস, তারপর সোরাব।

বারমান। সোরাবকেও মরতে হবে?

মৌলানা। না মরলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে তোমাদেরও মাথা নেবে।

আফসারিয়াব। ঠিক বলেছেন। আপনি যথার্থই মৌলানা।

বারমান। এত যাঁর বুদ্ধি, তিনি দিগ্বিজয়ীর কাছে পরাজিত হলেন কেন, আমি তাই বুঝতে পাচ্ছি না।

আফসারিয়াব। তুমি না বুঝলেও কোন ক্ষতি হবে না।

সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। বন্দেগি তুরাণরাজ।

মৌলানা। এস সোরাব। আমি এতক্ষণ জাঁহাপনাকে তোমার কথাই বলছিলাম। তুমি বোধহয় জান না, তোমার নানাসাহেব জাঁহাপনার আত্মীয়।

সোরাব। আমার সৌভাগ্য।

আফসারিয়াব। শুনলাম, তুমি ইরাণে যাচ্ছ। এ কি সত্য?

সোরাব। সত্য জনাব; আমার পিতা মহাবীর রুস্তম; আমি জীবনে তাঁকে দেখি নি। তাঁকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছি।

আফসারিয়াব। তা ত এসেছ; কিন্তু তোমার এখন ইরাণে না যাওয়াই ভাল।

সোরাব। কেন?

আফসারিয়াব। তুমি তাহ্‌মিনার ছেলে, রাজা শারিয়ারের নাতী, আমার পরমাত্মীয়। আমার কাছে যখন এসেছ, তখন তোমাকে এত বড় বিপদের মুখে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।

মৌলানা। কিসের বিপদ জাঁহাপনা?

আফসারিয়াব। ইরাণরাজ কায়কাউস্ রুস্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বন্দী করেছিলেন।

সোরাব। আমার দাদা খুর্‌মকে? কেন? কেন?

বারমান। এই খুর্‌মই না দিগ্বিজয়ী মৌলানাকে হটিয়ে দিয়ে ইরাণের মান রেখেছে।

আফসারিয়াব। ইরাণরাজ তাকে কন্যাদান করতে চেয়েছিলেন, খুর্‌ম তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সোরাব। বেশ করেছে। বিবাহ করা না করা তাঁর ইচ্ছা; তার জন্য তাঁকে বন্দী করবে?

আফসারিয়াব। বন্দী ত ছোট কথা। রাজা রুস্তমকেই হুকুম দিয়েছেন খুর্‌মকে হত্যা করতে।

সোরাব। হত্যা!

মৌলানা। বলেন কি আপনি?

বারমান। আঘাতটা যেন আপনারই বেশী লেগেছে মৌলানা-সাহেব।

আফসারিয়াব। বৃদ্ধ জাল—তোমার পিতামহ—রাজাকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাঁধেও বোধহয় মাথা নেই।

সোরাব। এত বড় শয়তান এই কায়কাউস্? তার দেশের মান যে রক্ষা করেছে, তাকে পুরস্কার দিলে মৃত্যুদণ্ড। আর তারই প্রতিবাদ করে আমার বৃদ্ধ পিতামহের হবে চরম শাস্তি! আমি এর যোগ্য প্রতিফল দেব।

আফসারিয়াব। কি প্রতিফল দেবে তুমি বালক? কায়কাউস তোমাদের বংশের কাউকে জীবিত রাখবে না।

সোরাব। পিতা? আমার পিতা কি কচ্ছেন?

আফসারিয়াব। কি আর করবেন? তিনি যে রাজভক্ত। রাজা অন্যায় করলেও রুস্তম ত রাজদ্রোহী হতে পারেন না। কি বলেন মৌলানাসাহেব?

মৌলানা। আপনি ঠিকই বলেছেন জাঁহাপনা।

বারমান। তাহলে আপনি এখন গিয়ে স্নানাহার করুন, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন। আর পরিশ্রমের আপাততঃ প্রয়োজন নেই।

মৌলানা। কিন্তু এ কথা শোনবার পর সোরাবকে ত আর আমি ইরাণে নিয়ে যেতে পারি না। ইরাণরাজ হয়ত ওকেও হত্যা করবে।

সোরাব। হত্যা করবে! আমাকে! আমি সে শয়তানকে মসনদ থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। পিতা তার নুন খেয়েছেন, আমি ত নুন খাই নি। আমি জানি, আমার পিতা পিতামহের জন্যই তার এত মান, এত প্রতিষ্ঠা; তাঁদের জন্যই ইরাণের এক কণা মাটিও কোন শত্রু অধিকার করতে পারে নি। এই বেইমান তাঁদের বুকেও যখন মই দিয়েছে, তখন তাঁর ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

মৌলানা। ক্ষান্ত হও সোরাব। তোমার মায়ের স্নেহনীড় থেকে আমি তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি। আমাকে তাঁর কাছে অপরাধী

করো না। আমি তোমাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি, তারপর তোমার যা ইচ্ছা করো।

বারমান। মৌলানার মহত্ত্বের তুলনা নেই। যাও যুবক, ফিরে যাও।

সোরাব। কখনই না। আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে মায়ের কাছে ফিরে যাব না।

আফসারিয়াব। কি করতে চাও তুমি?

সোরাব। জাঁহাপনা, ইরাণ আপনার চিরশত্রু। শুনেছি একবার আপনি ইরাণের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। যদি তার প্রতিশোধ নিতে চান, এই তার উপযুক্ত সময়। আপনি আমাকে মাত্র বিশ হাজার সৈন্য দিন; আমি তারই সাহায্যে ইরাণ অধিকার করব।

আফসারিয়াব। তুমি যখন আমার আত্মীয়, তখন তোমাকে সৈন্য দিতে আমার আপত্তি নেই। যুদ্ধে যদি জয় হয়, মসনদেও আমার প্রয়োজন নেই। মসনদের যোগ্যতম অধিকারী তোমার পিতা রুস্তম। আমি ইরাণের সিংহাসনে রুস্তমকেই দেখতে চাই, মাতাল উচ্ছৃঙ্খল কায়কাউসকে নয়। কিন্তু সোরাব—

সোরাব। আপনারা যে যাই বলুন, আমি ইরাণরাজকে না দেখে ফিরব না। আপনি ইচ্ছা হয়, সৈন্য না দিতে পারেন—

আফসারিয়াব। তুমি আত্মীয়! তুমি চাইলে কি আমি সৈন্য না দিয়ে পারি? তুমি বিশ হাজার চাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দেব। আমার সেনাপতি এই বারমান তোমার আদেশ পালন করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু আমি ভাবছি—

সোরাব। কি জনাব?

আফসারিয়াব। তুমি ত জান তোমার পিতা রাজভক্ত; তাঁর বংশ ধ্বংস করলেও রাজার বিরুদ্ধে তিনি অঙ্গুলি হেলন করবেন না।

সোরাব। আমার বড় দুঃখ এইখানেই জাঁহাপনা।

মৌলানা। তিনি যদি তোমার পরিচয় পান, তাহলে আর তুমি ইরাণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।

সোরাব। আমি শপথ কচ্ছি, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার পরিচয় কেউ জানতে পারবে না।

আফসারিয়াব। কবে রওনা হতে চাও?

সোরাব। যত শীঘ্র আপনি সৈন্য দিতে পারবেন।

আফসারিয়াব। উত্তম; সাতদিন আমার প্রাসাদে বিশ্রাম কর, তারপরই তোমরা যাত্রা করবে। যান মৌলানা সাহেব, সোরাবকে উজীরের কাছে পৌঁছে দিন।

সোরাব। }
মৌলানা। } জাঁহাপনার জয় হক।

[প্রস্থান।

বারমান। জাঁহাপনা,—

আফসারিয়াব। বড় অসন্তুষ্ট হয়েছ, না?

বারমান। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এই সরল বীর যুবককে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে এমনি করে বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাবার অর্থ কি?

আফসারিয়াব। অর্থ এই যে সে রুস্তমের পুত্র। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিয়ে তারপর দুটোকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়; এমন ঘটনা যদি না দেখে থাক, তাহলে এইবার দেখে নাও। কিন্তু খবরদার, চোখ দুটোই শুধু খুলে রাখবে, মুখ খুলবে না।

বারমান। ক্রীতদাসের মুখ খুলতে নেই, আমি তা জানি জাঁহাপনা।

আফসারিয়াব। তবে প্রশ্ন করো না, আমি অঙ্গুলি সঞ্চালন করব, তুমি নির্ব্বিচারে এগিয়ে যাবে।

[প্রস্থান ।

বারমান। দীর্ঘকাল পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম। আজ পিঞ্জরের দ্বার খুলে গেছে; কিন্তু ছাড়া পেয়েও আজ তার উড়ে যাবার শক্তি নেই। খোদা, এ দুর্ব্বহ জীবনের অবসান কর।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রুস্তমের গৃহ।

জালের প্রবেশ।

জাল। ফাতিমা, ফাতিমা,—

ফাতিমার প্রবেশ।

ফাতিমা। বাবা এসেছেন? খুরম কই, আমার খুরম?

জাল। ভয় নেই মা, তাকে কারাগার ভেঙ্গে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। রাজা তাকে হত্যা করতে রুস্তমকেই হুকুম দিয়েছে।

ফাতিমা। বলেন কি আপনি? পিতা হত্যা করবে পুত্রকে?

জাল। ও ব্যাটা সব পারে। রাজা হুকুম দিলে সে তোমাদের সবাইকে হাসতে হাসতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে পারে। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

ফাতিমা। তাহলে উপায়?

জাল। ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও, তারপর যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাক্।

ফাতিমা। কোথায় যাবে বাবা?

জাল। যেখানেই হক,—ইরাণে আর নয়।

খুরমের প্রবেশ।

খুরম। কেন আমায় নিয়ে এলে দাদু? কারাগারে আমি ত বেশ ছিলাম।

জাল। ছিলে ত বেশ, এতক্ষণে তোমার মাথাটা যে কেটে ফেলত, সে খবর রাখ।

খুরম। কে কার মাথা কাটতে পারে দাদু? যিনি এই বিশ্ব-সংসারের মালিক, তাঁর যদি মর্জ্জি হয়, পাতালের তলায় লুকিয়ে থাকলেও আমায় মরতে হবে; তাঁর ইচ্ছা না হলে একশো ইরাণরাজও আমার কেশ স্পর্শ করতে পারেন না।

ফাতিমা। অত বিশ্বাস আমাদের যে নেই বাবা।

খুরম। কেন নেই মা? দেখতে পাচ্ছ না তাঁর শক্তি? তিনি ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছেন বলেই এত বড় সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন অনিয়ম নেই। ষড় ঋতু একের পর আর একটি ঠিক যাওয়া আসা কচ্ছে, সূর্য্য কখনও বিশ্রাম নিচ্ছে না, কলা গাছে লিচু কখনও ফলছে না। চোখের উপর এই অনন্ত শক্তির আধারকে তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না?

ফাতিমা। না বাবা, না ; মা ছাড়া মায়ের ব্যথা কেউ বুঝবে না। তুমি যাও মাণিক, তুমি যাও। মুখখানা বড় শুকিয়ে গেছে ; তা হক,—খেয়েও আর কাজ নেই। তুমি যাও, এখনি চলে যাও।

খুরম। তুমি আর আমায় স্থান দেবে না মা?

ফাতিমা। ওরে না না, ইরাণের মাটিতে আর তোর স্থান নেই।

খুরম। কেন?

জাল। রাজার আদেশে তোমার পিতা তোমায় হত্যা করতে আসছে।

খুরম। পিতা নয় দাদু, পিতা নয়। হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছে ; শত শত সংসার ছারখার হয়ে গেছে। তাদেরই পুঞ্জীভূত অভিশাপ আমাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে। পালিয়ে গেলেই কি রেহাই পাব?

ফাতিমা। পাবে পাবে, আমি বলছি পাবে। এখানে থাকলে যে এখনি মরতে হবে।

জাল। যাও খুরম, আর দেরী করো না।

খুরম। মা,—

ফাতিমা। আমার কথা ত কখনও তুমি অমান্য কর নি।

খুরম। আজও করব না মা। আমি এখনি যাচ্ছি।

ফাতিমা। পরমশত্রুর মত রাত্রির অন্ধকারে তোমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি বাবা। বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে, কুকুর বেরাল পর্য্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তার উপর সূচীভেদ্য অন্ধকার! তবু তোমায় যেতে হবে খুরম। আমরা যখন কোমল শয্যায় গা ঢেলে দেব, তুমি তখন জলঝড় মাথায় করে পথ চলবে। আমরা যখন

সুরুয়ার বাটি মুখে তুলব, তুমি তখন ক্ষিধেয় ছটফট করবে। সব জানি রে, সব জানি। তবু আর উপায় নেই।

খুরম। মনে দুঃখ করো না মা। আমার কাছে ঘরও যা, বারও তাই। দুঃখ শুধু এই যে মাকে আর দেখতে পাব না।

ফাতিমা। পাবে বাবা; তুমি এক মাকে ছেড়ে আর এক মায়ের কাছে যাও খুরম।

জাল। ঠিক ঠিক; সামান গাঁয়ে তোমার আর একটা মা আছে। তুমি সেখানেই যাও ভাই। এমন আশ্রয় আর তুমি কোথাও পাবে না। শীগ্‌গির কর মা, শীগ্‌গির কর; হতভাগা এখনি এসে পড়বে।

[প্রস্থান।

খুরম। মা,—

ফাতিমা। তাহ্‌মিনাকে আমারই মত প্রাণ দিয়ে ভালবেসো বাবা। তার পিতাকে তোমার এই দাদু বলে মনে করো। ইরাণে আর কখনও ফিরে এস না। আমার সঙ্গে আর যদি কখনও দেখা না হয়, তাতে দুঃখ করো না বাবা। তোমার সেই মায়ের মধ্যেই এ মাকে দেখতে পাবে। যাও, যাও, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

খুরম। আসি মা তবে। তাঁর ইচ্ছা হলে আবার আসব আমি। যদি তাঁর ইচ্ছা না হয়, তুমি হাজার চেষ্টা করেও আমায় রক্ষা করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ফাতিমা। খুরম,—না না, পিছু ডাকব না। যাক,—এ জল্লাদের হাত থেকে যত দূরে চলে যায়, ততই ভাল। নাই বা আর দেখা হল, প্রাণে ত বেঁচে থাকবে।

গীতকণ্ঠে সুফীর প্রবেশ।

সুফী। গীত।

ঝড় উঠেছে গাঙের বুকে, ডুববে রে তোর না!
পাতাল-তলে তলিয়ে যাবে যে কটা তোর ছা।
পাপের ভরা পূর্ণ আজি, কাণ পেতে শোন্ সামনে পিছে
প্রলয় ধ্বনি উঠল বাজি!
বধির সে নয়, শুনেছে সব,
তোর যে আছে, সব হল শব,
পরের মাথা খুব ত খেলি, এবার পুতের মাথা খা!

ফাতিমা। তুমি কে? কি বলছ তুমি?

সুফী। আমি হাজার হাজার পুত্রহারা পিতা, পিতৃহীন সন্তান, রাজ্যহীন রাজার পুঞ্জীভূত অভিশাপ! শোন নারি শোন; রুস্তমের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে না।

[প্রস্থান।

ফাতিমা। খোদা, মেহেরবান, রক্ষা কর।

কদমের প্রবেশ।

কদম। মা,—এ কি, আবার তুমি কাঁদছ? কেবল কি কাঁদতেই শিখেছ? ছি-ছি-ছি,—মহাবীর রুস্তমের স্ত্রী বলে তুমি পরিচয় দাও কি করে?

ফাতিমা। বড় গৌরবের পরিচয়, না? কত শিল্পী কত সাধনার ফলে সৌধ রচনা করে গেছেন, দুনিয়াটাকে ফলে ফুলে সাজিয়ে গেছেন, আর তোমার পিতা দুহাতে তাই ধ্বংস করে চলেছেন। মনে করো না যে এ সবই প্রকৃতি নীরবে সয়ে যাবে। যদি বাঁচতে চাস, পালা হতভাগা, পালা।

কদম। তুমি পালাও মা। বেঁচে থাকা তোমারই বেশী দরকার। আমরা বাঁচতে আসি নি মা। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের খেলা! আমরা জানি, মৃত্যু যেখানে নেই, জীবনও সেখানে নেই। তোমাকে এ সব বলেই বা কি হবে? তুমি আর দাদা চিনেছ শুধু ধর্ম্ম আর কেতাব। কই, ধর্ম্ম তাকে রক্ষা করলে না?

ফাতিমা। ধর্ম্ম সর্ব্বদাই এগিয়ে আসে বাবা; তোমার জল্লাদ পিতা তার গলা টিপে ধরে।

কদম। ধর্ম্মের এত শক্তি!

ফাতিমা। যাও বাবা, যাও; অস্ত্রচালনা শেখ গে। তোমার বাবা দশ হাজার মাথা ভেঙ্গেছে, তুমি বিশ হাজার ভাঙ্গো। কি আর বলব? পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানের যদি প্রাপ্য হয়, সে যেন শুধু তোমার মাথায়ই পড়ে, খুরমের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

কদম। তাই ভাল মা; আমি মরব, তবু কেতাবী বিদ্যে শিখব না, খোদার কাছে দোয়াও চাইব না।

গীত ঃ

ঊর্দ্ধনয়নে চাহিব না আমি বিধাতার কাছে বর,
করযোড়ে কারো মাগিব না দয়া মরতে বাঁধিতে ঘর।
দুঃখ-অশনি ঘায়
যদি শির ফেটে যায়,
দুঃখহরণে কব না ডাকিয়া, "ত্রাণ কর ধরাধর,"
আমার বাহুতে দিল যে শক্তি; মগজে দিয়েছে মেধা,
তিলে তিলে তারে কেন ডেকে ডেকে অকারণ বুক বেঁধা?
তারি দেওয়া বাহু বলে
[আমি] সম্মুখে যাব চলে,
শাস্ত্র আমার বুকে আছে আঁকা, জানে মোর অন্তর।

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। কদম, তোমার দাদুকে দেখেছ?

কদম। না, আমিও ত তাঁকে খুঁজছি।

রুস্তম। খোঁজ, ভাল করে খোঁজ। খুরম এখানে এসেছে ফাতিমা?

ফাতিমা। খুরম?

রুস্তম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুরম। এসেছে এখানে?

ফাতিমা। কি করে আসবে? সে ত কারাগারে।

রুস্তম। কারাগারে নয়, পিতা তাকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন।

কদম। সেজন্যে তুমি কাঁপছ কেন বাবা? তোমার ছেলেকে রাজা বন্দী করে রাখবে, এ কি তোমার গৌরবের কথা?

রুস্তম। তোমরা কেউ তা বুঝবে না বাবা। রাজার আদেশ আমার কাছে খোদার হুকুম।

কদম। বাবা, রাজভক্তি ভাল, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

[প্রস্থান।

রুস্তম। ফাতিমা,—

ফাতিমা। বললুম ত সে এখানে আসে নি।

রুস্তম। নিশ্চয়ই সে ইরাণ থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে আমার চাই।

ফাতিমা। কেন বল ত? ছেলের মুক্তি সহ্য করতে পাচ্ছ না? নিজের হাতে ছেলেটাকে খুন না করলে তোমার আর ঘুম হচ্ছে না, কেমন?

রুস্তম। তোমাকে এ কথা কে বললে?

ফাতিমা। বাতাস এসে বলে গেছে, আকাশ নেমে এসে চুপিসারে জানিয়ে গেছে। সারাজীবন ধরে অনেক কীর্ত্তিই করেছ, পুত্রহত্যার কীর্ত্তিটা কি না করলেই নয়?

রুস্তম। নিশ্চয়ই খুরম এখানে এসেছিল। নইলে তুমি এ কথা জানলে কি করে? বল ফাতিমা,—কোথায় সে নির্ব্বোধ।

ফাতিমা। নির্ব্বোধ সে নয়, নির্ব্বোধ তুমি।

রুস্তম। তাই ভাল; যত তিরস্কার করতে চাও, কর; তবু বল নারি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে। তোমার অন্তরের ব্যথা আমি জানি ফাতিমা। কিন্তু আমার কথাও তুমি জান। আমি কখনও শপথ ভঙ্গ করি নি। আজও করব না। আমি জানি, তোমার কাছে বিদায় না নিয়ে সে কোথাও যেতে পারে না। আমার সত্যরক্ষা কর, বল সে কোথায়।

ফাতিমা। তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কোথায় সে। বল রাজভক্ত ঘাতক, কোথায় তাকে হত্যা করে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছ। তাকে এনে দাও; নইলে তোমার মত আমিও একটা কীর্ত্তি রেখে যাব; তোমার বুকের উপর রেখে তোমার ওই শিশু শয়তান কদমটাকে বলি দেব। [প্রস্থান।

রুস্তম। তাইত, পিতাই বা কোথায় গেলেন?

জালের প্রবেশ।

জাল। এখানেই আছি বাবা; কোন ভয় নেই।

রুস্তম। খুরম কোথায়?

জাল। নিরাপদেই আছে।

রুস্তম। কোনখানে আছে?

জাল। তোমার শুনে কাজ নেই।

রুস্তম। কাজ 'আছে'। আমি রাজাদেশে তার—

জাল। মাথা নিতে এসেছ? তার মাথার বদলে আমার মাথাটা নিয়ে যাও। তোমারও কীর্ত্তি থাকবে, আমারও শাস্তি হবে।

রুস্তম। আপনি রাজার বন্দীকে মুক্ত করে আনলেন কোন অধিকারে?

জাল। রাজা তাকে বন্দী করে কোন্ অধিকারে? আমাদের দেওয়া অধিকার হাতে পেয়ে সে যদি আমাদেরই গলায় সাঁড়াশী দেয়, তাহলে তাকে রাজা বলে আমিও মানব না।

রুস্তম। পিতা,—

জাল। যাও, যাও, বল গে সে মাতালটাকে,—তার সাধ্য থাকে আমার রাজদ্রোহের শাস্তি দিক।

রুস্তম। আমায় বিপন্ন করবেন না পিতা। তাহলে আপনার মর্য্যাদাও আমি রাখতে পারব না। বলুন,—কোথায় রেখেছেন খুরমকে।

জাল। বলব না।

রুস্তম। নতজানু হয়ে প্রার্থনা কচ্ছি, আমায় রক্ষা করুন পিতা। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, রাজা তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন, আর সে দণ্ডাজ্ঞা আমাকেই পালন করতে হবে। নিজের অন্তর দিয়ে আমার অন্তরটা একবার তলিয়ে দেখুন পিতা। অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হলেও সে পুত্র; তার মৃত্যু আমার কাছেও আনন্দদায়ক নয়। তবু উপায় নেই। কেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন পিতা? আমি যে রাজার কাছে শপথ করেছি যে কখনও তাঁর আদেশ অমান্য করব না।

জাল। আমিও খুরমের কাছে শপথ করেছি যে তাকে আমি রক্ষা করব। তোমার পুত্রের জন্য তোমার যদি প্রাণ না কাঁদে, আমার পুত্রের সত্যরক্ষার জন্য আমারই বা প্রাণ কাঁদবে কেন?

[প্রস্থান।

রুস্তম। খোদা,—জীবনটাকে এমন সোনার শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখেছ কেন? খুলে দাও, শৃঙ্খল খুলে দাও।

স্থফীর প্রবেশ।

স্থফী। ওহে, একটা ঘোড়া দিতে পার? আমার জন্যে নয়, তোমার ছেলের জন্যে।

রুস্তম। ছেলে! কোন্ ছেলে।

স্থফী। খুরম গো, তোমার বড় ছেলে। আহা, চলতে পাচ্ছে না; আর না গেলেও ত নয়,—রাজার চর পেছু নিয়েছে।

রুস্তম। কোথায় খুরম? আমায় দেখিয়ে দিতে পার?

স্থফী। কেন পারব না? গাছতলায় বসে নামাজ পড়ছে।

রুস্তম। চল চল, তাকে আমার চাই। কিন্তু তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি। তুমি কে?

স্থফী। আমি তোমার বন্ধু। এস।

[রুস্তম সহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ইরাণ—রাজপ্রাসাদ।

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। কই হ্যায়, সরাপ।

দুইজন বাঈজীর গীতকণ্ঠে প্রবেশ ও সরাপ পরিবেশন।

বাঈজীগণ। গীত।

মেরি জান, সরাপ পিও ;
মনঘোড়াটা ঘুমোয় যদি, এমনি পিঠে চাবুক দিও।
মোণ্ডা মিঠাই খাস্তা গজা,
নিমতেতো সব, লালপানিতে লুকিয়ে আছে হাজার মজা ;
যে খেয়েছে সে মরেছে,
খায় নি যে তার জীবন মিছে,
মুছে যাক দুনিয়াদারী, এই দরিয়ায় ডুব দিও।

গেঁও প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল ;
কায়কাউস তাহাকে ডাকিলেন।

কায়কাউস। ফিরে যাচ্ছ কেন? শোন, শোন ; একটু সরাপ খাবে? দাও ত মিঞাকে একটু সরাপ।

গেঁও। [বাঈজীদের দেওয়া মদের পাত্র ফেলিয়া দিলেন]

কায়কাউস। হাঃ হাঃ হাঃ। আচ্ছা তোমরা যাও। দুনিয়ার কিছুই ভোগ করলে না, জীবনটাকে শুষ্ক মরুভূমি করে ধর্ম্ম রক্ষা কচ্ছ, না? দেখছি, ওই ব্যাটা খুরমের ছোঁয়াচ তোমারও লেগেছে

গেঁও। এ আপনি কি করলেন জনাব? খুরমকে আপনি মৃত্যু-দণ্ড দিলেন?

কায়কাউস। দিলাম। তার ধর্ম্মই তাকে রক্ষা করবে।

গেঁও। কিন্তু হত্যার ভার তার পিতাকে দিলেন কেন?

কায়কাউস। কিচ্ছু বোঝ না তুমি। পিতার হাতে যে প্রাণ দেয়, সে সোজা বেহেস্তে চলে যায়।

গেঁও। জনাব, রুস্তমের মত রাজভক্ত প্রজা আপনার আর কেউ নেই। আপনার ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, আপনার প্রাণটা পর্য্যন্ত সতর্ক প্রহরীর মত সে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

কায়কাউস। গোলাম তার কর্ত্তব্য করেছে।

গেঁও। মনিবের কি কোন কর্ত্তব্য নেই? রাজভক্তির কি এই পুরস্কার?

কায়কাউস। গোলামের পুরস্কার তার বেতন—মাসে মাসে তন্‌খা। ফাউ চাইলে কায়কাউস দেবে না গেঁও।

গেঁও। জাঁহাপনা।

কায়কাউস। অত ভাবছ কেন নির্ব্বোধ? রুস্তম যত বড় বীরই হক, সে পিতা। তরবারি সে তুলবে, কিন্তু হানবে না।

গেঁও। তাহলে রুস্তমকে আপনি এখনও চেনেন না জাঁহাপনা। রাজার হুকুমে সে ওই আকাশের চাঁদটাকে ছিনিয়ে আনতে পারে, পুত্রহত্যা ত ছোট কথা।

কায়কাউস। রুস্তম জানে গেঁও, যে খুরম ক্ষমা চাইলেই ইরাণরাজ তাকে ক্ষমা করবে।

গেঁও। ক্ষমাও সে চাইবে না, হত্যাও রদ হবে না।

কায়কাউস। সরাপ না খেলে তোমার বুদ্ধি খুলবে না। কি বল,—আনতে বলব?

সুদাবার প্রবেশ।

সুদাবা। জাঁহাপনা!

কায়কাউস। কি বেগমসাহেবা, বড় উত্তেজিত দেখছি যে! দেখছি দাসীগুলো আজ আবার মার খেয়ে মরবে।

সুদাবা। দাসীদের জন্যে তোমার এত দরদ কেন?

কায়কাউস। দরদের কথা নয়; ওদের মারলে তোমার কোমল হাতে ব্যথা লাগে কি না, তাই বলছি।

সুদাবা। আমি এ সব রহস্য ভালবাসি না।

কায়কাউস। একটু সরাপ খাবে?

সুদাবা। ও বিষ্ঠা যে স্পর্শ করে, তার জাত যায়।

কায়কাউস। যার জাত গেছে, তার সঙ্গে ঘর করতে জাত যায় না?

সুদাবা। সে কথার উত্তর একশোবার দিয়েছি, আরও দিতে হবে?

গেঁও। জাঁহাপনা! আমি এখন আসি।

কায়কাউস। না দাঁড়াও; কথা আছে। জাল কোথায় বলতে পার?

গেঁও। তিনি তাঁর বাড়ীতেই আছেন।

কায়কাউস। দেখো যেন বৃদ্ধ ইরাণ ছেড়ে না যায়।

গেঁও। কেন জাঁহাপনা?

কায়কাউস। তাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে, আজ হক কি কাল হক। তুমি তার বাড়ীর চারিদিকে সতর্ক প্রহরী মোতায়েন কর।

গেঁও। কিন্তু রুস্তম যদি জানতে পারে, তার পিতাকে আপনি নজরবন্দী করেছেন, তাহলে—

কায়কাউস। তাহলে যা হবার, তাই হবে। তা বলে গোলামের ভয়ে শাসনদণ্ড ত লুকিয়ে রাখতে পারি না।

সুদাবা। তুমি আমার কথা শুনবে, না আমি চলে যাব?

কায়কাউস। আহা, যাবে কেন? একটা কাণ ত তোমার দিকেই রেখেছি। বল বেগম কি বলতে এসেছ।

সুদাবা। ঝুমুর কোথায়?

কায়কাউস। তাও কি আমার জানবার কথা? খুঁজে দেখ, কোথায় বসে গান গাইছে।

সুদাবা। হারেমে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি; কোথাও সে নেই।

কায়কাউস। সে কি! তুমি কি বলছ সুদাবা? এ কি একটা পাখী যে উড়ে যাবে?

সুদাবা। উড়েই সে গেছে।

গেঁও। এ আপনার ভুল ধারণা। এমন সুরক্ষিত প্রাসাদ থেকে রাজকুমারী বেরিয়ে চলে যাবেন, আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না?

সুদাবা। রাজকুমারীর বেশে সে বেরিয়ে যায় নি। তার পোষাক পরিচ্ছদ গহনাগাঁটি সবই ফেলে রেখে গেছে।

কায়কাউস। চলে গেল? সব ফেলে চলে গেল? দেখ ত গেঁও, দেখ ত, মাটিটা বুঝি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে।

গেঁও। আপনি স্থির হন জাঁহাপনা। আমি শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সব পথে প্রহরা বসাচ্ছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, রাজকুমারী প্রাসাদেই আছেন। যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই এখনও ইরাণ ছেড়ে যান নি। আমি তাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা কচ্ছি।

[প্রস্থান।

কায়কাউস। কেন সে গেল সুদাবা? তুমি কি কিছু বলেছিলে?

সুদাবা। আমি আর কি বলব? সেই বরং আমাকে দশটা কথা শুনিয়ে দিলে। কতবার তোমাকে বলেছি, মেয়ের বিয়ে দাও। তুমি কথাই কাণে তুললে না। ইরাণে কি পাত্র ছিল না?

কায়কাউস। ছিল সুদাবা, কিন্তু খুরম একটাই ছিল।

সুদাবা। খুরম ছাড়া আর বুঝি সবাই অপাত্র?

কায়কাউস। তুমিই ত বলেছ, মেয়েটা তার জন্য পাগল।

সুদাবা। অমন পাগল হতে অনেক দেখেছি। বিয়ে দিয়ে দিলে আর পাগলামি থাকে না। তা কি তুমি শুনলে? এখন মান সম্ভ্রম রসাতলে গেল কার? একা আমার, না তোমারও?

কায়কাউস। কারও কিছু যায় নি বেগম। তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ রইল। উজীরকে বলে দাও তার পাত্র স্থির করতে।

সুদাবা। পাত্র স্থির করবে? কেন? যে মেয়ে আমাদের মুখ পুড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে গেছে, সে আমাদের শত্রু। ফিরে এলে তাকে কোতল করতে পারবে না? তুমি না পার, আমি পারব।

কায়কাউস। ভুল মানুষেই করে বেগম। তাই সে মানুষ।

সুদাবা। মানুষ সে নয়; জানোয়ার; আমি আর তাকে প্রাসাদে স্থান দেব না।

কায়কাউস। প্রাসাদে তুমিই তবে থেকো, মেয়ে নিয়ে আমিই চলে যাব।

গেঁওর প্রবেশ।

কায়কাউস। কি সংবাদ গেঁও?

গেঁও। জাঁহাপনা, আমি শহরের চারিদিকে প্রহরী মোতায়েন করার ব্যবস্থা করেছি। কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে এক ফকির প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেছেন, আমার বিশ্বাস এই ফকিরই রাজকন্যা।

সুদাবা। ঠিক বলেছ তুমি। আমি তার ঘরে ফকিরের পোষাক দেখেছিলাম। শোন গেঁও, তাকে ফিরিয়ে আনা চাই; রাত্রির অন্ধকারে যে মেয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।

[প্রস্থান।

গেঁও। আরও দুঃসংবাদ জাঁহাপনা; গুপ্তচর সংবাদ এনেছে যে তুরাণরাজ আফসারিয়াব বহু সৈন্য নিয়ে ইরাণ আক্রমণ করতে আসছে।

কায়কাউস। আবার আসছে সে কসবীর বাচ্ছা? রুস্তমকে ডাক।

গেঁও। রুস্তম বাড়ীতে নেই, বোধহয় ইরাণেই নেই।

কায়কাউস। কোথায় গেছে?

গেঁও। তার স্ত্রী বললেন,—জাঁহাপনার হুকুম তামিল করতে সে পুত্রের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। তাকে সংবাদ দিতে চারিদিকে চর পাঠানো হয়েছে।

কায়কাউস। রুস্তম আসবার আগেই বৃদ্ধ জালকে প্রাসাদে এনে নিরাপদে রক্ষা কর।

গেঁও। জালকে আপনি বন্দী করবেন?

কায়কাউস। বন্দী নয়, বন্দী নয়; তবে তাকে আমি চোখে চোখে রাখব।

গেঁও। যুদ্ধের সময় এত বড় শক্তিকে আপনি পঙ্গু করে রাখবেন?

কায়কাউস। রাখব; কারণ পঙ্গু না করলে সে শক্তি আমারই গলা টিপে ধরবে।

[প্রস্থান।

গেঁও। বুঝলাম, ধ্বংসের আর বিলম্ব নেই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সামান গাঁ - রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। ওই পথে গেছে সে। আমি যাব,—নিশ্চয়ই যাব। চিনতে পারব না? খুব পারব। এই ঠিক সময়, সবাই ঘুমিয়েছে, দ্বারীটা পর্য্যন্ত জেগে নেই। চাবীটি নিয়ে ফটক খুলে বেরিয়েছি। এইবার দে হাওয়া! একবার দেখতে পেলে ছোঁড়াকে কাণ ধরে নিয়ে আসব। সে আমার। আমি খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি। রুস্তম কোন্ হ্যায়? ভাগো হিয়াসে।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। বাবা, আবার তুমি বেরিয়ে এসেছ? ও কি, যাচ্ছ কোথায়?

শারিয়ার। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে; আমি একটু হাওয়া খেয়ে আসি; ভেতরে বড় গরম।

তাহ্‌মিনা। হেকিম না তোমায় বিছানা থেকে উঠতে বারণ করেছে?

শারিয়ার। বারণ করলেই আমি শুনব? হেকিমের মৎলব আমি বুঝি না? আমাকে মেরে ফেলে রাজ্যটা গ্রাস করবে। কি সব দাওয়াই দিচ্ছে দেখছিস না? খেলে বুক জ্বলে যায়। চাইনে আমি হেকিম হুকুম।

তাহ্‌মিনা। চল বাবা, ঘরে চল।

শারিয়ার। ঘর কই রে? ঘর কই আমার? সব অন্ধকার, ওখানে কি মানুষ থাকে? চল মা, যাবি আমার সঙ্গে?

তাহ্‌মিনা। কোথায় যাব বাবা?

শারিয়ার। যেখানে সে গেছে।

তাহ্‌মিনা। যেতে কি আমারই প্রাণ চাইছে না? যেদিন গেছে সে, সেদিন থেকে এ চোখে ঘুম নেই। তবু উপায় নেই। রাজ্যটা কে দেখবে?

শারিয়ার। যার খুশী দেখুক। যে খুশী ভোগ করুক। আমাদের রাজ্য তার সঙ্গে চলে গেছে। চল্ মা,—আঁধারে আঁধারে চুপি চুপি চলে যাই।

তাহ্‌মিনা। বাবা, আমাকে দেখে তুমি কি ধৈর্য্য ধরতে পাচ্ছ না? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ওই আমার একটা ছেলে; বাইশ বছর যার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আশা মেটে নি,—এক লহমা যে চোখের আড়াল হলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেত, তাকে হারিয়ে আমি ত পাথর হয়ে আছি, তবে তুমি কেন সইতে পাচ্ছ না?

শারিয়ার। আমি ত কাঁদি নি মা। শুধু বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, জানিস? বাইশ বছরের দেনা একদিনে চুকিয়ে চলে গেল! পাখী পুষলে সেও গুণ গায়, কিন্তু মানুষ গুণ গায় না।

তাহ্‌মিনা। ঘরে চল বাবা।

শারিয়ার। যাবি না ইরাণে? না-ই গেলি, আমার কি? আমার কবরের ডাক এসেছে।

তাহ্‌মিনা। কেন ও কথা বলছ বাবা? আমার বড় ভয় কচ্ছে। তুমি গেলে আমার কি হবে? কার কাছে থাকব আমি?

শারিয়ার। কারও কাছে নয়; স্বামী বল পুত্র বল—সব বেইমান। শোন্ তাহ্‌মিনা, তোকে আমি খোদার কাছে রেখে যাব। খোদা ছাড়া কাউকে তুই বিশ্বাস করিস্ নে। এই ছেলেটা বাইশ বছর বুকের রক্ত চুষে খেয়েছে, একবার পেছন ফিরে চাইলে না? বেইমান, নেমকহারাম,—

তাহ্‌মিনা। না বাবা, বেইমান সে নয়। যাবার সময় আমি তার চোখে জল দেখেছি। তুমি যেমন তার জন্য কাঁদছ, সেও তেমনি তোমার জন্যে কাঁদে।

শারিয়ার। কাঁদে? তুই জানিস্?

তাহ্‌মিনা। জানি বাবা।

শারিয়ার। দেখা আর হবে না মা। সে মুখখানা বুকের মধ্যে এঁকে নিয়েই আমি চলে যাব। সে এলে বলিস্, আমার হয়ে আমার দেশেই সে যেন রাজত্ব করে।

তাহ্‌মিনা। বাবা, আর আমায় কাঁদিও না। চল, ঘরে চল।

[শারিয়ার সহ প্রস্থান।

ঝুমুর ও খুরমের প্রবেশ।

ঝুমুর। এই সামান গাঁর রাজপ্রাসাদ।

খুরম। এত রাত্রেও ফটক খোলা রয়েছে দেখ্‌ছি।

ঝুমুর। বোধহয় তোমার জন্যেই সামান গাঁ দোর খুলে রেখেছে। তুমি ভেতরে যাও, আমি তোমায় নিরাপদ দেখে চলে যাই।

খুরম। চলে যাবে দোলেনা? তবে এতদূর এলে কেন?

ঝুমুর। দেখলুম, তুমি আপনভোলা সাধুপুরুষ, কোথায় যেতে কোথায় চলে যাবে, শত্রু এসে কাঁধ থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবে।

তাই সঙ্গে এলুম। এবার তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও, আমি পথের মানুষ পথে চলে যাই।

খুরম। আমি নিঃস্ব দোলেনা, কিছুই আমার নেই যে তোমার অসীম উপকারের প্রতিদান দেব।

ঝুমুর। প্রতিদান দিতে জান তুমি?

খুরম। জানি; কিন্তু প্রমাণ দেবার উপায় নেই। দুর্গম পথে দিবানিশি তুমি জাগ্রত প্রহরীর মত আমায় আগলে রেখেছ। আমি ঘুমিয়েছি, তুমি চোখের পলক না ফেলে শিয়রে বসে রয়েছ; আমার পা চলতে চায় নি, তুমি গান গেয়ে গেয়ে আমার দেহে শক্তি-সঞ্চার করেছ।

ঝুমুর। কিছুই করি নি আমি, সব খোদা করেছেন।

খুরম। আজ মনে হচ্ছে, খোদার অনুগ্রহ না পেলে মানুষের যেমন চলে না, তেমনি মানুষকে না পেলে খোদারও চলে না।

ঝুমুর। এ তুমি পুরুষ মানুষের কথা বলছ। তাবলে মেয়ে-মানুষের দুনিয়ায় কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাতালা তাদের ভুল করে সৃষ্টি করেছেন। তারা শুধু সংসারে আবর্জ্জনা ছড়াতেই এসেছে, ফুল ফোটাতে আসে নি।

খুরম। না দোলেনা। আমার ধারণা ছিল, মা ছাড়া সবাই কামিনী। আজ দেখছি, তা নয়; এদের শক্তি কারও চেয়ে কম নয়। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এরা দিনের পর দিন নির্ব্বিকার চিত্তে পথ চলতে পারে। এরাও আমার মায়ের মতই মানুষ।

ঝুমুর। তুমি ভুল বুঝেছ। নারী নরকের দ্বার; এদের স্তন্য পান করাই চলে, কিন্তু এদের বিবাহ করা চলে না। বিশেষতঃ নারী যদি রাজকন্যা হয়, তার মত জানোয়ার আর কেউ নেই।

খুরম। দোলেনা, তোমার গলাটা কাঁপছে কেন? কি যেন দুঃখ তোমার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

ঝুমুর। না বন্ধু, আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি ভেতরে যাও, আমি আসি।

খুরম। এমনি একটা কণ্ঠ কোথায় যেন শুনেছিলাম, মনে করতে পাচ্ছি না। পরিচয় দিলে না, কোন প্রতিদানও চাইলে না। দীর্ঘ পদযাত্রায় কোনদিন যদি তোমার গায়ে আমার নিঃশ্বাস লেগে থাকে, চোখ দুটো যদি কখনও মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে,—ক্ষমা করো দোলেনা।

ঝুমুর। তুমিও ক্ষমা করো বন্ধু।

খুরম। কোথায় যাবে তুমি এই গভীর রাত্রে?

ঝুমুর। গীত :

আঁধার দিয়ে ঘর বেঁধেছি, দিবস নাই, রাত্রি নাই!
দুঃখবেদন রোদন ছাড়া আমার সহযাত্রী নাই।
জগৎ যখন ঘুমে মগন, আমি তখন জেগে রই!
আঁধার ঘেরা নীড়ে বসে নিজের সাথে কথা কই;
ডেকেছি যায় দেয় নি সাড়া
ভর দুনিয়া পাষাণ-কারা,
সব থাকিতে সর্ব্বহারা এমন দয়ার পাত্রী নাই!

[প্রস্থান।

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। ফটক খুললে কে? অ্যাঁ, ফটক খুললে কে? আমার চাবি? যা বাবা, চাবির দফা রফা! এই, কে তুই?

খুরম। আমি রাহী।

দ্বারী। এত রাত্রে ফটকের সামনে রাহী? চালাকি পেয়েছ? ব্যাটা চোর—

খুরম। চোর আমি নই ভাই। আমাকে ভেতরে নিয়ে চল, সেখানেই আমি পরিচয় দেব।

দ্বারী। ভেতরে নিয়ে যাব! মেরে তক্তা বানাব তোকে। আমার চাবি কোথায়?

খুরম। আমি কিছুই জানি না ভাই।

দ্বারী। জানি না ভাই! ফটক খুললে কে?

খুরম। আমি কি করে বলব?

দ্বারী। তুমিই ত বলবে। সহজে না বল, ডাণ্ডার ঘা খেলে বলবে। বল্ চাবি কোথায়, দে চাবি, দে—[প্রহার]

খুরম। আঃ—খোদা,—

দ্বারী। চাবি দে ব্যাটা। [প্রহার]

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। মেরো না, আর মেরো না। তুমি জান না, কাকে তুমি প্রহার কচ্ছ।

দ্বারী। তুই কে?

ঝুমুর। আমি মানুষ, দেখতে পাচ্ছিস্ না? খবরদার আবার যদি ওর গায়ে হাত তুলিস, তোর মাথাটা আমি চিবিয়ে খাব।

দ্বারী। তবে রে কসবি—[প্রহারোদ্যোগ]

খুরম। না না, আমাকে মার; ওকে নয়, ওকে নয়।

দ্বারী। চাবি দে, নইলে দুটোকেই আমি—[যষ্টিউত্তোলন]

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। খবরদার!

দ্বারী। শাহাজাদী!

তাহ্‌মিনা। এমনি করেই তুমি দ্বাররক্ষা কর! সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমুবার জন্য তোমায় বেতন দেওয়া হয়?

দ্বারী। আমি ত ঘুমুই নি। এই ব্যাটা চোট্টা আমায় জাপটে ধরেছে, আর ওর বিবি আমার চাবি—

তাহ্‌মিনা। চোপরাও মিথ্যাবাদি। [চাবি ফেলিয়া দিলেন, দ্বারী তাহা কুড়াইয়া নিল।] যাও, আলো জেলে দাও।

দ্বারী। [স্বগত] শিশুরাজা আর মেয়েরাজার গোলামি যে করে, তার মত গাধা কেউ নেই। [প্রস্থান।

[আলো জ্বলিয়া উঠিল; তাহ্‌মিনা ও খুরম পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।]

খুরম। তুমি কি আমার মা?

তাহ্‌মিনা। মা? হায়, কেন এক মুহূর্ত্তের জন্য এই বিজলীর চমক। কবে সে চলে গেছে, তার পর থেকে কেউ আর আমায় মা বলে ডাকে নি।

ঝুমুর। তোমার বুঝি ছেলে হারিয়েছে মা?

তাহ্‌মিনা। আঃ—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম? এ সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না খোদা। বাবা,—কে তুমি? কেন তোমাকে এমন আপন বলে মনে হচ্ছে?

খুরম। আমারও মনে হচ্ছে, যে মাকে ইরাণে ফেলে এসেছি, তুমি আমার সেই মা।

তাহ্‌মিনা। ইরাণ! তুমি ইরাণের মানুষ? কি নাম তোমার যাদু?

ঝুমুর। খুরম।

তাহ্‌মিনা। কোন্ খুরম? কার ছেলে তুমি?

খুরম। আমার পিতা মহাবীর রুস্তম।

তাহ্‌মিনা। আঃ, আমার এত দুঃখ, তবু এত সুখ! কত তুমি করুণাময় খোদা! একজন গেছে, আর একজনকে মিলিয়ে দিয়েছ! মাকে মনে পড়েছে বাবা? তেইশ বছর তোমাদের ডেকেছি, কেউ ত আস নি। আজ আমার চোখে অশ্রুর বাণ ডেকেছে, তাই কি মোছাতে এসেছ মাণিক? এস, এস, ঘরে এস।

খুরম। মা, ইরাণরাজ আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন, আর সে আদেশ পালন করতে আসছেন আমার পিতা।

তাহ্‌মিনা। কেন? রাজভক্তি কি পুত্রস্নেহকেও ছাপিয়ে যাবে? ভয় নেই পুত্র,—তুমি নিরাপদে আমার কাছে থাকবে, তোমার পিতার সাধ্য নেই তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়। আর ইরাণ-রাজের প্রজাও আমরা নই, তাঁকে ভয় করবারও আমাদের কিছুই নেই।

ঝুমুর। যাও বন্ধু, এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।

তাহ্‌মিনা। তুমি কে মা?

ঝুমুর। ছিলাম পথের মেয়ে,—এখন তোমার মেয়ে।

তাহ্‌মিনা। আমার মেয়ে আমার কাছেই থাকবে, পথে বেরুতে পাবে না।

খুরম। }
ঝুমুর। } মা,—

তাহ্‌মিনা। যাও, ভেতরে যাও, কে যেন আসছে। [খুরম ও ঝুমুরের প্রস্থান।] কে আসছে? এত রাত্রে কার কি প্রয়োজন?

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। কে? তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা। তুমি! ওগো, এতদিনে তাহ্‌মিনাকে মনে পড়েছে? নিষ্ঠুর, তেইশ বছরের মধ্যে একটা দিনও কি আমার কথা মনে হয় নি?

রুস্তম। বৃথাই আমায় তিরস্কার কচ্ছ তাহ্‌মিনা। তুমি ত জান, রাজা আমায় অবসর দেন না।

তাহ্‌মিনা। তুমি তাহলে রাজকার্য্যেই এসেছ, আমাকে দেখতে আস নি। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলে বুঝি; ভুলে দেখা হয়ে গেল।

রুস্তম। না তাহ্‌মিনা, তোমার কাছেই আমি এসেছি। খুরম এসেছে, খুরম?

তাহ্‌মিনা। খুরম কে?

রুস্তম। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজা তার প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। সে পালিয়ে সামান গাঁর পথেই এসেছে। আমি দূর থেকে একবার তাকে দেখেছিলাম; পরমুহূর্ত্তেই সে কোথায় মিলিয়ে গেল। সঙ্গে একটি বালিকাকে দেখেছিলাম। বল; সে তোমার কাছে এসেছে?

তাহ্‌মিনা। আমার কাছে আসবে কেন?

রুস্তম। আশ্রয় নিতে।

তাহ্‌মিনা। মরণ আমার! কোথাকার কে, তাকে আশ্রয় দেব আমি!

রুস্তম। তবে সে এদিকে এল কেন?

তাহ্‌মিনা। আমি তার কি জানি? কোন্ ভাগাড়ে গিয়ে মরেছে দেখ।

রুস্তম। উঃ, এত পরিশ্রম সব বৃথা হল। আবার ছুটতে হবে। চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। নাঃ, আজ আর যাব না। চল, আজ বিশ্রাম করে কাল যাব। যেখানেই থাক সে, রাজাদেশ আমি পালন করবই।

তাহ্‌মিনা। তা আর করবে না? গোলামের কি স্ত্রীপুত্র আছে?

রুস্তম। যা বলতে হয় পরে বলো। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত।

তাহ্‌মিনা। তা জানি প্রিয়তম। তবু তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, তুমি আজ চলে যাও।

রুস্তম। চলে যাব? কি বলছ তাহ্‌মিনা?

তাহ্‌মিনা। তেইশ বছর পরে তুমি এসেছ। কত আনন্দের কথা! তবু পাষাণে বুক বেঁধে তোমায় ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

রুস্তম। কেন?

তাহ্‌মিনা। পিতার বড় অসুখ; কেবল তোমার নাম কচ্ছেন। আমি তোমায় সংবাদ দিতে চেয়েছিলাম। হেকিম বললে,—খবরদার, অমন কাজ করো না, রুস্তমকে দেখতে পেলে এক মুহূর্ত্তও উনি বাঁচবেন না।

রুস্তম। আচ্ছা, তাহলে আমি আসি। খুরম যদি আসে—

তাহ্‌মিনা। তাহলে তাকে বেঁধে রেখে তোমায় সংবাদ দেব। ওই আবার কে আসছে।

দূতের প্রবেশ।

দূত। জনাব আপনি এখানে!

রুস্তম। কোথা থেকে আসছ তুমি?

দূত। ইরাণ থেকে।

রুস্তম। কেন? কেন? কি সংবাদ?

দূত। তুরাণীরা ইরাণ আক্রমণ করেছে।

রুস্তম। আক্রমণ করেছে!

তাহ্‌মিনা। যাও, যাও, এখনি রওনা হও, ইরাণ রক্ষা করা চাই, ইরাণরাজকে রক্ষা করা চাই।

রুস্তম। তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা। সম্ভাষণ পরে হবে; আগে তোমার দেশ রক্ষা কর!

রুস্তম। তুমিও নারী, ফাতিমাও নারী! চল দূত। কিন্তু তাহ্‌মিনা,—

তাহ্‌মিনা। আবার 'তাহ্‌মিনা'! স্ত্রীর জন্যে দেশটা ডালি দেবে?

রুস্তম। না, না, এখনি যাচ্ছি। আবার দেখা হবে; বিদায়।

[প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু তোমাকে বিদায় দিতে হল। জাহান্নামে যেতে হয় যাব, তবু স্বামীর খঞ্জরের মুখে পুত্রকে ছেড়ে দেব না।

দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। শাহাজাদি! শীগগির আসুন। জাঁহাপনা কার কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে আসছিলেন। হঠাৎ পড়ে গিয়ে—

তাহ্‌মিনা। কোথায় বাবা, কোথায়?

দ্বারী। নেই।

তাহ্‌মিনা। নেই! বাবা নেই দ্বারি! আমাকে একা ফেলে পালিয়ে গেছেন! হবেই ত; স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করেছি। শাস্তিটা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছ খোদা। দুনিয়া আজ অন্ধকার, অন্ধকার!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল।

সোরাব ও বারমানের প্রবেশ।

সোরাব। বলুন সিপাহশালার, ওই যে কাতারে কাতারে ইরাণী যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, এর মধ্যে আমার পিতা কে? কোন্ ব্যক্তি মহাবীর রুস্তম?

বারমান। রুস্তম ওর মধ্যে নেই সোরাব।

সোরাব। নেই! কেন?

বারমান। তোমার পিতা খুরমের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, এখনও ইরাণে ফিরে আসেন নি। কোথায় আছেন তিনি, কেউ তা জানে না।

সোরাব। পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন পিতা? কেন?

বারমান। দুর্ব্বৃত্ত ইরাণরাজ খুরমের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, আর সে আদেশ পালন করবার ভার দিয়েছে হতভাগ্য রাজভক্ত রুস্তমকে।

সোরাব। আমার যে আর বিলম্ব সইছে না সিপাহশালার। ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে ছুটে গিয়ে এই শয়তান কায়কাউনকে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করি। এত বড় পাষণ্ড এই ইরাণরাজ যে পুত্রহত্যার জন্য পিতার হাতেই খড়্গ তুলে দিয়েছে! আর পিতা সুবোধ শিশুর মত তার হুকুম তামিল করতে ছুটে গেলেন!

বারমান। ভালই হয়েছে সোরাব। তোমার পিতা উপস্থিত থাকলে ইরাণের বিরুদ্ধে তুমি অস্ত্রধারণ করতে পারতে না।

সোরাব। আমি ত বলেছি, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আত্মপরিচয় দেব না।

বারমান। তাহলে তোমাকে আগে তার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হত।

সোরাব। ক্ষতি কি? পিতাপুত্রে যুদ্ধ কি আপনি আর দেখেন নি?

বারমান। দেখেছি, কিন্তু সোরাব রুস্তমের যুদ্ধ কখনও দেখি নি। সে যুদ্ধে সোরাবই মরুক, আর রুস্তমই মরুক, দুনিয়ার সমানই ক্ষতি!

সোরাব। কেউ মরবে না সিপাহশালার, কেউ মরবে না; মরবে ইরাণরাজ কায়কাউস। পিতাকে আমি বধ করব না, বন্দী করে ইরাণের সিংহাসনে বসিয়ে দেব। তারপর দেব আত্মপরিচয়; পিতা তখন আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। করবেন না সিপাহশালার?

বারমান। কিন্তু সোরাব,—

সোরাব। আপনার ওই এক রোগ ; সব কথাতেই 'কিন্তু'। পিতাকে দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে সিপাহশালার। তিনি এলে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলবেন, ভুলে যাবেন না যেন। বলবেন ত সিপাহশালার?

বারমান। যদি সম্ভব হয়, বলব।

সোরাব। আমার দাদু বৃদ্ধ জালকে আপনি চেনেন? তাঁর সব চুলগুলো দুধের মত শাদা। তাঁকেও ত দেখতে পাচ্ছি না।

আফসারিয়াবের প্রবেশ।

আফসারিয়াব। ইরাণরাজের কারাগারে তাঁকে দেখতে পাবে।

সোরাব। তার অর্থ? মহাবীর রুস্তমের পিতা ইরাণের কারাগারে বন্দী! তবু ইরাণের মসনদে কায়কাউস স্থির হয়ে বসে আছে? পিতা ফিরে এলে যে তাকে পারস্যোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

আফসারিয়াব। কিছুই করবেন না। তিনি যে রাজভক্ত!

সোরাব। আমি তাঁর রাজভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করব। কিন্তু আমি ভাবছি জাঁহাপনা,—পিতা অনুপস্থিত, বৃদ্ধ জাল কারাগারে, তবে এরা যুদ্ধ করবে কাকে নিয়ে?

আফসারিয়াব। এই ত আমাদের সুবর্ণ সুযোগ! তোমরা অগ্রসর হও। আমি কায়কাউসকে দেখছি; বারমান, তুমি ওই হস্তিমূর্খ গোঁওটাকে কবরের পথ দেখিয়ে দাও। আর সোরাব, মত্ত হস্তীর মত রণস্থল দলে চষে সমভূমি করে দাও। রুস্তম আসবার আগেই যেন আমরা রণস্থলে জয়পতাকা উড্ডীন করতে পারি।

সোরাব। জাঁহাপনা, বীরশূন্য ইরাণে এই ফেরুপালের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন আনন্দ নেই। আমার ইচ্ছা, পিতা যতদিন ফিরে না আসেন, ততদিন আমরা অপেক্ষা করি।

বারমান। আর ইরাণের জল্লাদগুলো এই অবসরে আমাদের মাথা কেটে নিয়ে যাক।

সোরাব। ভয় নেই সিপাহশালার, আপনারা নির্ভয়ে নিদ্রা যাবেন, আমি আপনাদের পাহারা দেব।

আফসারিয়াব। তা হয় না সোরাব। আমরা শত্রুনিপাত করতে এসেছি, ধর্ম্মাচরণ করতে আসি নি। আর তাও এসেছি তোমার অনুরোধে। শত্রুকে সময় দিয়ে আবার যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে তোমাকে অবশ্যই রুস্তম ধূলো ঝেড়ে বুকে তুলে নেবে, কিন্তু

আমার এতগুলো সৈন্যের কেউ ফিরে যাবে না, আর আমাকেও এরা জ্যান্ত কবর দেবে। কাজেই তুমি যা চাও, তা হবে না।

[প্রস্থান।

বারমান। ওই শত্রুসৈন্য বন্যার জলরাশির মত ছুটে আসছে। অগ্রসর হও সোরাব।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় ইরাণরাজ কায়কাউসের জয়।"]

বারমান। }
সোরাব। } "জয় তুরাণরাজ আফসারিয়াবের জয়।"

[সোরাবের প্রস্থান।

গেঁওর প্রবেশ।

গেঁও। বন্দেগি সিপাহশালার।

বারমান। বন্দেগি। শয়তানের দাসত্ব আর কতদিন করবে গেঁও?

গেঁও। কথাটা তোমাকেও বলতে পারি বারমান।

বারমান। তুমি ত জান আমি ক্রীতদাস।

গেঁও। মানুষ গাছের ফল নয় বারমান; কেউ তাকে কিনে রাখতে পারে না। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও; আমরা তোমাকে আশাতীত সম্পদ দেব।

বারমান। তুমি একবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের জয়ধ্বনি দাও দেখি, তুরাণরাজ তোমাকে বিশাল জায়গীর দান করবেন।

গেঁও। দেখছি, মৃত্যুই তোমাকে স্মরণ করেছে।

বারমান। আমাকে নয়, তোমাকে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। ও কে মহাবল যুবক? সফেদ দেও কি বেঁচে উঠল? শ্বেতদৈত্য কি আবার এসে জন্ম নিল? এ যে উল্কার বেগে সমস্ত রণস্থল ঘুরে ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওঃ—শয়তানের বাচ্ছা রুস্তম নিরাপদ দূরত্বে বসে মজা দেখছে! আমি তার বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না। এ কি, বারমানের অস্ত্রাঘাতে গেঁও ক্ষতবিক্ষত, মূর্চ্ছিত! গেল, সব গেল, ঝটিকাতাড়িত বৃক্ষ রাজির মত বাছাই বাছাই সৈন্য রণস্থলে লুটিয়ে পড়ছে। ওঃ, রুস্তম এল না, রুস্তম এল না।

আফসারিয়াবের প্রবেশ।

আফসারিয়াব। রুস্তম যখন আসবে, তখন তুমি কবরের তলায় ঘুমিয়ে থাকবে।

কায়কাউস। আমি না তুমি? একবার ত আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছ।

আফসারিয়াব। তোমার নয়, রুস্তমের শক্তির পরিচয় পেয়েছি। আজ আমিও একটা রুস্তম নিয়ে এসেছি; এর পরিচয়টাও তোমাকে আজ দিয়ে যাব।

কায়কাউস। তার আগেই তোমাকে আমি চূর্ণ করব। সেবার রুস্তমের অনুরোধে তোমার প্রাণটা রক্ষা করেছিলাম। এবার তোমায় রক্ষা করবে কে?

আফসারিয়াব। আমার তরবারি।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। পালা, পালা, কাপুরুষের দল! সেনাপতি মূর্চ্ছিত, রাজা পলায়িত, হাজার হাজার সৈন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলেছে। এই ইরাণ, এই মহাবীর রুস্তমের দেশ! এতগুলো সৈনিকের মধ্যে একজনও মৃত্যুর সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারলে না। ধিক, ধিক, ইরাণীরা এত কাপুরুষ, তা জানতুম না।

সশস্ত্র কদমের প্রবেশ।

কদম। কে তুমি ইরাণীদের কাপুরুষ বলে গাল দিচ্ছ? কার কাছে শুনেছ, ইরাণীদের একজনও মৃত্যুর সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে না?

সোরাব। শুনতে হবে কেন? চোখেই ত দেখছি।

কদম। অত দূরে তাকাচ্ছ কেন? চোখের সামনে চেয়ে দেখ, ইরাণীরা সবাই কাপুরুষ নয়।

সোরাব। তুমিই কি ইরাণের ইজ্জৎ রক্ষা করতে এসেছ? সাবাস ইরাণি। রাজা গেল পালিয়ে, হাজার হাজার ইরাণী সৈনিক লোষ্ট্রাহত কুকুরের মত রণস্থল ত্যাগ করে চলে গেল, আর তাদের মুখ রক্ষা করতে এল এক দুগ্ধপোষ্য বালক।

কদম। বালক বলে হেনস্তা কচ্ছ কেন? আমি কে জান?

সোরাব। কোন্ ভাগ্যবানের পুত্র তুমি? কি নাম তোমার? কে তোমার কোমল হস্তে অস্ত্র তুলে দিলে ভাই?

কদম। কোমল হস্ত! এ হাত দিয়ে আমি বাঘের মাথা ভেঙ্গেছি, বিশ্বাস কর?

সোরাব। করি ভাই, বিশ্বাস করি। দেশের মান রাখতে এত-টুকু দেহ নিয়ে যে প্রবলশত্রুর মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়; সে সব পারে। কি নাম তোমার ভাই?

কদম। আমার নাম কদম।

সোরাব। কদম! তোমার পিতা কি তবে—

কদম। মহাবীর রুস্তম।

সোরাব। দেখি, দেখি, মুখখানা দেখি। তোমার পিতাকে দেখবার বড় সাধ ছিল, বোধহয় সে সাধ আর পূর্ণ হল না। তিনি যে কত বড় বীর, তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছি। যাও ভাই, ফিরে যাও।

কদম। ফিরে যাব কি? অস্ত্র নাও।

সোরাব। না ভাই, না; যোদ্ধা হলেও এত নিষ্ঠুর আমি নই যে শিশুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করব।

কদম। তাহলেও আমি তোমাকে রেহাই দেব না। তুমি আমাদের বহু সৈন্য বধ করেছ। তুমি আমার দুশমন।

সোরাব। না রে, আমি রাজার দুশমন, তোদের দুশমন নই। তোদেরও পরমশত্রু এই ইরাণরাজ। তোমার বড় ভাইকে সে অকারণ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তোমার দাদুকে শুনেছি কারাগারে আবদ্ধ করেছে।

কদম। সে সব আমরা বুঝব; তুমি আমাদের কথায় কথা কইবার কে?

সোরাব। আমি কে? আমি—না না, আমি কেউ নই, আমি শত্রু, শুধু শত্রু। শোন কদম,—

কদম। কোন কথা শুনব না; তুমি তুরাণে ফিরে গিয়ে বলবে, ইরাণীরা সবাই কাপুরুষ। পিতা আজ নেই, কে তোমার কথার জবাব দেবে? আমি তাঁর ছেলে, আমি দেব জবাব।

সোরাব। বালক,—

কদম। অস্ত্র নাও ভীরু।

[উভয়ের যুদ্ধ; কদমের অবসন্ন দেহ সোরাব ধারণ করিল।]

সোরাব। কদম! ভাই!

কদম। বল তুরাণি বীর, ইরাণের সবাই কাপুরুষ নয়।

সোরাব। আমার কথা আমি প্রত্যাহার কচ্ছি। খোদাকে ডাক ভাই, খোদাকে ডাক।

কদম। কখনও তাঁকে ডাকি নি; আমি জানি, আমার দেশের মাটির প্রত্যেকটি কণায় তিনি মিশে আছেন।

সুফীর প্রবেশ।

সুফী। মচ্ছ যাদু? মর; এইজন্যেই ত তোমায় তাতিয়ে নিয়ে এসেছিলুম। আহা,—বুকটা অনেক শীতল হল। এই এক, আর দুটো বাকী। একটাকে চিনি, আর একটাকে চিনি না।

সোরাব। তুমি কে? কি চাও?

সুফী। গীত।

ওরে বুক ফাটে পিপাসায়।
মরীচিমায়ায় কত যে চলিনু, জলাশয় সরে যায়!
আর যে চলিতে চাহে না চরণ, নয়নে অন্ধকার,
সমুখে মরুভূ, পেছনে সাগর, দুধারে বন্ধ দ্বার!
কে দেবে আমায় পিয়াসার বারি,
আশার পেছনে ছুটিতে না পারি,
কবে হবে মোর এ চলার শেষ মরুময় দুনিয়ায়?

সুফী। দাও, দাও, আমাকে দাও; আমি আশ মিটিয়ে রক্ত খাই।

সোরাব। দূর হও বর্ব্বর। [সুফীকে ঠেলিয়া দিল; সুফী ছিটকাইয়া পড়িল] চল কদম,—মাকে দেখবে চল।

কদম। মা নয়,—যদি পার, আমার দাদুকে একবার দেখাও।

সোরাব। চল; যেমন করে হক, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। [কদম সহ প্রস্থান।

সুফী। এ কে? এ হাত ত রুস্তম ছাড়া আর কারও নয়। তবে কি—না, তা কি করে হবে? দেখতে হল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন্দিনিবাস।

জালের প্রবেশ।

জাল। এ ত বেশ বন্দিত্ব দেখছি! তিনবেলা রাজভোগ আসছে, সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানা পাতা রয়েছে; কোনখানে কোন অভাব নেই, তবু আমি বন্দী। এর অর্থ কি?

ফাতিমার প্রবেশ।

ফাতিমা। বেরিয়ে আসুন বাবা।

জাল। কে? ফাতিমা? তুমি এখানে এলে কি করে?

ফাতিমা। সে কথা পরেই শুনবেন। বেরিয়ে আসুন।

জাল। দাঁড়াও, দাঁড়াও; ব্যাপারটা বুঝে নিই। আচ্ছা, আমি কি বন্দী?

ফাতিমা। নিশ্চয়ই।

জাল। এতদিন ত বন্দী করে নি।

ফাতিমা। এতদিন ত তুরাণীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে নি। পাছে আপনি তাদের সঙ্গে যোগ দেন, তাই আপনাকে আটকে রেখেছে।

জাল। কারাগারে না রেখে এই প্রাসাদে রাখবার কারণ কি?

ফাতিমা। আপনাকে সাধারণ বন্দীর মত কারাগারে রাখলে আপনার ছেলে হয়ত ক্ষেপে যেতেন।

জাল। ছাই যেত। তুমি ও ব্যাটাকে চেন না; আমি চিনে নিয়েছি। ছেলেকে যে নিজের হাতে কাটতে যায়, তার আবার বাপের দরদ! কায়কাউস যদি আমাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে, তবু ও শূয়ার নিঃশ্বাস ফেলবে না। রাজাই ওর সব! রাজা ওর বেহেস্তে বাতি দেবে! দূর, দূর, এ ব্যাটার হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছিল।

ফাতিমা। বাবা,—

জাল। শোন মা, কদমের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে দরিয়ায় ফেলে দিও। নইলে সে হয়ত তার বাপকে খুঁচিয়ে মারবে।

ফাতিমা। কোথায় কদম, তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না।

জাল। রাজভক্তি দেখাতে যুদ্ধ করতে যায় নি ত? শুনেছি তুরাণীদের সঙ্গে কে একটা পালোয়ান এসেছে। সে নাকি রুস্তমের চেয়েও বীর।

ফাতিমা। তার মার খেয়ে ইরাণরাজ সসৈন্যে পালিয়ে এসেছে।

জাল। বটে? বটে? তবে ত লোকটাকে একবার দেখতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। রুস্তম এখনও ফেরে নি ত? বেশ হয়েছে। খুরমের গায়ে সে একটা কাঁটার আঁচড়ও দিতে পারবে না, সহজে ফিরেও আসবে না। চল মা, চল।

কদমের আহত দেহ লইয়া কৃষ্ণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। মহাবীর রুস্তমের পিতা কে? কদমের দাদু কে?

জাল। আমি। কেন? কেন?

সোরাব। কদম এসেছে তার দাদুকে শেষ দেখা দেখতে।
[জালের পদতলে কদমকে শোয়াইয়া দিল]

জাল। কি বললে? কদম? এ কি,—এ যে নড়ছে না।

ফাতিমা। কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সোরাব। রণস্থল থেকে। দুঃখ করো না বীর। ক্ষুদ্র বালক ইরাণের ইজ্জৎ রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। তুরাণী পালোয়ানের হাতে দলিত বিধ্বস্ত হ'য়ে ইরাণরাজ যখন সসৈন্যে পালিয়ে এল, তখন সে তারস্বরে চীৎকার করে বললে,—'ইরাণের অধিবাসীরা সবাই কাপুরুষ'। কথাটা মিলিয়ে যাবার আগেই এই বীর বালক সোরাবের মুখের উপর দাঁড়িয়ে সিংহবিক্রমে গর্জ্জে উঠল। সোরাব তাকে কত বোঝালে, কিছুই সে বুঝল না। যুবকের সঙ্গে বালকের যুদ্ধ হল! সোরাবের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, বালক বীরের বাঞ্ছিত শয্যায় শুয়ে রইল।

জাল। দাদু,—

কদম। দাদু, বিদায়।

ফাতিমা। কদম,—

কদম। মা, দাদার সঙ্গে দেখা হলে বলো, খোদাকে না ডেকেও তাঁর করুণা আমি সর্ব্বাঙ্গে অনুভব কচ্ছি। কারও উপর আমার রাগ নেই। ইরাণের মঙ্গল হক, ইরাণীরা সুখী হক। [মৃত্যু]

জাল। চলে গেছে মা, চলে গেছে। কই তোমার চোখে ত জল নেই; আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে মা। তুমি কি পাষাণ?

ফাতিমা। পাষাণ না হলে যে আপনাকে বাঁচাতে পারব না।

জাল। আরও আমায় বাঁচাতে হবে? কদম গেল, খুরমের কি হয়েছে, কে জানে? আরও বাঁচব আমি? না, না, তুমি যাও; আমি যাব না। আমি আমার দাদুকে বুকে করে মরব।

ফাতিমা। আপনি মরে গেলে কায়কাউসের হাত থেকে ইরাণকে রক্ষা করবে কে?

জাল। হ্যাঁ হে ছোকরা, তোমার চোখে জল কেন? তুমি কে?

সোরাব। আমি সব থাকতে সর্ব্বহারা। স্নেহ ভালবাসার কথা শুনলেই আমার চোখে জল আসে। আমি এখন আসি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখুন, এ-ই আমার অনুরোধ। বীরজননি, আমায় আশীর্ব্বাদ কর। [নতজানু হইল]

ফাতিমা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক। মৃতদেহটা তুমিই নিয়ে যাও বাবা; আমাদের এমন দুঃসময় যে ওকে কবর দেবার সাধ্যও নেই। যদি পার,—ইরাণের মাটিতে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখো।

সোরাব। বিদায় মা, বিদায় দাদু।

[কদমের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

ফাতিমা। বাবা,—এ কি বাবা, আমার পায়ে ফুল ফেলে গেল কে? নিশ্চয়ই এই ছেলেটা। ওর বোধহয় মা নেই। আজ থেকে আমাদেরও ঘর নেই, নইলে—যাক্, চলুন বাবা, চলুন।

জাল। চল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। রুস্তম ফিরে আসবার আগেই তুরাণীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কায়কাউসকে মসনদ থেকে টেনে এনে জ্যান্ত কবর দেব।

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। তবে আর হল না পিতা।

জাল। রুস্তম!

রুস্তম। আমার দুর্ভাগ্য পিতা, আপনাকে মুক্ত করতে এসেও আমায় হাত গুটিয়ে নিতে হল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে এই বন্দিনিবাসেই থাকতে হবে। কারণ আপনি যদি শত্রুর সঙ্গে যোগ দেন, তাহলে দশটা রুস্তমের সাধ্য নেই রাজাকে রক্ষা করে। ফাতিমা,—

ফাতিমা। খুরম কোথায়, খুরম? কি করেছ তুমি তার?

রুস্তম। আমি এখনও তার সন্ধান পাই নি।

ফাতিমা। খোদাতালার ইচ্ছা হলে কোনদিন পাবেও না।

রুস্তম। যাও ফাতিমা, ঘরে ফিরে যাও।

ফাতিমা। বাবাকে না নিয়ে আমি যাব না।

রুস্তম। তাহলে তোমারও স্থান হবে এই বন্দিনিবাসে।

ফাতিমা। তাই হক। কর আমাকে বন্দী; তোমার রাজভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা হক।

জাল। যাও মা যাও; কায়কাউস এসে তোমাকে হয়ত কশাঘাত করবে, আর এই রাজভক্ত গর্দ্দভ চেয়ে চেয়ে দেখবে—একটা নিঃশ্বাসও ফেলবে না। আমার হাতে অস্ত্র নেই, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ আমি, ছোবল মারতে পারব না। যাও—

ফাতিমা। না বাবা, আমি যাব না; কিসের মান অপমান আমার? একটা ছেলে মরেছে, আর একটা প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে,—

রুস্তম। কে মরেছে? কদম?

জাল। চোখের জল ফেলো না, তাহলে চোখ উপড়ে ফেলব। রাজার জন্যে যুদ্ধ করে মরেছে সে, আনন্দ কর, আনন্দ কর। রাজা, সিপাহশালার, মনসবদার, হাবিলদার,—সবাই মার খেয়ে পালিয়ে এল, আর এগিয়ে দিলে এই একফোঁটা ছেলেটাকে! ওঃ—কি করব আমি?

ফাতিমা। বাবা,—

জাল। যাও মা, ঘরে যাও। আমার সবই গেছে, কুলবধুর অসম্মান যেন আমায় না দেখতে হয়।

ফাতিমা। যাচ্ছি বাবা। সুখে থাক তুমি রাজভক্ত বীর। খুরমকে আর তুমি পাবে না, আর তোমার রাজারও আর ধ্বংসের বিলম্ব নেই।

[প্রস্থান।

রুস্তম। ভালই করেছ পুত্র; সবার সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে রুস্তমের যোগ্য পুত্র বলেই তুমি পরিচয় দিয়েছ। তোমার মা তোমায় চিনতে পারে নি; কিন্তু আমি চিনেছিলাম। দেশকে ভালবেসে তুমি সেই পরম কারুণিক বিশ্বস্রষ্টাকেই ভালবেসেছ। তোমার বেহেস্তের পথ নিষ্কণ্টক হক। পিতা,—

জাল। যাঃ-যাঃ, আমি কারও পিতা নই।

রুস্তম। আমার অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার জন্য আমায় ক্ষমা করুন পিতা। যুদ্ধের পরে এর প্রায়শ্চিত্ত করব।

জাল। পুত্রের কামনা আবার মানুষে করে! এরা শত্রু,—ঘোর শত্রু!

[প্রস্থান।

রুস্তম। বাহুর শক্তি বুঝি নিঃশেষ হয়ে আসছে! রাজভক্তি বুঝি পালিয়ে যেতে চাইছে! খোদা, রক্ষা কর খোদা।

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। বন্দিনিবাসের দোর খুলেছে কে?

রুস্তম। জাঁহাপনা!

কায়কাউস। এসেছ? কেন? আর কিছুদিন দূর থেকে মজা দেখতে পারলে না? যুদ্ধটা শেষ হলে তারপর এসে বুক চাপড়ে অভিনয় করতে।

রুস্তম। এ আপনি কি বলছেন? যুদ্ধের ভয়ে পিছিয়ে থাকবে রুস্তম? আপনি কি অতীতের কাহিনী সবই ভুলে গেছেন? অপরিণামদর্শীর মত আপনি বারবার নিজেকে শত্রুর কবলে ফেলে দিয়েছেন? আমিই কি আপনাকে উদ্ধার করে আনি নি? ইরাণের বুকে তুরাণীরা আস্ফালন কচ্ছে, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখব? এ আপনার নিজের নিকৃষ্ট মনের পরিচয়।

কায়কাউস। নিকৃষ্ট মন আমার না তোমার? কেন তুমি আমার বিনানুমতিতে ইরাণ ত্যাগ করেছিলে?

রুস্তম। আমি উন্মাদ; তাই আপনার মনে নেই যে জল্লাদের কাজ করতে আপনিই আমায় পাঠিয়েছিলেন।

কায়কাউস। কি করেছ তোমার পুত্রের?

রুস্তম। আমি তার সন্ধান পাই নি।

কায়কাউস। এও তোমার ছলনা।

রুস্তম। ছলনা আপনি জানেন, আমার জানা নেই।

কায়কাউস। জান না যদি, তবে বন্দী পিতাকে মুক্ত করতে এসেছিলে কেন?

রুস্তম। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, রাজভক্তির বোঝা আমি ততদিনই বইব, যতদিন আমার পিতার উপর

নির্য্যাতন না হয়। এর মধ্যে ছলনা নেই; সমগ্র ইরাণের সামনে আমি প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করতে পারি।

কায়কাউস। তাহলে তোমার পিতাকে তুমি জোর করে বাইরে নিয়ে যাবে?

রুস্তম। এখন নয়, যুদ্ধের পরে। আপনার সাধ্য থাকে আমায় বাধা দেবেন।

কায়কাউস। তোমাকে সংবাদ দিয়ে দূত কবে ফিরে এসেছে। তোমার এত বিলম্বের অর্থ কি?

রুস্তম। ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে বহু পূর্ব্বেই জানতে পারতেন যে শত্রুর গুপ্তচর আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে মরুভূমিতে ফেলে দিয়েছিল। একা রুস্তম নেই বলে যে রাজা শত্রুর সঙ্গে এক প্রহর যুদ্ধ করতে পারেন না,—তাঁর মাথা নিচু করে থাকবার কথা, চোখ রাঙাবার কথা নয়।

কায়কাউস। রুস্তম!

সুদাবার প্রবেশ।

সুদাবা। মেয়েটাকে দেখেছ রুস্তম, মেয়েটাকে দেখেছ!

রুস্তম। মেয়ে! শাহাজাদী! কি হয়েছে তাঁর?

সুদাবা। কোথায় চলে গেছে; কেউ জানে না।

রুস্তম। শাহাজাদী নেই! কথাটা আমার জানা ছিল না জাঁহাপনা! আমি বুঝতে পাচ্ছি, কন্যার শোকে আপনি উন্মাদ। না বুঝে কটু কথা বলেছি, আমায় ক্ষমা করুন জাঁহাপনা।

কায়কাউস। খুব হয়েছে। এখন যাও; একটা ইরাণী যুবকের হাতে ইরাণের মান সম্ভ্রম রসাতলে গেল।

রুস্তম। আমি যাচ্ছি জাঁহাপনা। কিন্তু আমি ছদ্মবেশে যুদ্ধযাত্রা করব। একটা বালকের সঙ্গে রুস্তম যুদ্ধ করবে, এ বড় লজ্জার কথা। কেউ যেন আমার পরিচয় না জানতে পায়। আসি জাঁহাপনা।

সুদাবা। কিন্তু আমি যে তোমার আশায় বসে আছি রুস্তম। মেয়েটা—

রুস্তম। ভয় নেই বেগমসাহেবা; যুদ্ধ শেষ হক, আমি খুরমের ছিন্নমুণ্ড আর আপনার কন্যা—দুই-ই নিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

সুদাবা। খুরমকে তুমি এর পরেও হত্যা করতে চাও? না, না তাকে ক্ষমা কর। আর কিই বা তার দোষ? সে কি এ দুনিয়ার মানুষ? তাকে আমার কাছে এনে দাও; আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। তবু যদি না শোনে,—নাই শুনবে। তাবলে তাকে হত্যা যেন করো না। কেন জান? তাহলে মেয়েটাও বাঁচবে না।

কায়কাউস। আজ তোমাকে যথার্থই সুন্দর দেখাচ্ছে বেগম। আর ষোল বছর আগে যদি তোমার এই রূপ দেখতে পেতাম, তাহলে আমি সুরার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম না। দিন চলে গেছে, আর ফিরবে না।

[প্রস্থান।

সুদাবা। খোদা, মেয়েটাকে ফিরিয়ে এনে দাও, আর খুরমকে দীর্ঘজীবি কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সামান গাঁ—রাজপ্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। গীত :

বুক যদি ফেটে যায়, খুলিব না মুখ,
নীরবে করিব সেবা, সেই মোর সুখ!
নাহি চাই প্রতিদান, হে খোদা রহমান,
আঁখিতে ভরিয়া রাখ রূপসুধা করি পান,
বুকজোড়া তুমি যার,
দুনিয়ায় কেবা তার,
সবার পথের কাঁটা, নাহি মোর কোন দুখ!

খুরমের প্রবেশ।

খুরম। বাঃ, চমৎকার! 'বুক যদি ফেটে যায়, খুলিব না মুখ।' এত সহিষ্ণুতা আমি ত শিখি নি। তুমি নিশ্চয়ই এমন কোন শাস্ত্র পড়েছ, যা আমি পড়ি নি। কেতাবখানা আমায় একবার দেবে দোলেনা?

ঝুমুর। আমি কোন কেতাব পড়ি নি বন্ধু।

খুরম। তবে এত ভক্তি তোমার কোথা থেকে হল? 'নাহি চাই প্রতিদান হে খোদা রহমান।' এ ত সহজ কথা নয়। কিন্তু এ কথাটা আমি বুঝতে পাচ্ছি না,—"রূপসুধা করি পান।" কার রূপসুধা? তিনি ত নিরাকার। তবে?

ঝুমুর। তুমি তা বুঝবে না বন্ধু, বোঝবার চেষ্টাও করো না।

খুরম। কোথায় যেন কি একটা রহস্য তুমি লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। আমার মনে হচ্ছে, ঠিক পথের মেয়েও তুমি নও। বন্ধু বলেই যদি গ্রহণ করেছ, পরিচয় দাও।

ঝুমুর। কি হবে পরিচয় নিয়ে? তাতে তোমারও লাভ হবে না, আমারও নয়।

খুরম। আচ্ছা, আমি ঘুমিয়ে থাকলে তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক কেন?

ঝুমুর। তোমার কি তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে?

খুরম। না, না, ক্ষতি কেন হবে? বোধহয় আমার মত তোমার কোন আত্মীয় ছিল। আমার মুখে যদি তার মুখের ছবি থাকে, তুমি যতবার ইচ্ছা দেখ। কিন্তু তোমার এ সামান্য উপকারটুকুও আর আমি করতে পারব না দোলেনা। আজই আমি চলে যাব

ঝুমুর। চলে যাবে? কোথায়?

খুরম। ইরাণে।

ঝুমুর। আবার ইরাণে? প্রাণদণ্ডের কথা কি ভুলে গেছ?

খুরম। ভুলি নি। তবু আমি যাব দোলেনা। আমার জন্য আমার দাদু বন্দী। স্থবির সিংহ না জানি কারাগারে কত অপমান আর নির্য্যাতন সহ্য করছে।

ঝুমুর। তুমি গিয়ে তার কি করবে? উল্টে তোমারই প্রাণ যাবে।

খুরম। যাক, তবু দাদু ত মুক্তি পাবে। আমার মৃত্যুই যদি খোদার বিধান হয়, সেখানে না গিয়েও আমি মরব।

ঝুমুর। খোদার ইচ্ছা হলে তোমার দাদু মুক্তি পেলেও মরবেন।

খুরম। আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হব?

ঝুমুর। কেন তুমি ভাবছ বন্ধু? ইরাণরাজ যা-ই হন, এত নির্ব্বোধ তিনি নন যে রাজ্যের দুটো স্তম্ভের মধ্যে একটা তিনি ভেঙ্গে ফেলবেন।

খুরম। তুমি জান না, তাঁর একমাত্র কন্যা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে। কন্যাকে হারিয়ে ইরাণরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন; তাঁর পক্ষে এখন সবই সম্ভব।

ঝুমুর। তুমি কার কাছে শুনলে?

খুরম। যার কাছে শুনেছি, সে আরও বললে,—তুরাণী ফৌজ ইরাণ আক্রমণ করেছে।

ঝুমুর। ইরাণ আক্রমণ করেছে!

খুরম। একজন তুরাণী পালোয়ান ইরাণী সৈন্যদের পিপীলিকার মত পিশে মারছে।

ঝুমুর। মহাবীর রুস্তম জীবিত থাকতে!

খুরম। পিতা ইরাণে নেই। শত্রুরা হয়ত এতদিনে ইরাণ অধিকার করেছে।

ঝুমুর। ইরাণরাজকে হয়ত বন্দী করেছে, বেগমদের হয়ত বেঁধে নিয়ে গিয়ে বাঁদীর হাটে বিক্রি করবে। ওঃ—

খুরম। কি দোলেনা, ইরাণের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তোমার চোখে জল এল যে! তুমি ত ইরাণী নও। আশ্চর্য্য! আমি যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। শাস্ত্রসমুদ্রের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে সংসারের দিকে কখনও ফিরে তাকাই নি। কখনও জানতে পাই নি যে পথের মেয়েও এত সেবা করতে জানে, আর বিমাতাও জননীর অভাব পূর্ণ করতে পারে। নারীকে যা ভেবেছিলাম, বোধ-হয় সে তা নয়।

ঝুমুর। মাকে বলেছ যে তুমি ইরাণে যাচ্ছ?

খুরম। এখনও বলি নি।

ঝুমুর। আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসছি। আমার কথা ত শুনবে না। দেখি মার কথা ঠেলে কেমন করে যাও। [প্রস্থান।

খুরম। কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে। দুনিয়া যে এত সুন্দর, আগে ত কখনও দেখি নি। মানুষের মুখ যে এত ভাল, তাও ত জানা ছিল না। তবে শাহাজাদীর কি অপরাধ?

তাহমিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। খুরম,—

খুরম। তুমি না বলেছিলে মা, তুরাণরাজ আফসারিয়াব তোমাদের আত্মীয়?

তাহ্‌মিনা। হ্যাঁ বাবা। কেন বল ত?

খুরম। তোমার নাম করে আমি যদি তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি কি শুনবেন?

তাহ্‌মিনা। কি অনুরোধ করবে?

খুরম। দেখ মা, তুরাণরাজ অকারণ ইরাণ আক্রমণ করেছেন, হাজার হাজার ইরাণী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ না হলে ইরাণের একটা পিপীলিকাও বোধহয় রেহাই পাবে না।

তাহ্‌মিনা। তুরাণের এত শক্তি কবে থেকে হল? একবার তোমার পিতার হাতে লাঞ্ছিত হয়ে এরা বহু সৈন্য ডালি দিয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর থেকে দেশে পালোয়ান তৈরী করার জন্য এরা বহু চেষ্টা করেছে; কিন্তু কিছুই করতে পারে নি।

খুরম। তুমি ভুল শুনেছ। তুরাণী ফৌজের মধ্যে একজন পালোয়ান আছে, সে না কি পিতার চেয়েও বহুগুণে শক্তিমান।

তাহ্‌মিনা। পারস্যে এমন লোক আছে? কি নাম তার?

খুরম। শুনলাম তার নাম সোরাব।

তাহ্‌মিনা। কোন্‌ সোরাব! ওরে কার ছেলে?

খুরম। কেন মা তুমি চঞ্চল হচ্ছ? তাকে কি তুমি চেন?

তাহ্‌মিনা। ওরে, সে যে তোর ভাই।

খুরম। আমার ভাইয়ের নাম সোরাব!

তাহ্‌মিনা। সর্ব্বনাশ হবে। পিতাপুত্রে যুদ্ধ হবে যে।

খুরম। না মা, পিতা এখনও ইরাণে পৌছন নি।

তাহ্‌মিনা। তাতে কোন ভরসা নেই খুরম। ইরাণের যখন বিপদ, তিনি সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়েও বাতাসের বেগে ছুটে যাবেন। কি হবে বাবা? তারা যে কেউ কম নয়। যুদ্ধে যারই পরাজয় হক, আমার সমানই ক্ষতি।

খুরম। কেন মা তুমি ব্যাকুল হচ্ছ? সোরাব নামে আরও ত কত লোক থাকতে পারে।

তাহ্‌মিনা। না বাবা, আমার মন বলছে এ-ই সে। আমি যাব খুরম। আমি ছাড়া কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না। হত-ভাগা ছেলে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমি তা হতে দেব না! তুমি এখানে থাক খুরম, আমি ফিরে না আশা পর্য্যন্ত তুমি সব দেখো।

খুরম। না মা, তুমি থাক; যা করবার আমিই করব; তোমার নাম করে আমিই ভাইকে অনুরোধ করব যেন পিতার সঙ্গে যুদ্ধ না করে। অনুমতি কর মা, আমি ইরাণে ফিরে যাই।

তাহ্‌মিনা। ইরাণে ফিরে যাবে? বল কি তুমি?

খুরম। এ ছাড়া উপায় নেই মা। আমার জন্য আমার দাদু বন্দী। আমি ফিরে না গেলে ইরাণরাজ হয়ত তাঁকে হত্যাই করবেন।

তাহ্‌মিনা। এত সাহস তাঁর হবে না।

খুরম। তুমি জান না; তাঁর কন্যা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, তার উপর পিতার অনুপস্থিতিতে শত্রুরা ইরাণ আক্রমণ করেছে। ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল এখন যে কোন অজুহাতে যার তার প্রাণ নিতে কুণ্ঠিত হবে না।

তাহ্‌মিনা। তাও যদি হয়, তবু তোমার যাওয়া হবে না! একটা জলজ্যান্ত যুবকের জীবনের বিনিময়ে এক অশীতিপর বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষা করার কোন যুক্তি নেই।

খুরম। মা,—দোহাই মা তোমার, আমায় যেতে দাও। খোদাতালার ইচ্ছায় আমি যদি বেঁচে থাকি, নিশ্চয়ই ভাই সোরাবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

তাহ্‌মিনা। না খুরম, একা আমি তোমায় ইরাণে যেতে দেব না; যেতে হয়, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। চল মা, আমিও যাব।

তাহ্‌মিনা। তুমি কোথায় যাবে?

ঝুমুর। ইরাণে।

খুরম। তুমি কেন ইরাণে যাবে?

ঝুমুর। আমিই ত আগে যাব। তোমাদের দুদিন দেরী সইতে পারে, কিন্তু আমার সইবে না।

খুরম। কি যে তুমি বল কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ঝুমুর। ইরাণে গেলেই বুঝতে পারবে। মা, তুমি অনুমতি দাও, আমি যাই।

তাহ্‌মিনা। কেন যাবে মা? আমরা যাব আর আসব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না; উজীর সাহেব তোমায় সযত্নে

রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যদি ভালয় ভালয় সবাইকে নিয়ে ফিরতে পারি, তাহলে সবার আগে তোমাকে এ ঘরের সঙ্গে এমন বাঁধনে বাঁধব যেন আর কখনও যাবার নাম না কর।

ঝুমুর। না মা, আমি আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে পারব না। আমার জন্য আমার পিতা উন্মাদ, তাঁর অস্ত্রাঘাতে না জানি কত মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পিতাকে দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে মা।

খুরম। কোথায় তোমার দেশ? কে তোমার পিতা?

ঝুমুর। আমার দেশ ইরাণ, আমার পিতা ইরাণরাজ কায়কাউস।

খুরম। শাহাজাদী? না জেনে হয়ত কত অসম্মান করেছি। সেলাম, সেলাম। [প্রস্থান।

তাহ্‌মিনা। কেন তুমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এলে রাজকন্যা?

ঝুমুর। রাজকন্যা কেন বলছ মা? আমি তোমার কন্যা। আরও একটা পরিচয় আমার বুকের মধ্যে লেখা আছে; দুনিয়ার লোক তা জানে না, তোমার ওই পুঁথিপড়া শাস্ত্রজ্ঞ ছেলে তা কখনও বুঝবে না; কিন্তু তুমি জান মা, তুমি জান, আমি তোমার—আমি তোমার—

তাহ্‌মিনা। কি আমার? পুত্রবধূ, না?

ঝুমুর। আমি যাই মা, আমি যাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

খুরম। এর অর্থ কি মা?

তাহ্‌মিনা। এখন বুঝতে পারবে না বাবা। চল, যদি দিন পাই, তখন বুঝিয়ে দেব।

খুরম। তাই চ— [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইরাণ—রাজপ্রাসাদ।

কায়কাউস ও রুস্তমের প্রবেশ।

কায়কাউস। এর অর্থ কি রুস্তম?

রুস্তম। কিসের অর্থ জাঁহাপনা?

কায়কাউস। বিশ্ববিজয়ী রুস্তম যার সৈন্যদলের পুরোভাগে, তার সিপাহশালার কেন শত্রুর হাতে প্রাণ দেয়, তার ফৌজ কেন ক্ষুদ্র তুরাণের অস্ত্রে দলে দলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে?

রুস্তম। আমি তার কি করব?

কায়কাউস। কি করবে? ইরাণী সৈন্যদের বাহুতে তেমনি শক্তি আছে, ইরাণের অস্ত্রশস্ত্র আগের মতই ধারালো, আর ইরাণী পালোয়ান রুস্তমের গতরের গোস্ত্ এককণাও কমে নি, তবে কেন, তুরাণীরা ক্রোশের পর ক্রোশ এগিয়ে আসছে। কোথায় গেল সে বিশ্ববিজয়ী রুস্তম?

রুস্তম। আমিও ভাবছি কোথায় গেল সে বিশ্ববিজয়ী রুস্তম? জাঁহাপনা, আপনি বহুবার নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, মানুষে যা পারে না, আমি তাই করেছি। আপনার উপর যে কেউ অবিচার করেছে, তাকে আমি মুর্গীর মত জবাই করেছি। পাগলা হাতী লেলিয়ে দিয়েছে; আমি মুষ্ট্যাঘাতে তার মাথা ভেঙ্গে দিয়েছি। কিন্তু এমন দুশমন আমি কখনও দেখি নি। একটা যুবকের দেহে যে এত শক্তি থাকতে পারে, চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতুম না।

কায়কাউস। তাহলে তোমার ইচ্ছেটা কি? আমি তুরাণরাজের সঙ্গে সন্ধি করি?

রুস্তম। আমি আগে মরি, তারপর সন্ধি করবেন।

কায়কাউস। কবে মরবে তুমি বেইমান?

রুস্তম। বেইমান? রুস্তম বেইমান?

কায়কাউস। তুরাণরাজ ক'খানা জায়গীর উপহার দিয়েছে, কটি রূপসী কন্যা দান করেছে, তুরাণরাজের আত্মীয়া তোমার সামান গাঁয়ের বিবি করবার অনুরোধ করে পয়গম পাঠিয়েছে?

রুস্তম। ওঃ—জাঁহাপনা, আকাশটা ভেঙ্গে আপনার মাথায় পড়ল না কেন, তাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ত্রিশ বছর ধরে এই রুস্তম স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবে নি, পিতার শুভাশুভ চিন্তা করে নি; জীর্ণ গৃহের হাজার ছিদ্র দিয়ে আকাশ গলে গলে ঝরে পড়েছে, ফিরেও চাই নি। আপনি আমারই হাতে আমার পুত্রের প্রাণ-দণ্ডের ভার দিয়েছেন, তাও আমি গ্রহণ করেছি; আমার পিতাকে কারারুদ্ধ করেছেন, তবু আমার রাজভক্তি টলে নি। তার কি এই ফল? আমি বেইমান?

কায়কাউস। কথায় আমি ভুলব না। কাজে প্রমাণ দিতে হবে যে তুমি বেইমান নও। একটা পঁচিশ বছরের শিশু তোমাকে কাঠের পুতুলের মত আছাড় মারবে, আর দয়া করে প্রাণভিক্ষা দেবে, এ অভিনয় আর যেন আমাকে না দেখতে হয়।

রুস্তম। অভিনয় নয়, এ সত্য জাঁহাপনা। বলতে আমারই লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ছে, এ তুরাণী যুবকের কাছে বিশ্ববিজয়ী রুস্তম নিতান্ত দুর্ব্বল।

কায়কাউস। আমি ও সব কথা শুনব না। আগামীকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি দেখতে চাই যে তোমার হাতে এই তুরাণী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

রুস্তম। ধর্ম্মযুদ্ধে তাকে বধ করা বোধহয় মানুষের অসাধ্য।

কায়কাউস। তাহলে অধর্ম্মযুদ্ধই করবে। অকারণ যারা আমার দেশ আক্রমণ করেছে, তাদের সঙ্গে কিসের ধর্ম্ম ?

রুস্তম। সত্য জাঁহাপনা। মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে গোলামের ধর্ম্ম শুধু মনিবের আদেশ পালন, তার অন্য ধর্ম্ম থাকতে নেই। জয়মাল্য আপনাকে আমি এনে দেব; খরমের মৃতদেহও আপনাকে দেখাব; তার মা পুত্রশোকে মরেছে, আর কেউ কাঁদবারও নেই। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ, এই দুটি মহৎ কাজই যেন আমার গোলামী জীবনের শেষ কাজ হয়।

[প্রস্থান।

ঝুমুর। [নেপথ্যে] বাবা, বাবা,—

কায়কাউস। অ্যাঁ! কার কণ্ঠস্বর!

স্দাবার প্রবেশ।

স্দাবা। কে এল, ওগো কে এল? এ যে ঝুমুরের গলা শুনছি? ঝুমুর,—

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। বাবা, বাবা,—[পিতার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

কায়কাউস। মা আমার, ফিরে এলি তুই? আমি যে কখনও ভাবি নি যে তুই আবার ইরাণের মাটিতে ফিরে আসবি।

স্দাবা। ঝুমুর,—

ঝুমুর। মা,—

সুদাবা। তোকে হারিয়ে আমার চোখে ঘুম নেই মা। তোর বাবা উন্মাদ হয়ে গেছেন। সরাবের পিপে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলেছেন। মানী লোকদের কারণে অকারণে অপমান কচ্ছেন।

কায়কাউস। রুস্তমকে ডাক, রুস্তমকে ডাক: দেখ, আমার বুকের ভেতর থেকে কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ জালকে আমি মুক্তি দেব, খুরমকে আমি ক্ষমা করব, আর রুস্তমের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করব। তাই না ঝুমুর?

ঝুমুর। হ্যাঁ বাবা। দুনিয়ার লোক জানুক যে ইরাণরাজ মানুষের মত মানুষ।

সুদাবা। ও মা ঝুমুর, খুরমকে দেখেছিস?

ঝুমুর। তিনিও এসেছেন মা।

সুদাবা। এসেছে? খুরম এসেছে? ওগো,—শুনছ? খুরম এসেছে।

আহত খুরমের প্রবেশ।

খুরম। খুরম এসেছে; জাঁহাপনা, দাদুকে মুক্তি দিন।

কায়কাউস।
সুদাবা। } এ কি!
ঝুমুর।

কায়কাউস। খুরম!

সুদাবা। কি হয়েছে বাবা? কে তোমায় আঘাত করেছে?

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। আমি। জাঁহাপনা, গোলাম আপনার একটা হুকুম তামিল করেছে। হাত কেঁপেছে, গ্রাহ্য করি নি; চোখে জল এসেছে, চোখ বুজে

আঘাত করেছি। হতভাগা কোন দোষে দোষী নয়, জীবনে কাউকে একটা কটু কথাও বলে নি, তবু আপনার আদেশে তার প্রাণ দিতে হল—আর সে আমার হাতে। বলুন জাঁহাপনা, রুস্তম বেইমান নয়।

ঝুমুর। কি করলে তুমি দস্যু! প্রভুভক্তি কি তোমার পিতৃ-ধর্ম্মকেও ছাড়িয়ে গেল? এই নিষ্পাপ শিশুর গায়ে আঘাত করতে পশুতেও যে পারে না। আমাকে মার, আমাকেও মার দস্যু; এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

খুরম। আমার মা কোথায়, আমার মা? আমি মা'র কাছে যাব।

রুস্তম। মা'র কাছেই যাও বাবা। নিরুপায় পিতাকে অভিশাপ দিতে দিতে যাও, কবরের তলায় মার পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক।

[প্রস্থান।

সুদাবা। জাঁহাপনাকে ক্ষমা কর খুরম। তিনি তোমার প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করেছিলেন।

কায়কাউস। হল না,—প্রকৃতির প্রতিশোধ!

খুরম। জাঁহাপনা, আজ আর বলে লাভ নেই। আমি ভেবে-ছিলাম, যাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তাকে আপনার কাছে চেয়ে নেব। খোদার ইচ্ছা নয়, খোদার ইচ্ছা নয়।

[প্রস্থান।

কায়কাউস। ঝুমুর!

ঝুমুর। বাবা!

সুদাবা। অধীর হয়ো না; দুঃখ যে সইতে পারে, সেই ত মানুষ।   [স্বামী কন্যার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল।

আফসারিয়াব ও সোরাবের প্রবেশ।

আফসারিয়াব। এ তুমি করলে কি উন্মাদ? ইরাণী পালোয়ানকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলে?

সোরাব। দিলাম জাঁহাপনা। পালোয়ানের লড়াইয়ের ধর্ম্মই এই। একজন মাটিতে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলে একবার তার প্রাণ ভিক্ষা দিতে হয়।

আফসারিয়াব। যুদ্ধক্ষেত্রে অত দয়ার স্থান নেই। শত্রু, শত্রু, তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে ছেড়ে দেয়, তার মত নির্ব্বোধ কেউ নেই। কি আফশোষ! এতক্ষণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত, আমরা বিজয়-নিশান হাতে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারতুম। তোমার অপরিণামদর্শিতার জন্য তীরে এসে তরী বানচাল হয়ে গেল। একটা বালকের কথায় বিশ্বাস করে লোক লস্কর নিয়ে ইরাণ আক্রমণ করাই আমার ভুল হয়েছিল।

সোরাব। ধর্ম্মযুদ্ধ যিনি পছন্দ করেন না, তার পক্ষে যুদ্ধ করতে আসা আমারও ভুল হয়েছিল।

আফসারিয়াব। ধর্ম্মযুদ্ধ! বেকুব, ইরাণীবীর তোমাকে যদি এমনি মুঠোর মধ্যে পায়, দেবে তোমায় প্রাণভিক্ষা?

সোরাব। নিশ্চয়ই দেবে। বীরের প্রাণ আপনার মত সংকীর্ণ নয়।

আফসারিয়াব। মুখ সামলে কথা বল বেয়াদপ।

সোরাব। বেয়াদপ আপনি! সৈন্য দিয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন, আমিও আপনার বিজয়-তরণী কূলের কাছে নিয়ে এসেছি। তাবলে আপনার হুকুমে আমি অধর্ম্ম যুদ্ধ করব না।

আফসারিয়াব। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় হয়?

সোরাব। হবে। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। তাই বলে অন্ধকার রাত্রে শত্রুশিবিরে আগুন ধরিয়েও দেব না, মূর্চ্ছিতপ্রায় বীরের বুকে তরবারিও বিঁধিয়ে দিতে পারব না। তাতে যদি আপনাদের সবাইকে মরতে হয়, মরবেন।

আফসারিয়াব। আমরা মরলে তুমি কোথায় থাকবে?

সোরাব। আমি সবার আগে কবরে গিয়ে ঢুকব।

মৌলানার প্রবেশ।

মৌলানা। কাজটা তুমি ভাল কর নি সোরাব। তোমার উচিত ছিল লোকটাকে শেষ করে দেওয়া।

সোরাব। আপনার উচিত ছিল মৌলানা না হয়ে কসাই হওয়া। এখন শত্রু-সেনার দিকে চেয়ে বলুন, কে আমার পিতা, মহাবীর রুস্তম কে?

মৌলানা। রুস্তম এর মধ্যে নেই।

সোরাব। ইরাণের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তাচলগামী, ইরাণরাজ কায়-কাউসের নাভিশ্বাস উঠেছে, তবু মহাবীর রুস্তমের দেখা নেই? এ কি মশামাছি যে উড়ে চলে যাবে?

মৌলানা। মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধে তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে না।

সোরাব। কেন এলাম তবে? শুধু ওই ক্ষীণজীবী রাজাটার উপর প্রতিশোধ নিতে? ধিক এ জীবনে! ইচ্ছা হচ্ছে পরাজয়

স্বীকার করে চলে যাই। উপায় নেই, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। শক্তি দাও খোদা, শক্তি দাও।

[প্রস্থান।

আফসারিয়াব। কি করলে তুমি মৌলানা? রুমস্তকে আর কটা দিন ভুলিয়ে রাখতে পারলে না?

মৌলানা। অনেক চেষ্টা করেছিলাম জনাব। দশ দিন দেরী করিয়ে দিয়েছে। আরও দেরী হলে আমার ধড়ে মাথা থাকত না।

আফসারিয়াব। তুমি ত তোমার মাথা বাঁচিয়ে এলে; কিন্তু আমি এখন কি করি? পিতাপুত্রে যদি একবার পরিচয় হয়—

মৌলানা। পরিচয় হবে না জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সোরাব ত শপথ করেছে, যুদ্ধ শেষ না হলে আত্মপরিচয় দেবে না। রুস্তমও বালকের সঙ্গে লড়াই কচ্ছে বলে পরিচয় গোপন কচ্ছে; ইরাণী সৈন্যরাও জানে না যে সে রুস্তম।

আফসারিয়াব। তোমার কি মনে হয়, সোরাব রুস্তমকে পরাস্ত করতে পারবে?

মৌলানা। করে বসে আছে। সোরাবের মত পালোয়ান পারস্যে আর একজনও নেই। আর তিনদিনের মধ্যে আপনি ইরাণের মসনদে বসবেন। এ যদি মিথ্যা হয়, আমার সারাজীবনের শিক্ষা দীক্ষা সব মিথ্যা।

[প্রস্থান।

আফসারিয়াব। চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই; দিবানিশি এক চিন্তা—কবে এই ভেড়ীর বাচ্ছা রুস্তম কবরে ঢুকবে। রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, শুধু রুস্তমের মৃত্যু চাই। তারপর এই বেয়াদব সোরাবকে দেখব। [প্রস্থান।

রুস্তম ও সোরাবের প্রবেশ।

সোরাব। ফিরে যান ইরাণীবীর। তলোয়ার, বর্শা, ছাজা, গর্জ্জ, একে একে সব অস্ত্র দিয়েই ত আমায় আঘাত করে দেখলেন, কোন ফল হল না; আপনার সব অস্ত্র আমি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। নসীব আপনার উপর বিরূপ! কেন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন?

রুস্তম। প্রাণ ত একদিন যাবেই, না হয় আজই যাক। কিন্তু তুমি আমার অস্ত্রের ধারটাই দেখেছ, দেহের শক্তির পরিচয় পাও নি।

সোরাব। পরিচয় পেলেও আপনার কোন লাভ হবে না বীর। অহমিকায় আপনার দৃষ্টি আচ্ছন্ন; নইলে আপনি দেখতে পেতেন যে একমাত্র মহাবীর রুস্তম ছাড়া আমার আঘাত সইতে পারে, এত বড় শক্তি ইরাণে কারও নেই।

রুস্তম। রুস্তমকে তুমি চেন?

সোরাব। চিনি না, কিন্তু আশৈশব তাঁর নাম শুনে আসছি। কোথায় তিনি বলতে পারেন। ইরাণের এই বিপদের সময়েও কেন তিনি দূরে সরে রইলেন? কি জনাব, একদৃষ্টে চেয়ে আছেন যে?

রুস্তম। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছিল যুবক। জানি না কেন তোমাকে দেখে চোখে জল আসছে; দুটো ছেলে ছিল আমার, আজ তারা নেই; তোমাকে যত দেখছি, ততই তাদের কথা মনে হচ্ছে। কত যুদ্ধ করেছি, কত মানুষের মাথা নিয়েছি, সবারই দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন আজ চারিদিক থেকে আমার কাণে এসে বাজছে। তুমি ফিরে যাও যুবক, তুমি ফিরে যাও।

সোরাব। আমি ফিরে যাব কেন? আপনি পরাজিত, আপনিই ফিরে যান। একবার আপনার প্রাণভিক্ষা দিয়েছি, দ্বিতীয়বার আর দেব না।

রুস্তম। শোন যুবক,— আজ তোমাব নিস্তার নেই। আজ সূর্য্যাস্তেব পূর্ব্বে তোমার মৃত্যুসংবাদ আমায় ইবাণরাজের কাছে নিয়ে যেতেই হবে। তুমি যাও, তুমি যাও; নিজেকে রক্ষা কর, আমাকেও রক্ষা কর।

সোরাব। বুঝেছি বীর, প্রাণভয়ে তুমি ব্যাকুল হয়েছো। তোমাব মত ভীরু কাপুরুষকে যে পালোয়ান বলে, সে পালোয়ান কখনও চোখে দেখে নি।

রুস্তম। আমায় ক্ষিপ্ত করো না যুবক। তাহলে—

সোরাব। তাহলে কি কাপুরুষ?

রুস্তম। তোমার মত কুকুরের বাচ্ছাকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখাই আমার অন্যায় হয়েছে।

সোরাব। কুকুরেব বাচ্ছা তুমি।

[উভয়ের মল্লযুদ্ধ। রণদামামা বাজিতে লাগিল, তারই মধ্যে মাঝে, মাঝে দূরাগত কণ্ঠে ভাসিয়া আসিল—জাল ডাকিতেছেন,— 'রুস্তম!' আর তাহ্‌মিনা ডাকিতেছে,—'সোরাব!' রুস্তম মাটিতে পড়ে,—তুরাণী সৈন্য জয়ধ্বনি দেয়, সোরাব পড়ে,—ইরাণীরা জয়নাদ করে।]

তাহ্‌মিনা। [নেপথ্যে] সোরাব! সোরাব!

সোরাব। মা ডাকছে না? মা,—

[এই অবসরে রুস্তম তাহাকে ভূপাতিত করিল; তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।]

সোরাব। ইরাণীবীর, আমি একবার তোমায় প্রাণভিক্ষা দিয়েছি; তুমিও তোমার ধর্ম্মরক্ষা কর।

রুস্তম। উপায় নেই, উপায় নেই। গোলামের ধর্ম্ম নেই—মনিবের আদেশ—ধর্ম্ম হক, অধর্ম্ম হক, আমার হাতে আজ তোমার মৃত্যু। [সোরাবের বক্ষে ছুরিকাঘাত]

সোরাব। আঃ—আ—আ! করলে কি পাষণ্ড? এই তোমার বীরধর্ম্ম! আমি ত তোমাকে একবার প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলাম।

রুস্তম। গোলামের ধর্ম্ম শুধু মনিবের আদেশ পালন। তুরাণী-বীর, তোমাকে আমি মারি নি, মেরেছে আমার দাসত্বের অভিশাপ!

সোরাব। তবু তোমাকে বড় আপন বলে মনে হচ্ছে। পালাও বীর পালাও। নইলে আমার পিতার হাতে তোমার নিস্তার নেই। আমার পিতা বিশ্ববিজয়ী রুস্তম যখন শুনবেন—

রুস্তম। কে? কে তোমার পিতা, এ কি, তোমার বাহুতে এ কিসের তাবিজ? এ যে আমার দেওয়া সেই মাদুলী? তুমি কি সামান গাঁ চেন? তাহ্‌মিনাকে চেন?

সোরাব। সামান গাঁ আমার জন্মভূমি, তাহ্‌মিনা বিবি আমার মা।

রুস্তম। ওঃ—খোদা, মাথায় বজ্র হানো; হে আকাশ, ভেঙ্গে পড় পুত্রঘাতীর মাথায়; হে সমুদ্র, মহাপ্লাবন নিয়ে এস। কি করেছি আমি, কি করেছি?

সোরাব। তুমি—তুমি কে?

রুস্তম। আমিই রুস্তম; ওরে, আমিই রুস্তম।

সোরাব। পিতা!

রুস্তম। এই ছুরি নাও, আমি যেমন করে তোমাকে মেরেছি, তুমি তেমনি করে আমাকে হত্যা কর। ওঃ—কোথায় যাব আমি? তিন তিনটে ছেলে—কেউ নেই, কেউ নেই। আমার সারাজীবনের

সাধনা তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়েছিল পুত্র। আমি যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশী পেয়েছিলাম, নসীবে সইল না।

তাহ্‌মিনা। [নেপথ্যে] সোরাব, ফিরে আয়।

সোরাব। মা আসছে। পালাও পিতা, পালাও।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। সোরাব!

সোরাব। [অতি কষ্টে উঠিয়া মার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল] মা, মা, হল না মা।

তাহ্‌মিনা। এ কি! এত রক্ত! কে মারলে? ওরে, কে মারলে তোকে?

রুস্তম। আমি মেরেছি তাহ্‌মিনা, শুধু ওকে নয়, তোমার খুরমকেও আমিই হত্যা করেছি।

তাহ্‌মিনা। পুত্রঘাতি দস্যু, কাঁদছ তুমি? মনে করেছ চোখের জল দেখে আমি ভুলে যাব? তা হবে না। এত রক্তপিপাসা তোমার? গোলামির জন্য সবই কি ডালি দিয়েছ?

রুস্তম। আমি চিনতে পারি নি তাহ্‌মিনা।

তাহ্‌মিনা। নিজের ছেলেকে চিনতে পার নি? ভণ্ড, কার কাছে এ কথা বলছ? নিজের হাতে গড়া পু;লটাকে তোমায় চিনিয়ে দিতে হবে? আমার ছেলে যদি বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে আমার কাছে আসত, তবু ত সে আমার চোখদুটোকে ফাঁকি দিতে পারত না।

সোরাব। মা,—

তাহ্‌মিনা। তোমার রাজ্য আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে, আরও স্ত্রী-পুত্র আছে। আমা‍ৃ এই একটা সম্পদই ছিল। তুমি আমার সর্ব্ব-

স্বান্ত করেছ শয়তান। তোমাকে আমি বাঁচতে দেব না; আমার ছেলে যেখানে গেছে, তুমিও সেইখানে যাও। [ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ; জাল আসিয়া তাহ্‌মিনার হাত ধরিল]

জাল। পুত্রশোকের জ্বালা তুমি ত বুঝেছ মা। এই বৃদ্ধের বুকে পুত্রশোকের আগুন জ্বালিও না। [ছুরি কাড়িয়া লইলেন] ওঠ দাদুভাই, ওঠ; আর দুজন যেখানে ঘুমিয়ে আছে, তোমাকেও সেইখানে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি।

[সোরাব সহ প্রস্থান।

রুস্তম। আমি তোমার ছেলেকে মারি নি তাহ্‌মিনা। মেরেছে হাজার হাজার নিহত দুশমনের পঞ্জীভূত অভিশাপ, আর মেরেছ তুমি। পুত্রের জীবন দিয়ে তুমি শিক্ষালাভ কর যে প্রবঞ্চনায় কথনো জয় হয় না।

[ক্রন্দনমুখী তাহ্‌মিনার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

খুরম, সোরাব ও কদমের সমাধি।

[সন্তর্পণে কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিতা ঝুমুর প্রবেশ করিল। তাহার হাতে প্রদীপ চক্ষে জলধারা। ঝুমুর প্রথমে কদমের, তারপর সোরাবের কবরে স্থিত দীপ জ্বালাইয়া দিল। পরে খুরমের কবরের উপর দীপ রক্ষা করিল। দূর হইতে আজান ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।]

ঝুমুর। গীত :

হায়,—কত কথা—কত গান
বুকের তলায় রয়ে গেল জমা কতনিশি দিনমান।
কত যে বরণে গন্ধে
মনে মনে ওগো গড়েছিনু ঘর কত অপরূপ ছন্দে ;
এত সাধনা কি সবি হল মিছে ?
আমার বেদনে দুনিয়া কাঁদিছে ;
পারি না সহিতে দুঃসহ ব্যথা, কথা কও হে পাষাণ।

তাহ্‌মিনার প্রবেশ।

তাহ্‌মিনা। কে কাঁদে রে? কে কাঁদে? খবরদার কাঁদবি নি বলছি। আমার ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে ; ঘুম ভেঙ্গে যাবে। দগদগে ঘা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। দুনিয়া লালে লাল হয়ে যাবে।

ঝুমুর। মা !

তাহ্‌মিনা। মা? কে তোর মা? দূর, দূর, আমি আর কারও মা হতে পারব না। সন্তান নয়, দুশমন ; কলিজার রক্ত নিঃশেষে

পান করে সোজা হনহন করে চলে যায়, বারণ করলে কথা শোনে না; হাজার ডাকলেও পেছন ফিরে তাকায় না।

ঝুমুর। আমায় তুমি চিনতে পাচ্ছ না মা?

তাহ্‌মিনা। আবার মা? কোথাকার অজাত! কার মেয়ে তুই?

ঝুমুর। আমি তোমার মেয়ে।

তাহ্‌মিনা। মেয়ে ছিল আমার? কি নাম তোর?

ঝুমুর। আমার নাম দোলেনা।

তাহ্‌মিনা। দোলেনা? আমার খুরমের বউ! আয় কাছে আয়; কত আগুন বুকটার মধ্যে, হাত দিয়ে দেখ। না না, তুই ত ঝুমুর, কায়কাউসের মেয়ে। এই শয়তান বাপকে দিয়ে ছেলেকে খুন করিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করব না, তার বংশের কাউকে রেহাই দেব না। [ঝুমুরের গলা টিপিয়া ধরিল।]

রুস্তমের প্রবেশ।

রুস্তম। তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা। [ঝুমুরকে ছাড়িয়া দিল] কেন এসেছ? কেন এসেছ এখানে? আমার ছেলেরা এখানে ঘুমিয়ে আছে। তুমি খুনী, রক্ত-মাখা হাত নিয়ে কেন এখানে এসে দাঁড়িয়েছ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। যাবে না? তবে তোমাকেও খুন করব। [পাথর কুড়াইয়া কপালে ছুঁড়িয়া মারিল]

ঝুমুর। কি করলে রাক্ষসি?

রুস্তম। ভালই করেছে মা। শুধু তাহ্‌মিনা নয়, তুমিও এস; দুজনে মিলে যত পার আমায় আঘাত কর। আমি জানি, আমি যা হারিয়েছি, তোমরা হারিয়েছ তার সহস্র গুণ; আমার গেছে

ছেলে, তোমাদের হারিয়েছে সর্ব্বস্ব। আঘাত কর, দুজনে দুদিক থেকে আমায় আঘাত কর, অবসান কর এ দুর্ব্বহ জীবনের।

ঝুমুর। জনাব!

রুস্তম। আমি সব জানি মা, সব জানি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমি তাকে মারি নি, মেরেছে আমার দুর্ভাগ্য। অমিত শক্তি নিয়ে দুনিয়ার মাটিতে জন্মেছিলাম, কিছুই আমার কাজে লাগল না; শমীবৃক্ষের মত নিজের শক্তির আগুনে নিজেই আমি দগ্ধ হয়ে গেলাম। তবু এ দাসত্বের বন্ধন ঘুচল না।

তাহ্‌মিনা। হ্যাঁ গা, তুমি কাঁদছ? না, না, কেঁদো না; মাঝে মাঝে সব বুঝতে পারি; আবার মাথা গুলিয়ে যায়। তোমারও ত ছেলে! সোরাব গেছে, খুরম গেছে, কদম পালিয়েছে—যাক্, সব যাক্, তবু তুমি মানুষের মত বেঁচে থাক। চল তুমি আমার কাছে, আমি তোমার ভাঙ্গা বুক জোড়া দেব, তোমার অসীম শক্তি দুনিয়ার কাজে লাগাব।

রুস্তম। ফিরে যাও তাহ্‌মিনা। আমি দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, কোথাও যাবার উপায় নেই। যদি পার ঝুমুরকে তুমি নিয়ে যাও। দুনিয়ায় যদি খুরমের মত কোন নিষ্কলঙ্ক চিরশিশুর সন্ধান পাও, তার সঙ্গে ওর বিবাহ দিও।

ঝুমুর। বিবাহ! চুপ্ চুপ্, এ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ কথা উচ্চারণ করো না। না না, আমি কোথাও যাব না, যেতে পারব না।

কায়কাউসের প্রবেশ।

কায়কাউস। ঝুমুর!

ঝুমুর। বাবা!

কায়কাউস। আবার তুমি এখানে এসেছ মা? ভুলে যাও, ভুলে যাও; আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করলেও সে আর সাড়া দেবে না। চল মা, ঘরে চল।

ঝুমুর। ঘরে আর যাব না বাবা। যদি মেহেরবানি হয়, এই কবর গাহে একটা কুটির তৈরী করে দাও; আমি এইখানেই থাকব আর কবর পাহারা দেব।

কায়কাউস। না মা,—কথা শোন, ঘরে আয়।

ঝুমুর। ঘর বেঁধেছিলুম বাবা, তুমিই পুড়িয়ে দিয়েছ। মনে করেছ, একটা রাজা বাদশার ছেলে ধরে এনে আমার বিয়ে দেবে। তা হয় না বাবা। তুমি আমায় অনেক আগেই বিকিয়ে দিয়েছ। আমি জীবনে মরণে তাঁরই।

তাহ্‌মিনা। তাই ভাল মা, তাই ভাল। তুই কবর পাহারা দিবি, আমি তোকে পাহারা দেব। যাও ইরাণরাজ, ঘরে ফিরে যাও; মেয়ে আর তোমার নয়। আমাদের পুত্রহীন করেছ তুমি। যে আগুন আমাদের বুকে জ্বালিয়েছ, তার উত্তাপ তুমিও সারা-জীবন অনুভব কর। আয় মা আয়।

রুস্তম। তাহ্‌মিনা।

তাহ্‌মিনা। দাসত্ব কর, দাসত্ব কর। ছেলেদের চিবিয়ে খেয়েছ, এবার আমার মাথাটা চিবিয়ে খাও।

কায়কাউস। রুস্তম,—

রুস্তম। জাঁহাপনা,—আমি কি করব বলে দিন। এরা আমার সব শক্তি হরণ করে নিয়ে গেছে; আজ আমি শিশুর মত দুর্ব্বল।

সর্ব্বশক্তি দিয়ে সারাজীবন আপনার সেবা করেছি। দেখুন, আজ আমার যৌবনে বার্দ্ধক্য এসেছে। বলুন জাঁহাপনা, আর আমার কি আছে, কি দিয়ে আপনার সেবা করব?

কায়কাউস। আর সেবার প্রয়োজন নেই রুস্তম। আজ তুমি মুক্ত।

রুস্তম। মুক্ত! কিন্তু আমি যে পিতার কাছে শপথ করেছি—তাঁর জীবদ্দশায় আমি আপনার দাসত্ব ত্যাগ করব না।

কায়কাউস। তাঁর মৃত্যুর পরে ত ত্যাগ করবে। শোন রুস্তম,—তোমার মুক্তির জন্য তোমার পিতা—

রুস্তম। কি জাঁহাপনা, আমার পিতা কি?

কায়কাউস। তোমার পিতা আত্মহত্যা করেছেন।

রুস্তম। আত্মহত্যা করেছেন! আমার পিতা! মহাবীর জাল! ওঃ—জাঁহাপনা, পুত্রশোকের চেয়েও এ জ্বালা দুঃসহ। এত বড় একটা জীবন এমনি ভাবে শেষ হয়ে গেল! পিতা, পিতা,—মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন; তাহ্‌মিনা এক হাত ধরিল, ঝুমুর আর এক হাত ধরিল]

তাহ্‌মিনা। ওঠ বীর, আজ তোমার দাসত্বের অবসান।

ঝুমুর। পারস্যের মেঘমুক্ত সূর্য্য,—তোমার কণকরশ্মি দিয়ে পারস্যের ঘরে ঘরে আজ থেকে জীবনী শক্তি ছড়িয়ে দাও। এতদিন ধ্বংস করেছ, আজ সৃষ্টি কর; গড়ে তোল তোমার দেশের মাটিতে হাজার হাজার মানুষের মত মানুষ।

রুস্তম। তোমরা আমাকে অভিশাপ দেবে না? আমায় স্পর্শ করতে তোমাদের ঘৃণা হচ্ছে না?

ঝুমুর।
তাহ্‌মিনা। } না।

রুস্তম। তবে এমনি করে দু'জনে আমায় ঘিরে রাখ। আমার যৌবনটা ফিরিয়ে আন। শৃঙ্খলিত শক্তি দিয়ে ধ্বংস করেছি, মুক্ত শক্তি দিয়ে আজ কবরে কুসুম ফোটাব। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি!

[তাহ্‌মিনা ও ঝুমুর সহ প্রস্থান।

কায়কাউস। শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিও খোদা, মেয়েটাকে শাস্তি দিও না।

[প্রস্থান।